চিরকুমার সভা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
প্রকাশক—শ্রীকরুণাবিন্দু বিশ্বাস
২১০, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

"চিরকুমার সভা"

প্রথম প্রকাশিত (মাসিক পত্রে)—১৩০৬-১৩০৭
প্রথম সংস্করণ (প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ)—১৩১৪
দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ („)—১৩২৬
তৃতীয় (বিশ্বভারতী সংস্করণ)—চৈত্র—১৩৩২

আদ্য য্যা-ধ্বনি দেখাইবার জন্য 'ে'কার ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহাতে এ-ধ্বনি আর-য্যা-ধ্বনির পার্থক্য নির্দ্দেশ করা সহজ হইবে। যেমন, ফেলো (=ফেলিও) আর ফেলো (=ফ্যালো=ফেলহ), দেখো (=দেখিও) আর দেখো (=দ্যাখো=দেখহ), ইত্যাদি।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা

ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাঠ-পরিচয়

"চিরকুমার সভা" প্রথমে ধারাবাহিক উপন্যাসরূপে ১৩০৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে ১৩০৭ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ভারতী পত্রিকায় বাহির হয়। ১৩১১ সালে হিতবাদী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে ইহার নাম হয় "প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ"। ১৩১৪ সালে গদ্য-গ্রন্থাবলীর ৮ম ভাগে ইহা যখন একটি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির হয়, তখনও ইহার ঐ নামই থাকে।

১৩৩২ সালের বৈশাখ মাসে কবি উপন্যাসটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া, একটি নাটক রচনা করেন। এই নাটকের মধ্যে অনেকখানি অংশ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লিখিয়া দেন, এবং অনেকগুলি নূতন গানও যোগ করেন, কিন্তু উপন্যাসের খানিকটা অংশ বাদ পড়ে। বর্ত্তমান সংস্করণে নাটকের আকারই রাখা হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের পরিত্যক্ত অংশগুলি প্রায় সমস্তই যোগ করিয়া দেওয়া হইল। অভিনয়ের জন্য আবশ্যকমতো এই সকল অংশ বাদ দিয়া লইলেই চলিবে।

পুরাতন অংশের পাঠ ভারতী পত্রিকা এবং নূতন অংশের পাঠ কবির পাণ্ডুলিপির সহিত মিলাইয়া দেখা হইয়াছে। ছাপার ভুল বাদ দিয়া বর্ত্তমানের সংস্করণের পাঠ মোটামুটি প্রামাণ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

ফাল্গুন, ১৩৩২

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

চিরকুমার সভা

নাটকের পাত্র ও পাত্রীগণ

চন্দ্রমাধব বাবু	···	কলিকাতাব কোনো কলেজের অধ্যাপক, চিবকুমার সভাব সভাপতি
শ্রীশ		
বিপিন		চিবকুমাব সভাব সভ্য
পূর্ণ		
অক্ষয়কুমাব	···	জগত্তাবিণীব বড়ো জামাতা
রসিকদাদা	···	জগত্তারিণীর দূব সম্পর্কীয় খুড়া
বনমালী	···	ঘটক
গুরুদাস	···	ওস্তাদ
দারুকেশ্বব, মৃত্যুঞ্জয়		কুলীন যুবক দ্বয়
জগত্তারিণী	··	বিধবা হিন্দু মহিলা
পুরবালা	···	জগত্তাবিণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা, অক্ষয়কুমারের স্ত্রী
শৈলবালা	···	জগত্তারিণীর বিধবা কন্যা
নৃপবালা, নীরবালা		জগত্তারিণীর দুই অবিবাহিতা কন্যা
নির্মলা	···	চন্দ্রমাধববাবুব অবিবাহিতা ভাগিনেয়ী

চিরকুমার সভা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। অক্ষয়ের বৈঠকখানা।

অক্ষয় ও পুরবালা।

[অক্ষয়কুমারের শ্বশুর হিন্দুসমাজে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চালচলন অত্যন্ত নব্য ছিল। মেয়েদের তিনি দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখিয়া লেখা-পড়া শিখাইতেছিলেন। লোকে আপত্তি করিলে বলিতেন, আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে তো চিরকালই এইরূপ প্রথা।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা জগত্তারিণীর ইচ্ছা, লেখাপড়া বন্ধ করিয়া মেয়েগুলির বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তিনি ঢিলা প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ইচ্ছা যাহা হয় তাহার উপায় অন্বেষণ করিয়া উঠিতে পারেন না। সময় যতই অতীত হইতে থাকে, আর পাঁচজনের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন।

জামাতা অক্ষয়কুমার পুরা নব্য। শ্যালীগুলিকে তিনি পাস করাইয়া নব্যসমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারিয়েটে তিনি বড়ো রকমের কাজ করেন, গরমের সময় তাঁহাকে সিম্‌লা পাহাড়ে আপিস করিতে হয়, অনেক রাজঘরের দূত, বড়ো সাহেবের সহিত বোঝাপড়া করাইয়া দিবার জন্য বিপদে-আপদে তাঁহার হাতে-পায়ে আসিয়া ধরে। এই সকল নানা কারণে শ্বশুরবাড়ীতে তাঁহার পসার বেশী। বিধবা শাশুড়ী তাঁহাকেই অনাথা পরিবারের অভিভাবক বলিয়া জ্ঞান করেন। শীতের কয়মাস শাশুড়ীর পীড়াপীড়িতে তিনি কলিকাতায় তাঁহার ধনী শ্বশুর-গৃহেই যাপন করেন। সেই কয় মাস তাঁহার শ্যালী-সমিতিতে উৎসব পড়িয়া যায়।]

পুরবালা। তোমার নিজের বোন হ'লে দেখ্‌তুম কেমন চুপ্‌ ক'রে ব'সে থাক্‌তে। এতদিনে এক-একটির তিনটি চারটি ক'রে পাত্র জুটিয়ে আন্‌তে। ওরা আমার বোন্‌ কি না—

অক্ষয়। মানব-চরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সে বুঝে নিয়েছো। তা ভাই, শ্বশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ ক'র্‌তে কিছুতেই মন সরে না—এ-বিষয়ে আমার ঔদার্য্যের অভাব আছে তা স্বীকার ক'র্‌তে হবে।

পুরবালা। দেখো, তোমার সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত ক'র্‌তে হচ্চে।

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো মন্ত্র প'ড়ে বিবাহের দিনে হ'য়ে গেছে, আবার আর একটা!—

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক নয়। এটা হয়তো তেমন অসহ্য না হ'তেও পারে।

অক্ষয়।—সখি, তবে খুলে বলো।

গান

কী জানি কী ভেবেছো মনে
খুলে বলো ললনে।
কী কথা হায় ভেসে যায়,
ঐ ছলছল নয়নে।

[এইখানে বলা আবশ্যক, অক্ষয়কুমার ঝোঁকের মাথায় দুটো চারটে লাইন গান মুখে-মুখে বানাইয়া গাহিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কখনই কোনো গান রীতিমত

সম্পূর্ণ করিতেন না। বন্ধুরা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, তোমার এমন অসামান্য ক্ষমতা কিন্তু গানগুলো শেষ কর না কেন? অক্ষয় ফস্ করিয়া তান ধরিয়া তাহার জবাব দিতেন—

"সখা, শেষ করা কি ভালো?
তেল ফুরোবার আগেই আমি নিবিয়ে দেবো আলো!"

এইরূপ ব্যবহারে সকলে বিরক্ত হইয়া বলে, অক্ষয়কে কিছুতেই পারিয়া উঠা যায় না।]

পুরবালা। ওস্তাদ্জী থামো। আমার প্রস্তাব এই যে, দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করো যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাক্‌বে,—যখন তোমার সঙ্গে দু'টো-একটা কাজের কথা হ'তে পার্‌বে।

অক্ষয়। গরীবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা ব'ল্‌তে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ্ ক'রে বাজুবন্দ চেয়ে বসে!

গান

পাছে চেয়ে বসে আমার মন,
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি,
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
আমি তাইতো তুলিনে আঁখি।

পুরবালা। তবে যাও।

অক্ষয়। না, না, রাগারাগি না। আচ্ছা যা বলো তাই শুন্‌বো। খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারিণী সভার সভ্য হবো। তোমার সামনে কোনো রকমের বেয়াদবি ক'র্‌বো না!—তা কী কথা হচ্ছিলো? শ্যালীদের বিবাহ! উত্তম প্রস্তাব।

পুরবালা। দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারি মুখ চেয়ে

আছেন। তোমারি কথা শুনে এখনো তিনি বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে দিতে পারো তাহ'লে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি!

অক্ষয়। আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাবনা কোরো না। আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়ছেন।

পুরবালা। গোকুলটি কোথায়?

অক্ষয়। যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভর্ত্তি করেছো। আমাদের সেই চিরকুমার সভা।

পুরবালা। প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই!

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই ক'রে পার্‌বে কেন? তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র। সেই জন্যে ভগবান্ প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ঐ সভাটার উপরেই। সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হ'তে থাকে—প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্য্যন্ত নরম হ'য়ে উঠেছেন—দিব্যি বিবাহযোগ্য হ'য়ে এসেছেন—এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এককালে ঐ সভার সভাপতি ছিলুম।

পুরবালা। তোমার কী রকম দশাটা হয়েছিলো?

অক্ষয়। সে আর কী ব'ল্‌বো! প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রী শব্দ পর্য্যন্ত মুখে উচ্চারণ ক'র্‌ব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হ'লো যে, মনে হ'তো শ্রীকৃষ্ণের ষোল-শ' গোপিনী যদি-বা সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হন অনন্ত মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভ'রে প্রেমালাপটা ক'রে নিই—ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লো আর কি।

পুরবালা। চৌষট্টি হাজারের সখ্ মিট্‌লো?

অক্ষয়। সে-আর তোমার মুখের সাম্‌নে ব'ল্‌বো না। জাঁক হবে। তবে ইসারায় ব'ল্‌তে পারি মা কালী দয়া করেছেন বটে।

পুরবালা। তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দী-ভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করেছিলেন ?

অক্ষয়। তা হ'তে পাবে, সেই জন্যেই কার্ত্তিকটি পেয়েছো।

পুরবালা। আবার ঠাট্টা সুরু হ'লো ?

অক্ষয়। কার্ত্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা? গা ছুঁয়ে ব'ল্‌চি ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস।

শৈলবালার প্রবেশ

[শৈলবালা মেজো বোন্। বিবাহের এক মাসের মধ্যে বিধবা। চুলগুলি ছোটো করিয়া ছাঁটা বলিয়া ছেলের মতো দেখিতে। সংস্কৃত ভাষায় অনার দিয়া বি-এ পাস করিবার জন্য উৎসুক।]

শৈল। মুখুজ্জে মশায়, এইবার তোমার ছোটো দু'টি শ্যালীকে রক্ষা করো।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হ'য়ে থাকেন তো আমি আছি। ব্যাপারটা কি ?

শৈল। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিক দাদা কোথা থেকে একজোড়া কুলীনের ছেলে এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয়। ওরে বাস্‌রে! একেবারে বিয়ের এপিডেমিক্! প্লেগের মতো! এক বাড়ীতে এক সঙ্গে দুই কন্যেকে আক্রমণ! ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে।

বড়ো থাকি কাছাকাছি
তাই ভয়ে ভয়ে আছি।
নয়ন বচন কোথায় কখন্ বাজিলে বাঁচি না বাঁচি ॥

শৈল। এই কি তোমার গান গাবার সময় হ'লো?

অক্ষয়। কী ক'র্‌বো ভাই! রসুনচৌকি বাজাতে শিখিনি, তা হ'লে ধর্‌তুম। বলো কী! শুভকর্ম্ম! দুই শ্যালীর উদ্বাহবন্ধন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন?

শৈল। বৈশাখ মাসের পর আস্‌চে বছরে অকাল প'ড়্‌বে, আর বিয়ের দিন নেই।

পুরবালা। তোরা আগে থাকৃতে ভাবিস্ কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা যাকৃতো।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

[জগত্তারিণী ঢিলা মানুষ। ঢিলা লোকদের স্বভাব এই যে, হঠাৎ একদা অসময়ে তাহারা মন স্থির করে, তখন ভালো-মন্দ বিচার করিবার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া একদমে পূর্ব্বকার সুদীর্ঘ শৈথিল্য সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। তখন কিছুতেই তাহাদের আর এক মুহূর্ত্ত সবুর সয় না। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সেইরূপ অবস্থা।]

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়!

অক্ষয়। কি মা?

জগৎ। তোমার কথা শুনে আর তো মেয়েদের রাখ্‌তে পারিনে—

শৈল। মেয়েদের রাখতে পারো না ব'লেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা?

জগৎ। ঐ তো! তোদের কথা শুন্‌লে গায়ে জ্বর আসে। বাবা

অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে পাস করিয়ে কী হবে বলো দেখি? ওর এত বিদ্যের দরকার কী?

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়ে মানুষের একটা না একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই—হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিষ্টিরিয়া। দেখোনা, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি,—তিনি স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন,—আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাক্‌তে হয়।

জগৎ। তা যা বলো বাবা, আস্‌চে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবোই।

পুরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়ে-মানুষের সকাল সকাল বিয়ে হওয়াই ভালো।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) তা তো বটেই! বিশেষত যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ, তখন সকাল সকাল বিয়ে ক'রে সময় পুষিয়ে নেওয়া চাই।

পুরবালা। আঃ কী ব'কৃচো? মা শুন্‌তে পাবেন।

জগৎ। রসিক কাকা আজ পাত্র দেখাতে আস্‌বেন, তা চল্‌ মা পুরি, তাদের জলখাবার ঠিক ক'রে রাখিগে।

[জগত্তারিণী ও পুরবালার প্রস্থান।

[মুখুজ্জে মহাশয়ের সঙ্গে শৈলর তখন গোপন কমিটি বসিল। এই শ্যালীভগিনীপতি দু'টি পরস্পরের পরম বন্ধু ছিল। অক্ষয়ের মত এবং রুচির দ্বারাই শৈলর স্বভাবটা গঠিত। অক্ষয় তাঁহার এই শিষ্যটিকে যেন আপনার প্রায় সমবয়স্ক ভাইটির মতো দেখিতেন—স্নেহের সহিত সৌহার্দ্য মিশ্রিত। তাহাকে শ্যালীর মতো ঠাট্টা করিতেন বটে কিন্তু তাহার প্রতি বন্ধুর মতো একটি সহজ শ্রদ্ধা ছিল।]

শৈল। আর তো দেরি করা যায় না মুখুজ্জে মশায়। এইবার

তোমার সেই চিরকুমার সভার বিপিনবাবু এবং শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চ'ল্‌চে না। আহা ছেলে দু'টি চমৎকার। আমাদের নেপো আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়। তুমি তো চৈত্রমাস যেতে-না-যেতে আপিস্‌' ঘাড়ে ক'রে সিম্‌লে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।

অক্ষয়। কিন্তু তাই ব'লে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চ'ম্‌কে যাবে। ডিমের খোলা ভেঙে ফেল্‌লেই কিছু পাখী বেরোয় না। যথোচিত তা দিতে হবে, তা'তে সময় লাগে।

শৈল। বেশতো তা দেবার ভার আমি নেবো মুখুজ্জে মশায়।

অক্ষয়। আর একটু খোলসা ক'বে ব'ল্‌তে হচ্চে।

শৈল। ঐ তো দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন্‌-হাসির বাড়ী পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হবো, তা'র পরে সভা কতদিন টেঁকে আমি দেখে নেবো।

অক্ষয়। তাহ'লে জন্মটা ব'দ্‌লে নিয়ে আর একবার সভ্য হবো। একবার তোমার দিদির হাতে নাকাল হয়েচি—এবার তোমার হাতে। কুমার হবার সুখটাই ঐ—কটাক্ষ বাণগুলোকে লক্ষ্যভেদ ক'র্‌বার সুযোগ দেওয়া যায়।

শৈল। ছি মুখুজ্জে মশায়, তুমি সেকেলে হ'য়ে যাচ্চো। ঐ সব নয়ন-বাণটানগুলোর এখন কি আর চলন আছে? যুদ্ধবিদ্যার যে এখন অনেক বদল হ'য়ে গেছে।

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

[নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীর তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্ব্বদাই আন্দোলিত।]

নীর। (শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া) মেজদিদি ভাই, আজ কা'রা আস্‌বে বল্ তো ?

নৃপ। মুখুজ্জে মশায়, আজ কি তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আছে? জলখাবারের আয়োজন হ'চ্চে কেন ?

অক্ষয়। ঐ-তো! বই প'ড়ে প'ড়ে চোখ কানা ক'র্‌লে—পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কাপাত কী ক'রে ঘটে সে-সমস্ত লাখ-দু'লাখ ক্রোশের খবর রাখো, আর আজ ১৮ নম্বর মধুমিস্ত্রীর গলিতে কার আকর্ষণে কে এসে প'ড়্‌চে সেটা অনুমান ক'র্‌তেও পার্‌লে না ?

নীর। বুঝেছি ভাই, সেজদিদি! তোর বর আস্‌চে ভাই, তাই সকালবেলা আমাব বাঁ চোখ নাচ্‌ছিলো।

নৃপ। তোর বাঁ চোখ নাচ্‌লে আমার বর আস্‌বে কেন ?

নীর। তা ভাই আমার বাঁ চোখটা না হয় তোর বরের জন্যে নেচে নিলে তা'তে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু মুখুজ্জে মশায়, জলখাবার তো দু'টি লোকের জন্যে দেখলুম, সেজদিদি কি স্বয়ম্বরা হবে না কি ?

অক্ষয়। আমাদের ছোড়্‌দিদিও বঞ্চিত হবেন না।

নীর। আহা মুখুজ্জে মশায়, কী সুসংবাদ শোনালে? তোমাকে কী বক্‌শিষ দেবো! এই নাও আমার গলার হার—আমার দু'হাতের বালা।

শৈল। আঃ ছিঃ, হাত খালি করিস্‌নে।

নীর। আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুজ্জে মশায়।

নৃপ। আঃ, কি বর-বর ক'র্‌ছিস্ দেখ তো ভাই মেজদিদি।

অক্ষয়। ওকে ঐজন্যেই তো বর্ব্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্ব্বরে,

ভগবান্ তোমাদের ক'টি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই ?

নীর। সেই জন্যেই তো লোভ আরো বেড়ে গেছে।

[নৃপ তাহার ছোট বোনকে সংযত করা অসাধ্য দেখিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।]

নীর। (চলিতে চলিতে) এলে খবর দিয়ো মুখুজ্জে মশায়, ফাঁকি দিয়ো না। দেখো তো সেজদিদি কী রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে।

(নীরর গান)

না ব'লে যায় পাছে সে
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

অক্ষয়। ভয় নেই, ভয় নেই। একটা যায় তো আর একটা আস্‌বে। যে বিধাতা আগুন স্বষ্টি করেছেন পতঙ্গও তিনিই জুটিয়ে দেবেন। এখন গানটা চলুক্।

(নীরর গান)

কাছে তা'র রই তবুও
কথা যে রয় পরাণে

অক্ষয়। নীরু, এটাতো আগন্তুকদের লক্ষ্য ক'রে তৈরী হয় নি। কাছের মানুষটি কে বল্‌তো ?

(নীরর গান)

যে পথিক পথের ভুলে
এলো মোর প্রাণের কূলে।

পাছে তা'র ভুল ভেঙে যায়
চ'লে যায় কোন্ উজানে।
আঁখি তাই ঘুম না জানে।

অক্ষয়। এতো আমার সঙ্গে মিল্‌চে। কিন্তু ভাই জেনে শুনেই পথ ভুলেছি, সুতরাং সে ভুল ভাঙ্‌বার রাস্তা রাখিনি।

(নীরর গান)

এলো যেই এলো আমার আগল টুটে
খোলা দ্বার দিয়ে আবার যাবে ছুটে
খেয়ালের হাওয়া লেগে যে ক্ষেপা ওঠে জেগে
সে কি আর সেই অবেলায় মিনতির বাধা মানে ?
আঁখি মোর ঘুম না জানে।

(অক্ষয়ের গান)

না না গো না
কোরো না ভাবনা
যদি বা নিশি যায় যাবো না যাবো না।
যখনি চ'লে যাই
আসিবে ব'লে যাই
আলো-ছায়ার পথে করি আনাগোনা।
ক্ষণিক আড়ালে
বারেক দাঁড়ালে
মরি ভয়ে ভয়ে পাবো কি পাবো না।

নীর। বড়ো নিশ্চিন্ত হ'লুম। তাহ'লে ঘুম'তে পারি।

অক্ষয়। নির্ভয়ে।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান।

শৈল। মুখুজ্জে মশায়, আমি ঠাট্টা ক'র্‌চিনে—আমি চিরকুমার সভার সভ্য হবো। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত একজন কাউকে চাই তো। তোমার বুঝি আর সভ্য হবার জো নেই ?

অক্ষয়। না, আমি পাপ করেছি। তোমার দিদি আমার তপস্যা ভঙ্গ ক'রে আমাকে স্বর্গ হ'তে বঞ্চিত করেছেন।

শৈল। তাহ'লে রসিকদাদাকে ধ'র্‌তে হচ্চে। তিনি তো কোনো সভার সভ্য না হ'য়েও চিরকুমার ব্রত রক্ষা করেচেন।

অক্ষয়। সভ্য হ'লেই এই বুড়ো বয়সে ব্রতটি খোয়াবেন। ইলিষ-মাছ অম্‌নি দিব্যি থাকে, ধ'র্‌লেই মারা যায়—প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তা'কে বাঁধ্‌লেই তা'র সর্ব্বনাশ।

রসিকের প্রবেশ

[রসিকদাদার সম্মুখের মাথায় টাক, গোঁফ পাকা গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি। বাড়ীর কর্ত্তা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তিনি রসিককে খুড়া বলিতেন। রসিক দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বাড়ীর সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ জড়িত হইয়াছিলেন। গিন্নী অগোছালো থাকাতে কর্ত্তার অবর্ত্তমানে তাঁহার কিছু অযত্ন অসুবিধা হইতেছিল এবং জগত্তারিণীর অসঙ্গত ফরমাস্ খাটিয়া তাঁহার অবকাশের অভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত অভাব অসুবিধা পূরণ করিবার লোক ছিল শৈল।]

অক্ষয়। ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড, অকাল কুষ্মাণ্ড !

রসিক। কেনহে,—মত্তমন্থর, কুঞ্জ-কুঞ্জর, পুঞ্জ-অঞ্জনবর্ণ।

অক্ষয়। তুমি আমার শ্যালী-পুষ্পবনে দাবানল আন্‌তে চাও ?

শৈল। রসিকদাদা, তোমারই-বা তা'তে কী লাভ?

রসিক। ভাই, সইতে পারলুম না কী করি? বছরে বছরেই তোর বোন্‌দের বয়স বাড়্‌চে, বড়ো মা আমারই দোষ দেন কেন? বলেন, দু'বেলা ব'সে ব'সে কেবল খাচ্চো, মেয়েদের জন্যে দু'টো বর দেখে দিতে পারো না! আচ্ছা ভাই, আমি না খেতে রাজি আছি, তা হ'লেই বর জুট্‌বে,—না, তোর বোন্‌দের বয়স ক'মতে থাক্‌বে? এদিকে যে দু'টির বর জুটচে না, তাঁরা তো দিব্যি খাচ্চেন-দাচ্চেন! শৈল ভাই, কুমারসম্ভবে পড়েছিস্‌, মনে আছে তো?—

"স্বয়ং বিশীর্ণ দ্রুমপর্ণ বৃত্তিতা
পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ—"

তা ভাই দুর্গা নিজের বর খুঁজতে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন—কিন্তু নাত্‌নীদের বর জুটচে না ব'লে আমি বুড়ো মানুষ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবো, বড়োমার একী বিচার? আহা শৈল, ওটা মনে আছে তো? তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং---

শৈল। মনে আছে দাদা, কিন্তু কালিদাস এখন ভালো লাগ্‌চে না।

রসিক। তা হ'লে তো অত্যন্ত দুঃসময় ব'ল্‌তে হবে।

শৈল। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রসিক। তা রাজি আছি ভাই। যে রকম পরামর্শ চাও, তাই দেবো। যদি "হাঁ" বলাতে চাও "হাঁ" ব'ল্‌বো, "না" বলাতে চাও "না" ব'ল্‌বো। আমার ঐ গুণটি আছে। আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই ব'লেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মতোই বুদ্ধিমান ভাবে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেছো, তা'র মধ্যে তোমার এই টাক একটি।

রসিক। আর একটি হচ্চে—যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে—তা' আমি বাইরের লোকের কাছে বেশী কথা কইনে—

শৈল। সেইটে বুঝি আমাদের কাছে পুষিয়ে নাও?

রসিক। তোদের কাছে যে ধরা পড়েছি।

শৈল। ধরা যদি প'ড়ে থাক তো চলো—যা বলি তাই ক'র্‌তে হবে।—

রসিক। ভয় নেই দিদি। এমন দু'টি কুলীনের ছেলে যোগাড় করেছি, কন্যাদায়ের দুঃখের চেয়েও যারা হাজারগুণ অসহ্য। তাদের দেখ্‌লে বড়ো মা তাঁর মেয়েদের জন্য এ বাড়ীতে চিরকুমারী সভা স্থাপন ক'র্‌বেন। যাই—তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।

[রসিকদাদার প্রস্থান।

শৈল। মুখুজ্জে মশায়!

অক্ষয়। আজ্ঞে করো!

শৈল। কুলীনের ছেলে দু'টোকে কোনো ফিকিরে তাড়াতে হবে।

অক্ষয়। তা তো হবেই।

দেখ্‌বো কে তোর কাছে আসে —
তুই র'বি একেশ্বরী, এক্‌লা আমি রইব পাশে।

শৈল। (হাসিয়া) একেশ্বরী?

অক্ষয়। না হয় তোমরা চার ঈশ্বরীই হ'লে, শাস্ত্রে আছে 'অধিকন্তু ন দোষায়'।

শৈল। আর, তুমিই এক্‌লা থাক্‌বে? ওখানে বুঝি অধিকন্তু খাটে না?

অক্ষয়। ওখানে শাস্ত্রের আর একটা পবিত্র বচন আছে—'সর্ব্ব-মত্যন্তগর্হিতং'।

শৈল। কিন্তু মুখুজ্জে মশায়, ও পবিত্র বচনটা তো বরাবর খাট্‌বে না। আরো সঙ্গী জুট্‌বে।

অক্ষয়। তোমাদের এই একটি শালাব জায়গায় দশশালা বন্দোবস্ত হবে? তখন আবার নূতন কার্য্যবিধি দেখা যাবে। ততদিন কুলীনের ছেলেটেলেগুলোকে ঘেঁষ্‌তে দিচ্চিনে।

চাকরের প্রবেশ

চাকর। দু'টি বাবু এসেছে।

[চাকরের প্রস্থান।

শৈল। ঐ বুঝি তা'রা এলো। দিদি আব মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাঁদের অবকাশ হবার পূর্ব্বেই ওদের কোনো মতে বিদায় ক'রে দিয়ো।

অক্ষয়। কী বক্‌শিষ মিল্‌বে?

শৈল। আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে শালীবাহন বাজা খেতাব দেব।

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেণ্ড?

শৈল। সেকেণ্ড হ'তে যাবে কেন? সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট্।

অক্ষয়। বল কি? আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন সাল প্রচলিত হবে?

(অক্ষয়ের গান)

তুমি আমায় ক'রবে মস্ত লোক—
দেবে লিখে রাজার টীকে প্রসন্ন ঐ চোখ।

[শৈলবালার প্রস্থান।

মৃত্যুঞ্জয় ও দারুকেশ্বরের প্রবেশ

[একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুটজুতা-পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালী-পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা ; বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুসি হইতে পারে। আর একটি বেঁটে খাটো অত্যন্ত দাড়ী-গোঁফ-সঙ্কুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালোকোলো, গোলগাল।]

অক্ষয়। (অত্যন্ত সৌহার্দ্দ-সহকারে উঠিয়া প্রবলবেগে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া) আসুন মিষ্টার্ ন্যাথানিয়াল, আসুন মিষ্টার জেরেমায়া, বসুন্ বসুন্। ওরে বরফ জল নিয়ে আয়রে, তামাক দে—

মৃত্যুঞ্জয়। (সহসা বিজাতীয় সম্ভাষণে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদুস্বরে) আজ্ঞে আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলি।

দারুকেশ্বর। আমার নাম শ্রীদারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

অক্ষয়। ছি মশায়! ও নামগুলো এখনো ব্যবহার করেন বুঝি? আপনাদের ক্রিশ্চান্ নাম?

(আগন্তুকদিগকে হতবুদ্ধি নিরুত্তর দেখিয়া) এখনো বুঝি নামকরণ হয়নি? তা তা'তে বিশেষ কিছু আসে যায় না, ঢের সময় আছে!

(অক্ষয়ের গুড়গুড়ির নল মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে প্রদান। সে লোকটা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া) বিলক্ষণ! আমার সাম্‌নে আবার লজ্জা! সাত বছর বয়স থেকে লুকিয়ে তামাক খেয়ে পেকে উঠেছি। ধোঁয়া লেগে বুদ্ধিতে ঝুল প'ড়ে গেলো। লজ্জা যদি ক'র্‌তে হয় তাহ'লে আমার তো আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবার জো থাকে না!

[তখন সাহস পাইয়া দারুকেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ফস্ করিয়া নল কাড়িয়া লইয়া ফড়্ ফড়্ শব্দে টানিতে আরম্ভ করিল। অক্ষয় পকেট হইতে কড়া বর্মা চুরোট বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলেন। যদিচ তাহার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সে সভস্থাপিত ইয়ার্কির খাতিরে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিল এবং কোনো গতিকে কাশি চাপিয়া রাখিল।]

অক্ষয়। এখন কাজের কথাটা সুরু করা যাক্। কী বলেন?

(মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল)

দারুকেশ্বর। তা নয়তো কি? শুভস্য শীঘ্রং!

অক্ষয়। (গম্ভীর হইয়া) মুর্গি না মাটন্?

[মৃত্যুঞ্জয় অবাক্ হইয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। দারুকেশ্বর কিছু না বুঝিয়া, অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুব্ধ লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এরা দু'জন তো বেশ জমাইয়াছে, আমিই নিরেট বোকা।]

অক্ষয়। আরে মশায়, নাম শুনেই হাসি! তা হ'লে তো গন্ধে অজ্ঞান এবং পাতে পড়্‌লে মারাই যাবেন। তা' যেটা হয় মনস্থির ক'রে বলুন—মুর্গি হবে না মাটন্ হবে?

[তখন দু'জনে বুঝিল আহারের কথা হইতেছে। ভীরু মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল। দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।]

অক্ষয়। ভয় কিসের মশায়? নাচ্‌তে ব'সে ঘোম্‌টা?

দারুকেশ্বর। (দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া হাসিয়া) তা মুর্গিই ভালো, কট্‌লেট্, কী বলেন?

মৃত্যুঞ্জয়। (সাহস পাইয়া) মাটন্‌টাই বা মন্দ কি ভাই? চপ্!

অক্ষয়। ভয় কি দাদা, দু-ই হবে। দোমনা ক'রে খেয়ে সুখ হয় না।—(চাকরকে ডাকিয়া) ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমদ্দি খান্‌সামাকে ডেকে আন্ দেখি!

অক্ষয়। (বুড়ো আঙুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে) বিয়ার, না শেরি ?

[মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া মুখ বাঁকাইল। দারুকেশ্বর সঙ্গীটিকে বদরসিক বলিয়া মনে মনে গালি দিল]

দারুকেশ্বর। হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি ?

অক্ষয়। (পিঠ চাপড়াইয়া) নেই কি ? বেঁচে আছি কী ক'রে ?

(অক্ষয়ের গান)

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী,—
একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি।

[ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্তব্য বোধ করিল এবং দারুকেশ্বর যস্ করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ্ বাজাইতে আরম্ভ করিল।]

দারুকেশ্বর। দাদা, ওটা শেষ ক'রে ফেল !

(দারুকেশ্বরের গান)

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী,

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া) ধরো না হে, তুমিও ধরো !—

[সলজ্জ মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল—অক্ষয় ডেস্ক্ চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন।]

অক্ষয়। (এক জায়গায় হঠাৎ থামিয়া গম্ভীর হইয়া) হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এদিকে তো সব ঠিক—এখন আপনারা কী হ'লে রাজি হন্ ?

দারুকেশ্বর। আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।

অক্ষয়। সে তো হবেই। তার না কাট্‌লে কি শ্যাম্পেনের ছিপি

খোলে ? দেশে আপনার মতো লোকের বিছে বুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাট্‌লেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছ্‌লে উঠ্‌বে।

দারুকেশ্বর। (অত্যন্ত খুসি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দাদা, এইটে তোমাকে ক'রে দিতেই হচ্চে ! বুঝ্‌লে ?

অক্ষয়। সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্‌টাইজ্‌ আজই তো হবেন ?

দারুকেশ্বর। (হাসিতে হাসিতে) সেটা কি রকম ?

অক্ষয়। (কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাবে) কেন, কথাইতো আছে, রেভারেণ্ড্‌ বিশ্বাস আজ রাত্রেই আস্‌চেন। ব্যাপ্‌টিজম্‌ না হ'লে তো ক্রিশ্চান্‌ মতে বিবাহ হ'তে পাবে না !

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীত হইয়া) ক্রিশ্চান্‌ মতে কি মশায় ?

অক্ষয়। আপনি যে আকাশ থেকে প'ড়্‌লেন ? সে হচ্চে না— ব্যাপ্‌টাইজ্‌ যেমন ক'রে হোক, আজ রাত্রেই সার্‌তে হচ্চে। কিছুতেই ছাড়বো না।

মৃত্যুঞ্জয়। আপনারা ক্রিশ্চান্‌ না কি ?

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয়। (অত্যন্ত ভীতভাবে) মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে জাত খোয়াতে পারবো না !

অক্ষয়। (হঠাৎ অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে) জাত কিসের মশায় ! এ-দিকে কলিমদ্দির হাতে মুর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত ?

মৃত্যুঞ্জয়। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) চুপ, চুপ, চুপ করুন্‌ ! কে কোথা থেকে শুন্‌তে পাবে।

দারুকেশ্বর। ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ ক'রে দেখি !

[মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিল, বিলেত থেকে ফিরে সেই তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে—তখন ডবল্ প্রায়শ্চিত্ত ক'রে একেবারে ধর্ম্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়্‌লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘ'টে উঠবে না। দেখ্‌লি তো কোনো শ্বশুরই রাজি হ'লো না। আর ভাই, ক্রিশ্চানের হুঁকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিশ্চান্ হ'তে আর বাকি কী রৈলো?]

দারুকেশ্বর। (অক্ষয়ের কাছে আসিয়া) বিলেত যাওয়াটা তো নিশ্চয় পাকা? তা হ'লে ক্রিশ্চান্ হ'তে রাজি আছি।

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু আজ রাতটা থাক্।

দারুকেশ্বর। হ'তে হয় তো চট্‌পট্ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভালো—গোড়াতেই বলেছি শুভস্য শীঘ্রং।

[ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম। দুই থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ।]

দারুকেশ্বর। কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি বেটা উড়েই গেলো না কি? কট্‌লেট্ কোথায়?

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে) আজকের মতো এইটেই চলুক।

দারুকেশ্বর। সে কি হয় মশায়! আশা দিয়ে নৈরাশ! শ্বশুর বাড়ী এসে মাটন্ চপ্ খেতে পাবো না? আর এ যে বরফ জল মশায়, আমার আবার সর্দ্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না! (গান জুড়িয়া) "অভয় দাওত বলি আমার wish কী।"

অক্ষয়। (মৃত্যুঞ্জয়কে টিপিয়া) ধরোনা হে, তুমিও ধরোনা—চুপচাপ কেন?

অক্ষয়। (গানের উচ্ছ্বাস থামিলে আহার-পাত্র দেখাইয়া) নিতান্তই কি এটা চ'লবে না?

দারুকেশ্বর। (ব্যস্ত হইয়া) না মশায়, ও-সব রোগীর পথ্যি চ'ল্‌বে না। মুর্গি না খেয়েই তো ভারতবর্ষ গেলো !

অক্ষয়। (কানের কাছে আসিয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে গান)

কতকাল র'বে বলো ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য ক'রে !

[দারুকেশ্বর উৎসাহসহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল।]

অক্ষয়। (আবার কানে কানে ধরাইয়া দিয়া)

দেশে অন্নজলের হ'লো ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গিমটন।

[দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উচ্চস্বরে ঐ পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ও কোনো মতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল।]

অক্ষয়। (মৃদুস্বরে)

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া—
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা।

[যতই উৎসাহসহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উস্‌খুস্‌ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল এবং অক্ষয় নিরীহ ভালোমানুষটির মতো মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল]

দারুকেশ্বর। (কলিমদ্দিকে) এই যে চাচা ! আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি ! অক্ষয়বাবু ! কারি না কট্‌লেট্‌ ?

অক্ষয়। (অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া) সে আপনারা যা ভালো বোঝেন!

দারুকেশ্বর। আমার তো মত, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ ব'লে সব-কটাকেই আদর ক'রে নিই।

অক্ষয়। তা তো বটেই, ওঁরা সকলেই পূজ্য!

[কলিমদ্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।]

অক্ষয়। (কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া) মহাশয়রা কি তা হ'লে আজ রাত্রেই ক্রিশ্চান্ হ'তে চান?

দারুকেশ্বর। আমার তো কথাই আছে, শুভস্য শীঘ্রং। আজই ক্রিশ্চান্ হবো, এখনি ক্রিশ্চান্ হবো, ক্রিশ্চান্ হ'য়ে তবে অন্য কথা। মশায়, আর ঐ পুঁই শাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না। আসুন্ আপনার পাদ্‌রি ডেকে। (উচ্চস্বরে গান)

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া,
এস দাড়ি নাড়ি' কলিমদ্দি মিঞা!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (অক্ষয়ের কানে কানে) মাঠাকুরুণ একবার ডাকৃচেন।

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেলে জগত্তারিণী কহিলেন—"এ কী! কাণ্ডটা কী?"

অক্ষয়। (গম্ভীরমুখে) মা সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হুইস্কি চাচ্চে, কী করি? তোমার পায়ে মালিশ কর্‌বার জন্যে সেই যে ব্রাণ্ডি এসেছিলো, তা'র কি কিছু বাকি আছে?

জগত্তারিণী। (হতবুদ্ধি হইয়া) বল কী বাছা? ব্রাণ্ডি খেতে দেবে?

অক্ষয়। কী ক'র্‌বো মা, শুনেইছো তো, ওর মধ্যে একটি ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দ্দি হয়, মদ না খেলে আর-একটির মুখে কথাই বের হয় না!

জগত্তারিণী। ক্রিশ্চান্ হবার কথা কী ব'ল্‌চে ওরা?

অক্ষয়। ওরা ব'ল্‌চে হিঁদু হ'য়ে খাওয়া-দাওয়ার বড়ো অসুবিধে পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে ওদের অসুখ করে।

জগত্তারিণী। (অবাক্ হইয়া) তাই ব'লে কি ওদের আজ রাতেই মুর্গি খাইয়ে ক্রিশ্চান্ ক'র্‌বে নাকি?

অক্ষয়। তা মা ওরা যদি রাগ ক'রে চ'লে যায় তাহ'লে ছুটি পাত্র এখনি হাতছাড়া হবে। তাই ওরা যা ব'ল্‌চে তাই শুন্‌তে হচ্চে, (পুরবালার প্রতি) আমাকে সুদ্ধ মদ ধরাবে দেখ্‌ছি।

পুরবালা। বিদায় করো, বিদায় করো, এখনি বিদায় করো।

জগত্তারিণী। (ব্যস্ত হইয়া) বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া-টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় ক'রে দাও। আমার ঘাট হয়েছিলো আমি রসিক কাকাকে পাত্র সন্ধান ক'র্‌তে দিয়েছিলুম। তাঁর দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়!

[রমণীগণের প্রস্থান। অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অক্ষয়ের অবর্ত্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।]

মৃত্যুঞ্জয়। (অক্ষয়কে রাগের স্বরে) না মশায়, আমি ক্রিশ্চান্ হ'তে পার্‌বো না, আমার বিয়ে ক'রে কাজ নেই।

অক্ষয়। তা মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি ক'র্‌চে?

দারুকেশ্বর। আমি রাজি আছি মশায়।

অক্ষয়। রাজি থাকেন তো গির্জ্জেয় যান মশায়। আমার সাত পুরুষে ক্রিশ্চান্ করা ব্যবসা নয়।

দারুকেশ্বর। ঐ যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বল্লেন—

অক্ষয়। তিনি টেরেটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্চি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দারুকেশ্বর। তাহ'লে এতক্ষণ পরিহাস ক'র্‌ছিলেন মশায়? খাওয়াটাও কি—

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্তত হোটেলে?

অক্ষয়। সে কথা ভালো। (টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া দু'টিকে বিদায় করিয়া দিলেন।)

[নৃপর হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দম্‌কা হাওয়ার মত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।]

নীর। মুখুজ্জে মশায়, দিদি তো দু'টির কোনোটিকেই বাদ দিতে চান্ না।

নৃপ। (নীরর কপালে গুটি দুই-তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া) ফের মিথ্যে কথা ব'ল্‌চিস্—

অক্ষয়। ব্যস্ত হ'স্‌নে ভাই, সত্য মিথ্যের প্রভেদ আমি একটু একটু বুঝ্‌তে পারি।

নীর। আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়, এ দু'টি কি রসিক দাদার রসিকতা, না আমাদের সেজ দিদিরই ফাঁড়া ?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে ? প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্‌টিস্ ক'র্‌ছিলেন, এ দু'টা ফ'স্‌কে গেলো। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হ'য়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়্‌বার পূর্ব্বে তোমার দিদির ছিপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বঁড়শি বিঁধ্‌লো কেবল আমারি কপালে। (কপালে চপেটাঘাত।)

নৃপ। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্‌টিস্ চ'ল্‌বে না কি মুখুজ্জে মশায় ? তা হ'লে তো আর বাঁচা যায় না।

নীর। কেন ভাই দুঃখ করিস্ ? রোজই কি ফস্কাবে ! একটা না একটা এসে ঠিক মতন পৌঁছবে।

রসিকের প্রবেশ

নীর। রসিক দাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্চি।

রসিক। সে তো সুখের বিষয়।

নীর। হাঁ ! সুখ দেখিয়ে দেবো। তুমি থাকো হোগ্‌লার ঘরে, আব পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও ? আমাদের হাতে টীকে নেই ? আমাদের সঙ্গে যদি লাগো, তা হ'লে তোমার দু-দুটো বিয়ে দিয়ে দেবো—মাথায় যে ক'টি চুল আছে সাম্‌লাতে পার্‌বে না।

রসিক। দেখ্ দিদি, দু'টো আস্ত জন্তু এনেছিলুম বলেই তো রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রকমের হ'তো, তা হ'লেই তো বিপদ ঘট্‌তো। যাকে জন্তু ব'লে চেনা যায় না, সেই জন্তুই ভয়ানক।

অক্ষয়। সে-কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলাবামাত্রই চট্‌পট্‌ শব্দে ল্যাজ ন'ড়ে উঠ্‌লো। কিন্তু মা ব'ল্‌চেন কী ?

রসিক। সে যা ব'ল্‌চেন সে আর পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম। যা হোক্‌ শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোন্‌পোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীর। বলো কী, রসিক দাদা ! তা হ'লে এখানে আমাদের রোজ রোজ নতুন নতুন নমুনো দেখা বন্ধ ?

নৃপ। তোর এখনো সখ আছে নাকি ?

নীর। এ কি সখের কথা হ'চ্চে ? এ হ'চ্চে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে জিনিষটা সহজ হ'য়ে আস্‌বে ; যেটিকে বিয়ে ক'র্‌বি সেই প্রাণীটিকে বুঝতে কষ্ট হবে না।

নৃপ। তোমার প্রাণীকে তুমি বুঝে নিয়ো, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

নীর। সেই কথাই ভালো—তুইও নিজের জন্যে ভাবিস্‌ আমিও নিজের জন্যে ভাব্‌বো—কিন্তু রসিক দাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান।

শৈলবালার প্রবেশ

শৈল। রসিকদাদা, তোমার সঙ্গে আমার পরামর্শ আছে।

অক্ষয়। আঁ্যা, শৈল ! এই বুঝি ! আজ রসিক দা হলেন, রাজমন্ত্রী ! আমাকে ফাঁকি !

শৈল। (হাসিয়া) তোমার সঙ্গে আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মুখুজ্জে মশায়? পরামর্শ যে বুড়ো না হ'লে হয় না।

অক্ষয়। তবে রাজমন্ত্রীপদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম। (হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে খাম্বাজে গান।)

আমি কেবল ফুল জোগাবো
　　তোমার দু'টি রাঙা হাতে,
বুদ্ধি আমার খেলেনাকো
　　পাহারা বা মন্ত্রণাতে!

[শৈল রসিকদাদাকে চিরকুমার সভার সভ্য হইবার কথা বলিল।

রসিকদাদা শৈলবালার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমটা হাঁ করিয়া রহিলেন, তাহার পর হাসিতে লাগিলেন, তাহার পর রাজি হইয়া গেলেন।]

রসিক। ভগবান হরি নারী-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস্ তাহ'লে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ বয়সটা কাটাবো। কিন্তু মা যদি টের পান?

শৈল। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ ক'রেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে উঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখ্‌তে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু সভায় কি রকম ক'রে সভ্যতা ক'র্‌তে হয় সে আমি কিছুই জানিনে।

শৈল। আচ্ছা সে আমি চালিয়ে নেব। আবেদন পত্রের সঙ্গে

প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে ব'সে আছি। রসিকদা, তোমার তো মার সঙ্গে কাশী গেলে চ'লবে না।

অক্ষয়। মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্তে আমি লোক ঠিক ক'রে দেবো এখন, সে জন্তে ভাবনা নেই।

শৈল। মুখুজ্জে মশায়! তুমি তাদের কী বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে—শেষকালে বেচারাদের জন্তে আমার মায়া ক'র্‌ছিল।

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই। যেমন কবি হওয়া আর কি। লেজই বলো কবিত্বই বলো ভিতরে না থাক্‌লে জোর ক'রে টেনে বের কর্‌বার জো নেই।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। (কেরোসিন্ ল্যাম্পটা লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া) বেহারা কী রকম আলো দিয়ে গেছে, মিট্‌মিট্ ক'র্‌চে। ওকে ব'লে ব'লে পারা গেলো না।

অক্ষয়। সে বেটা জানে কিনা অন্ধকারেই আমাকে বেশী মানায়।

পুরবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হ'চ্চে না কি? এটা তো নতুন দেখ্‌চি।

অক্ষয়। আমি ব'ল্‌ছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ ব'লে আমাকে সন্দেহ ক'রেচে।

পুর। ওঃ তাই ভালো! তা ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও। কিন্তু রসিক-দাদা, আজ কী কাণ্ডটাই কর্‌লে।

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায় কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুর। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দু'টো একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই তো ভালো হ'তো।

শৈল। সে ভার আমি নিয়েছি দিদি।

পুর। তা আমি বুঝেছি। তুমি আর তোমার মুখুজ্জে মশায়ে মিলে ক'দিন ধ'রে যে রকম পরামর্শ চ'ল্‌চে একটা কী কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড তো আজ হ'য়ে গেলো।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হ'চ্চে, চিরকুমার সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

পুর। শৈল তা'র মধ্যে কে?

রসিক। হনুমান তো নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হ'চ্চেন স্বয়ং আগুন।

রসিক। এক ব্যক্তি ওঁকে লেজে ক'রে নিয়ে যাবেন।

পুর। আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌চিনি। শৈল, তুই চিরকুমার সভায় যাবি না কি?

শৈল। আমি যে সভ্য হবো।

পুর। কী বলিস্‌ তা'র ঠিক নেই। মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কি?

শৈল। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হ'য়ে উঠেছে। তাই আমি শাড়ী ছেড়ে চাপ্‌কান ধ'র্‌বো ঠিক করেছি।

পুর। বুঝেছি, ছদ্মবেশে সভ্য হ'তে যাচ্চিস্‌ বুঝি? চুলটা তো কেটেইচিস্‌, ঐটেই বাকি ছিল। তোমাদের যা খুসি করো, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না, না, তুমি এ দলে ভিড়ো না। আর যার খুসি পুরুষ হোক্, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকো—নইলে ব্রীচ্ অফ্ কণ্ট্র্যাক্ট—সে বড়ো ভয়ানক মকদ্দমা।

গান

চির-পুরানো চাঁদ
চিরদিবস এম্নি থেকো আমার এই সাধ।
পুরানো হাসি পুরানো সুধা, মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা
নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ!

[পুরবালার প্রস্থান।

অক্ষয়। ভয় নেই! রাগটা হ'য়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে—একটু অনুতাপও হবে—সেইটেই সুযোগের সময়।

রসিক। কোপো যত্র ভ্রূকুটি রচনা, নিগ্রহো যত্র মৌনং,
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয়ো, যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ।

শৈল। রসিক দাদা, তুমি তো দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেছো—কোপ জিনিষটা কী, তা মুখুজ্জে মশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল ক'র্‌তে রাজি আছি। মুখুজ্জে মশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ প'ড়তো তাহ'লে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখ্‌তুম।

শৈল। মুখুজ্জে মশায়!

অক্ষয়। (অত্যন্ত ত্রস্তভাবে) আবার মুখুজ্জে মশায়! এই বালখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই!

শৈল। ধ্যানভঙ্গ আমরা ক'র্‌বো। কেবল মুনিকুমারগুলিকে এই বাড়ীতে আনা চাই।

অক্ষয়। সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত ক'রে আন্‌তে হবে? যত দুঃসাধ্য কাজ সবই এই একটিমাত্র মুখুজ্জে মশায়কে দিয়ে?

শৈল। (হাসিয়া) মহাবীর হবার ঐতো মুস্কিল। যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিলো তখন নল নীল অঙ্গদকে তো কেউ পোঁছেও নি!

অক্ষয়। ওরে পোড়ারমুখী, ত্রেতাযুগের পোড়ারমুখোকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হ'লো না? এত প্রেম!

শৈল। হাঁ গো এতই প্রেম!

(অক্ষয়ের গান)

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে,
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে!

অক্ষয়। আচ্ছা, তাই হবে। পঙ্গপাল ক'টাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আস্‌বো। তাহ'লে চট্ ক'রে আমাকে একটা পান এনে দাও। তোমার স্বহস্তের রচনা।

শৈল। কেন দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আবে দিদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে? এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে।

শৈল। আচ্ছা গো মশায়! পদ্মহস্ত তোমার পানে এম্‌নি চুন মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ার মুখ আবার পুড়্‌বে।

(অক্ষয়ের গান)

যারে মরণ দশায় ধরে
সে যে শতবার ক'রে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

শৈল। মুখুজ্জে মশায়, ও কাগজের গোলাটা কিসের?

অক্ষয়। তোমাদেব সেই সভ্য হবাব আবেদন পত্র এবং প্রবেশিকার দশটাকাব নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এম্‌নি পরিষ্কার ক'বে দিয়েছে, একটা অক্ষরও দেখ্‌তে পাচ্চিনে। ও বেটা বোধ হয় স্ত্রী-স্বাধীনতাব ঘোবতব বিবোধী, তাই তোমাব ঐ পত্রটা একেবারে আগাগোড়া সংশোধন ক'বে দিয়েছে!

শৈল। এই বুঝি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মবণশক্তি জুড়ে ব'সে আছ, আর কিছু কি মনে রাখ্‌তে দিলে?

(অক্ষয়ের গান)

সকলি ভুলেছে ভোলামন
ভোলেনি ভোলেনি শুধু ঐ চন্দ্রানন।

[শৈল ও রসিকদাদার প্রস্থান।

পুরবালার প্রবেশ

অক্ষয়। স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মানো কি না?

পুরবালা। আমি কি পণ্ডিত মশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি। আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সু-খবর নয়—শোন্‌বামাত্র তোমাকে শাল দোশালা বক্‌শিষ দিয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে না।

পুরবালা। ইস্‌, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে? না? সহ্য ক'র্‌তে পার্‌চো না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদটার কথা ভাব্‌চি নে—এখন তুমি দু'দিন না রইলে, আরো ক'জন রয়েছেন, এক রকম ক'রে এই হতভাগ্যের চ'লে যাবে। কিন্তু এর পরে কী হবে? দেখো, ধর্ম্ম-কর্ম্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না,—স্বর্গে তুমি যখন ডব্‌ল্‌ প্রোমোশোন্‌ পেতে থাক্‌বে আমি তখন পিছিয়ে থাক্‌বো—তোমাকে বিষ্ণুদূতে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদূতে কানে ধ'রে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে—

(অক্ষয়ের গান)

[পরজ]

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,
পিছে পিছে আমি চ'ল্‌বো খুঁড়িয়ে
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধ'রে
　বিষ্ণুদূতের মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে।

পুরবালা। আচ্ছা, আচ্ছা, থামো।

অক্ষয়। আমি থাম্‌বো, কেবল তুমিই চ'ল্‌বে? উনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত? নিতান্তই চ'ল্‌লে?

পুরবালা। চ'ল্‌লুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ ক'রে গেলে ?

পুরবালা। রসিক দাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়ে মানুষ, হস্তান্তর কর্‌বার আইন কিছুই জানো না। সেই জন্যেই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ ক'র্‌তে হয়।

পুরবালা। তোমাকে তো বেশী খোঁজাখুঁজি ক'র্‌তে হবে না।

অক্ষয়। তা হবে না।

(গান)—[কাফি]

কার হাতে যে ধরা দেবো প্রাণ ;
(তাই) ভাব্‌তে বেলা অবসান !
ডান দিকেতে তাকাই যখন, বাঁয়ের লাগি' কাঁদে রে মন
বাঁয়ের লাগি' ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা আমার যেন সান্ত্বনাব গুটি দুই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি

বিরহ-যামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদ-তাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে,

পুরবালা। রক্ষে করো, ও মিলটা ঐখানেই শেষ করো !

অক্ষয়। দুঃখেব সময় আমি থাম্‌তে পারিনে—কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাসো অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যখন বিদেশে

থাক্‌বে আমি "আর্ত্তনাদ-বধ কাব্য" ব'লে একটা কাব্য লিখ্‌বো—সখি তা'র আরম্ভটা শোনো—(সাড়ম্বরে)

"বাষ্পীয় শকটে চড়ি' নারী-চূড়ামণি
পুরবালা চলি' যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি' বরমাল্য-দানে
যাচিলা বিচ্ছেদ মাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয় !"

পুরবালা। (সগর্ব্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়, তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখোনা।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথাটা যদি ব'ল্‌লে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুঝেছি ওটা সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ঐ কাব্য লেখা, ও কার্য্যটাও সুসাধ্য ব'লে জ্ঞান করিনে। বুদ্ধিতে আমার এক জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জম্‌তে পারে না—ফস্ ফস্ ক'রে বেরিয়ে পড়ে।

"তুমি জানো আমার গাছে ফল কেন না ফলে—
যেম্‌নি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।"

কিন্তু আমার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর পেলুম না। কৌতূহলে ম'রে যাচ্চি। কাশীতে যে চলেছো, উৎসাহটা কিসের জন্যে ? আপাতত সেই বিষ্ণুদূতটাকে মনে মনে ক্ষমা ক'র্‌লুম, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারি সন্দেহ হচ্চে। শুনেছি, নন্দী ও ভৃঙ্গি অনেক বিষয়ে আমাকেও জেতে, ফিরে এসে হয়তো এই ভূতটিকে পছন্দ না হ'তেও পারে।

[অক্ষয়ের পরিহাসের মধ্যে একটু যে অভিমানের জ্বালা ছিল, সেটুকু পুরবালা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রথমে কাশী যাইবার প্রস্তাবে তাহার যে উৎসাহ হইয়াছিল, যাত্রার সময় যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল ততই তাহা ম্লান হইয়া আসিতেছে।]

পুরবালা। আমি কাশী যাবো না।

অক্ষয়। সে কী কথা! ভূতভাবনের যে ভৃত্যগুলি একবার ম'রে ভূত হয়েছে—তা'রা যে দ্বিতীয়বার ম'র্‌বে।

রসিকের প্রবেশ

পুরবালা। আজ যে রসিকদার মুখ ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্চে?

রসিক। ভাই, তোর রসিকদাদার মুখের ঐ রোগটা কিছুতেই ঘুচ্‌লো না। কথা নেই বার্ত্তা নেই প্রফুল্ল হ'য়েই আছে—বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে মনে রাগ করে।

পুরবালা। শুন্‌লে তো, বিবাহিত লোক! এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও।

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃদ্ধ কোথা থেকে জান্‌বে? সে এত রহস্যময় যে, তা উদ্ভেদ কর্‌তে আজ পর্য্যন্ত কেউ পার্‌লে না—সে এত গভীর যে আমরাই হাত্‌ড়ে খুঁজে পাইনে, হঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পুরবালা। এই বুঝি! (রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম)।

অক্ষয়। (তাহাকে ফিরাইয়া) দোহাই তোমার এই লোকটির সাম্‌নে রাগারাগি কোরো না—তাহ'লে ওর আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যাবে।—দেখো দাম্পত্য তত্ত্বানভিজ্ঞ বৃদ্ধ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবত আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হ'য়ে ওঠে, সেইটেই তোমাদের

কর্ণগোচর হয় ; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে, কানের কাছে মুখ আন্‌তে গিয়ে মুখ বারম্বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে প'ড়্‌তে থাকে, —তখন তো খবর পাও না !

পুরবালা। আঃ—চুপ করো !

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ্দ হয় তখন বাড়ীর সরকার থেকে স্যাক্‌রা পর্য্যন্ত সেটা কারো অবিদিত থাকে না, কিন্তু বসন্ত-নিশীথে যখন প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ—থামো !

অক্ষয়। বসন্ত-নিশীথে প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ—কি ব'ক্‌চো ত'ার ঠিক নেই।

অক্ষয়। বসন্ত নিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জ্জন ক'রে বলেন, 'আমি কালই বাপের বাড়ী চ'লে যাবো, আমার একদণ্ড এখানে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই—আমার হাড় কালী হ'লো আমার—'

পুরবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ী যাবো ব'লে বসন্ত-নিশীথে গর্জ্জন করেছে ?

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা ? কেবল ঘটনা রচনা ক'রে নিষ্কৃতি নেই ? আবার সন তারিখ সুদ্ধ মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে ? আমি কি এত বড়ো প্রতিভাশালী ?

রসিক। (পুরবালার প্রতি) বুঝেছো ভাই, সোজা ক'রে ও তোমার কথা বল্‌তে পারে না—ওর এত ক্ষমতাই নেই—তাই উল্টে বলে ; আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর ক'র্‌তে হয়।

পুরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজী তোমার আর ব্যাখ্যা ক'র্‌তে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।

রসিক। তা বেশ তো, এতে আর ভয়ের কথাটা কী? তীর্থ যাবার তো বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোল কটাক্ষে এ-বৃদ্ধের কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বে না—এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে—

মুগ্ধস্নিগ্ধবিদগ্ধলুব্ধমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং
চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ত্ততে।

পুরবালা। সে তো খুব ভালো কথা—তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় ক'র্‌তে চাই নে—এখন চন্দ্রচূড়-চরণে চলো—তা হ'লে মাকে ডাকি?

রসিক। (করজোড়ে) বড়োদিদি ভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা ক'র্‌চেন, কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেছেন—এখন তাঁর শাসনে কোনো ফল হবে না। বরঞ্চ এখনো নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোল কটাক্ষটা শেষকাল পর্য্যন্ত খাটে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্চেন, কিছুদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ ক'রে শান্তিতে থাকুন—কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা তা হ'লে আসি?

অক্ষয়। চ'ল্‌লে না কি মা? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ ক'র্‌ছিলেন যে তুমি—

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা। মা! আমার কোনো দুঃখ নেই—আমি কেন দুঃখ করতে যাবো?

অক্ষয়। ব'ল্‌ছিলে না, যে, বড়োমা একলাই কাশী যাচ্চেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না?

রসিক। হাঁ, সে তো ঠিক কথা। মনে তো লাগ্‌তেই পারে—তবে কি না মা যদি নিতান্তই—

জগত্তারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সাম্‌লাবে কে? ওঁকে নিয়ে পথ চ'ল্‌তে পার্‌বো না।

পুরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখ্‌তে শুন্‌তে পার্‌তেন।

জগত্তারিণী। রক্ষে করো, আমাকে আর দেখে শুনে কাজ নেই। তোমার রসিকদাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা মা, যেটুকু বুদ্ধি আছে তা'র পরিচয় সর্ব্বদাই দিচ্চি—ও তো চেপে রাখ্‌বার জো নেই—ধরা প'ড়্‌তেই হবে। ভাঙা চাকাটাই সব চেয়ে খড়্‌ খড়্‌ করে—তিনি যে ভাঙা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেই জন্যেই বড়োমা চুপচাপ ক'রে থাকৃতেই চাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড়ো না।

[নিজের শৈথিল্যে যাহার কিছুই মনের মত হয় না, সর্ব্বদা ভর্ৎসনা করিবার জন্য তাহার একটা হতভাগ্যকে চাই। রসিক দাদা জগত্তারিণীর বহিঃস্থিত আত্মগ্লানি বিশেষ।]

জগত্তারিণী। আমি তা হ'লে হারাণের বাড়ী চ'ল্‌লুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠ্‌বো—এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরা তো দিনক্ষণ মানিস্‌নে, ঠিক সময়ে ইষ্টেশনে যাস্‌।

[তাঁহার কন্যাজামাতার অসামান্য আসক্তি মা বেশ অবগত ছিলেন। পঞ্জিকার খাতিরে শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে তাহাদের বিচ্ছেদ সংঘটনের চেষ্টা তিনি বৃথা বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু পুরবালা যখন বলিল, "মা আমি কাশী যাব না"—সেটা তিনি বাড়াবাড়ি মনে করিলেন। পুরবালার প্রতি তাঁহার বড়ো নির্ভর। সে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। পুরবালা স্বামীর সঙ্গে সিম্‌লা যাতায়াত করিয়া বিদেশ ভ্রমণে পাকা হইয়াছে; পুরুষ অভিভাবকের অপেক্ষা পুরবালাকেই তিনি পথসঙ্কটে সহায়রূপে আশ্রয় করিয়াছেন। হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগত্তারিণী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন।]

অক্ষয়। (শাশুড়ির মনের ভাব বুঝিয়া) সে কি হয়? তুমি মার সঙ্গে না গেলে ওঁর অসুবিধা হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে ষ্টেশনে নিয়ে যাবো।

[জগত্তারিণী নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন; রসিক দাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদায়কালীন বিমর্ষতা মুখে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।]

পুরুষবেশধারী শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। কে মশায়! আপ্‌নি কে?

শৈল। আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। (অক্ষয়ের সঙ্গে শেক-হ্যাণ্ড্।)

শৈল। মুখুজ্জে মশায়, চিন্‌তে তো পার্‌লে না?

পুরবালা। অবাক্ ক'র্‌লি! লজ্জা ক'র্‌চে না?

শৈল। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ—পুরুষের বেশ ধ'র্‌তে গেলেই সেটা পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়। তেম্‌নি আবার মুখুজ্জে মশায় যদি মেয়ে সাজেন, উনি লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্‌বেন না। রসিক দাদা, চুপ ক'রে রইলে যে?

রসিক। আহা শৈল যেন কিশোর কন্দর্প! যেন সাক্ষাৎ কুমার,

ভবানীর কোল থেকে উঠে এলো। ওকে বরাবর শৈল ব'লে দেখে আস্‌চি, চোখের অভ্যাস হ'য়ে গিয়েছিল—ও সুন্দরী, কী মাঝারি, কী চলনসই সে কথা কখনো মনেও উঠেনি—আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই তো ওর রূপ খানি ধরা দিলে। পুরো দিদি, লজ্জার কথা কী ব'ল্‌চিস্, আমার ইচ্ছে ক'র্‌চে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি।

[পুরবালা শৈলের তরুণ সুকুমার প্রিয়দর্শন পুরুষ মূর্ত্তিতে মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিল। গভীর বেদনার সহিত তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, আহা শৈল আমাদের বোন না হ'যে যদি ভাই হ'তো। ওর এমন রূপ এমন বুদ্ধি ভগবান সমস্তই ব্যর্থ ক'রে দিলেন। পুরবালার স্নিগ্ধ চোখ দুইটি ছল-ছল করিয়া উঠিল।]

অক্ষয়। (স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া) সত্যি ব'ল্‌চি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হ'য়ে আমার ছোটো ভাই হ'তে তা হ'লেও আমি আপত্তি ক'র্‌তুম না।

শৈল। (ঈষৎ বিচলিত হইয়া) আমিও না মুখুজ্জে মশায়!

[বাস্তবিক ইহারা দুই ভাইয়ের মতই ছিল। কেবল সেই ভ্রাতৃভাবের সহিত কৌতুকময় বয়স্যভাব মিশ্রিত হইয়া কোমল সম্বন্ধ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।]

পুরবালা। (শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া) এই বেশে তুই কুমার সভার সভ্য হ'তে যাচ্চিস্?

শৈল। অন্য বেশে হ'তে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি। কী বলো রসিক দাদা?

রসিক। তা তো বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চ'ল্‌তেই হবে। ভগবান পাণিনি বোপদেব এঁরা কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কিন্তু ভাই, শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান্ প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়?

অক্ষয়। নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে প'ড়ে দিতে

পারি, চিরকুমার সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেম্‌নি প্রত্যয় যাবেন। কুমাবদেব ধাতু আমি জানি কি না।

পুরবালা। (একটুখানি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তোর মুখুজ্জে মশায়কে আর এই বুড়ো সমবয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর্—আমি মার সঙ্গে কাশী চ'ল্‌লুম।

[পুরবালা এই সকল নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার মনে মনে পছন্দ করিত না। কিন্তু তাহার স্বামীর ও ভগিনীটির বিচিত্র কৌতুক লীলায় সর্ব্বদা বাধা দিতেও তাহার মন সরিত না। নিজের স্বামী-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বিধবা বোন্‌টির প্রতি তাহার করুণা ও প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না। ভাবিত, হতভাগিনী যেমন করিয়া ভুলিয়া থাকে থাক্! পুরবালা জিনিষপত্র গুছাইতে গেল।

এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। নীব দরজার আড়াল হইতে আর একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া "মেজদিদি" বলিয়া ছুটিয়া আসিল।]

নীব। মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধ'র্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধ্‌চে। মনে হচ্চে তুমি যেন কোন্ রূপকথার রাজপুত্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার ক'র্‌তে এসেচো।

[নীরব সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হয়ে নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল।]

নীব। (তাহাকে টানিয়া লইয়া) অমন ক'রে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিস্ কেন? যা মনে ক'র্‌ছিস্ তা নয়, ও তোর দুষ্মন্ত নয়—ও আমাদের মেজদিদি।

রসিক। ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপ্‌কানেনাপি তন্বী
　　　　কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অক্ষয়। মূঢ়ে, তোরা কেবল চাপ্‌কানটা দেখেই মুগ্ধ? গিণ্টির এত আদর? এদিকে যে খাঁটী সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার ক'র্‌চে।

নীর। আজ কাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশী, আমাদের এই গিণ্টিই ভালো। কী বলো মেজদিদি? (শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল।)

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তায় যাচ্চে ভাই—এখনো কোনো ট্যাক্‌শালে গিয়ে কোনো মহারাণীর ছাপ্‌টি পর্য্যন্ত পড়েনি।

নীর। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান ক'র্‌লুম। (রসিক দাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিস্ তো ভাই?

নৃপ। তা আমি রাজি আছি। (রসিকদাদাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া সে তাহার মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিতে লাগিল।)

[নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

শৈল। আঃ কি ক'র্‌চিস্, আমার গোঁফ প'ড়ে যাবে!

রসিক। কাজ কী, এদিকে আয় না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই প'ড়্‌বে না।

নীর। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কী ক'র্‌তে? আচ্ছা রসিক দাদা, তোমার মাথার দু'টো-একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কী ক'রে?

রসিক। কারো কারো মাথা পাক্‌বার আগে মুখটা পাকে।

অক্ষয়। তা হ'লে আমি একবার চিরকুমার সভার মাথায় হাত বুলিয়ে আসি।

পারি, চিরকুমার সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেম্‌নি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কি না।

পুরবালা। (একটুখানি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তোর মুখুজ্জে মশায়কে আর এই বুড়ো সমবয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর্‌—আমি মার সঙ্গে কাশী চ'ল্‌লুম।

[পুরবালা এই সকল নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার মনে মনে পছন্দ করিত না। কিন্তু তাহার স্বামীর ও ভগিনীটির বিচিত্র কৌতুক লীলায় সর্ব্বদা বাধা দিতেও তাহার মন সরিত না। নিজের স্বামী-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বিধবা বোন্‌টির প্রতি তাহার করুণা ও প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না। ভাবিত, হতভাগিনী যেমন করিয়া ভুলিয়া থাকে থাক্‌! পুরবালা জিনিষপত্র গুছাইতে গেল।

এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। নীর দরজার আড়াল হইতে আর একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া "মেজদিদি" বলিয়া ছুটিয়া আসিল।]

নীর। মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধ'র্‌তে ইচ্ছে ক'র্‌চে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধ্‌চে। মনে হচ্চে তুমি যেন কোন্‌ রূপকথার রাজপুত্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার ক'র্‌তে এসেচো।

[নীরব সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হয়ে নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল।]

নীর। (তাহাকে টানিয়া লইয়া) অমন ক'রে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিস্‌ কেন? যা মনে ক'র্‌ছিস্‌ তা নয়, ও তোর দুষ্মন্ত নয়—ও আমাদের মেজদিদি।

রসিক। ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপ্‌কানেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্‌।

অক্ষয়। মূঢ়ে, তোরা কেবল চাপ্‌কানটা দেখেই মুগ্ধ? গিল্টির এত আদর? এদিকে যে খাঁটী সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার ক'র্‌চে।

নীর। আজ কাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশী, আমাদের এই গিল্টিই ভালো। কী বলো মেজদিদি? (শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল।)

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তায় যাচ্চে ভাই—এখনো কোনো ট্যাক্‌শালে গিয়ে কোনো মহারাণীর ছাপ্‌টি পর্য্যন্ত পড়েনি।

নীর। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান ক'র্‌লুম। (রসিক দাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিস্ তো ভাই?

নৃপ। তা আমি রাজি আছি। (রসিকদাদাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া সে তাহার মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিতে লাগিল।)

[নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

শৈল। আঃ কি ক'র্‌চিস্, আমার গোঁফ প'ড়ে যাবে!

রসিক। কাজ কী, এদিকে আয় না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই প'ড়্‌বে না।

নীর। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কী ক'র্‌তে? আচ্ছা রসিক দাদা, তোমার মাথার হু'টো-একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কী ক'রে?

রসিক। কারো কারো মাথা পাক্‌বার আগে মুখটা পাকে।

অক্ষয়। তা হ'লে আমি একবার চিরকুমার সভার মাথায় হাত বুলিয়ে আসি।

(নীরর গান)

জয় যাত্রায় যাও গো, ওঠো ওঠো জয়রথে তব।
মোরা জয়মালা গেঁথে আশা চেয়ে ব'সে রবো।
আঁচল বিছায়ে রাখি' পথ-ধূলা দিবো ঢাকি'—
ফিরে এলে হে বিজয়ী হৃদয়ে বরিয়া লবো।

অক্ষয়। রথ প্রস্তুত, এখন কী আন্‌বো বলো।

(নীরর গান)

আনিও হাসির রেখা সজল আঁখির কোণে—
নব বসন্ত শোভা এনো এ শূন্যবনে।
সোনার প্রদীপ জ্বালো,　আঁধার ঘরের আলো,
পরাও রাতের ভালে চাঁদের তিলক নব।

অক্ষয়। আর সব ভালো, কেবল তোমার ফর্দ্দের মধ্যে সোনার প্রদীপটাই আক্‌কারা ঠেক্‌ছে। চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

নীর। দিদিদের সভাটা কোন্ ঘরে ব'স্‌বে মুখুজ্জে মশায় ?

অক্ষয়। আমার বস্‌বার ঘরে।

নীর। তা হ'লে সে-ঘরটা একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিইগে।

অক্ষয়। যতদিন আমি সে-ঘরটা ব্যবহার ক'রচি, একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি ?

নীর। তোমার জন্যে ঝড়ু বেহারা আছে তবু বুঝি আশ মিট্‌লো না ?

পুরবালার প্রবেশ

পুর। কী হ'চ্চে তোমাদের ?

নীর। মুখুজ্জে মশায়ের কাছে পড়া ব'লে নিতে এসেছি দিদি। তা উনি ব'ল্‌চেন ওঁর বাইরের ঘরটা ভালো ক'রে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না! তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্চি। আয় ভাই!

নৃপ। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা না—আমি যাবো না।

নীর। বাঃ, আমি একা খেটে মর্‌বো, আর তুমি সুদ্ধ তা'র ফল পাবে, সে হবে না! (নৃপকে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেলো।)

পুর। সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখনো ট্রেণ যাবার দেরি আছে বোধ হয়।

অক্ষয়। যদি মিস্‌ ক'র্‌তে চাও তা হ'লে ঢের দেরি আছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। চন্দ্রবাবুর বাড়ী।

চিরকুমার সভার ঘর।

[১০ নম্বর মধুমিস্ত্রীর গলিতে একতলার একটি ঘরে চিরকুমার সভার অধিবেশন হয়। বাড়ীটি সভাপতি চন্দ্রমাধব বাবুর বাসা। তিনি লোকটি ব্রাহ্ম কলেজের অধ্যাপক। দেশের কাজে অত্যন্ত উৎসাহী ; মাতৃভূমির উন্নতির জন্য ক্রমাগতই নানা মৎলব তাঁহার মাথায় আসিতেছে। শরীরটি কৃশ কিন্তু কঠিন, মাথাটা মস্ত বড়ো দুইটি চোখ অন্যমনস্ক খেয়ালে পরিপূর্ণ। প্রথমটা সভায় সভ্য অনেকগুলি ছিল। সম্প্রতি সভাপতি বাদে তিনটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। যূথভ্রষ্টগণ বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়া রোজগারে প্রবৃত্ত। এখন তাঁহারা কোনোপ্রকার চাঁদার খাতা দেখিলেই প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহাতেও খাতাধারী টিকিয়া থাকিবার লক্ষণ প্রকাশ করিলে গালি দিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষীর প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা জন্মিয়াছে।

বিপিন, শ্রীশ, এবং পূর্ণ তিনটি সভ্য কলেজে পড়িতেছে, এখনো সংসারে প্রবেশ করে নাই। বিপিন ফুটবল খেলে, তাহার শরীরে অসামান্য বল, পড়াশুনা কখন্ করে কেহ বুঝিতে পারে না, অথচ চট্পট্ একজামিন পাস করে। শ্রীশ বড়ো মানুষের ছেলে, স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয় তাই বাপ মা পড়াশুনার দিকে তত বেশী উত্তেজনা করেন না— শ্রীশ নিজের খেয়াল লইয়া থাকে। বিপিন এবং শ্রীশের বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য।

পূর্ণ গৌরবর্ণ, একহারা, লঘুগামী, ক্ষিপ্রকারী, দ্রুতভাষী, সকল বিষয়ে গাঢ় মনোযোগ, চেহারা দেখিয়া মনে হয় দৃঢ় সংকল্প কাজের লোক।

সে ছিল চন্দ্রমাধব বাবুর ছাত্র। ভালোরূপ পাশ করিয়া ওকালতী দ্বারা সুচারুরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার প্রত্যাশায় সে রাত জাগিয়া পড়া করে। দেশের কাজ লইয়া

নিজের কাজ নষ্ট করা তাহার সংকল্পের মধ্যে ছিল না। চিরকৌমার্য্য তাঁহার কাছে অত্যন্ত মনোহর বলিয়া বোধ হইত না। সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত আসিয়া সে চন্দ্রবাবুর নিকট হইতে পাস করিবার উপযুক্ত নোট লইত ; এবং সে মনে মনে নিশ্চয় জানিত যে, চিরকৌমার্য্য ব্রত না লওয়াতে এবং নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করিবার জন্য লেশমাত্র ব্যগ্র না হওয়াতে তাহার প্রতি চন্দ্রমাধব বাবুর শ্রদ্ধামাত্র ছিল না, কিন্তু সেজন্য সে কখনো অসহ্য দুঃখানুভব করে নাই। সম্প্রতি সে হঠাৎ কুমার সভার সভ্য হইয়াছে।]

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। তা যা-ই বলো অক্ষয়বাবু যখন আমাদের সভায় ছিলেন তখন আমাদেব চিরকুমার সভা জ'মেছিল ভালো। আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবু কিছু কড়া।

বিপিন। তিনি থাকৃতে রস কিছু বেশী জ'মে উঠেছিলো—চির-কৌমার্য্যব্রতের পক্ষে রসাধিক্যটা ভালো নয় আমার তো এই মত।

শ্রীশ। আমার মত ঠিক উল্‌টো। আমাদের ব্রত কঠিন ব'লেই রসের দরকার বেশী। রুক্ষ মাটিতে ফসল ফলাতে গেলে কি জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না? চিরজীবন বিবাহ ক'র্‌বো না এই প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট, তাই ব'লেই কি সব দিক থেকেই শুকিয়ে ম'র্‌তে হবে?

বিপিন। যা-ই বলো, হঠাৎ কুমার সভা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ ক'রে অক্ষয়বাবু আমাদের সভাটাকে যেন আল্‌গা ক'রে দিয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে আমাদের সকলেরি প্রতিজ্ঞার জোর ক'মে গেছে।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। আমার নিজের কথা বল্‌তে পারি, আমার প্রতিজ্ঞার বল আরো বেড়েছে। যে-ব্রত সকলে অনায়াসেই রক্ষা ক'র্‌তে পারে তা'র উপরে শ্রদ্ধা থাকে না।

বিপিন। একটা সু-খবর দিই শোনো।

শ্রীশ। তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে না কি?

বিপিন। হ'য়েছে বৈ কি—তোমার দৌহিত্রীর সঙ্গে।—ঠাট্টা রাখো, পূর্ণ কাল কুমার সভার সভ্য হ'য়েছে।

শ্রীশ। পূর্ণ! বলো কী? তা হ'লে তো শিলা জলে ভাস্‌লো?

বিপিন। শিলা আপ্‌নি ভাসে না হে। তা'কে আর কিছুতে অকূলে ভাসিয়েছে।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, পূর্ণ যে খামকা চিরকুমার সভার সভ্য হ'লো তা'র তো কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এ সভায় কৈশিকা-কর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি কোনো আকর্ষণের বালাই নেই।

বিপিন। কে ব'ল্‌লে নেই? পর্দ্দার আড়ালে আছে।

শ্রীশ। আর একটু খোলসা ক'রে বলো। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা কী রকম শুনি।

বিপিন। পূর্ণ এ-সভার সভ্য হবার পর থেকে আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে তা'র দুটি চক্ষু সর্ব্বদা ঐ দরজার দিকের পর্দ্দাটার রহস্য-ভেদ কর্‌বার জন্যই নিবিষ্ট। কারণ খুঁজ্‌তে গিয়ে দেখি পর্দ্দার নীচের ফাঁক দিয়ে দুখানি চরণ দেখা যাচ্ছে। দেখেই বোঝা গেলো সেই চরণের দিকে যার মন বিচরণ করে কুমার-ব্রত রক্ষা ক'র্‌তে গিয়ে সে বিব্রত হবে।

শ্রীশ। সেই চরণ-যুগলের চরম-তত্ত্বটা ধ'র্‌তে পার্‌লে? যাকে একটু ক'রে জান্‌লে মন উতলা হয়, অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ জান্‌লে মন শান্তি পায়। চরণ দুটি কার শুনি?

বিপিন। তবে ইতিহাসটা বলি শোনো। জানই তো, পূর্ণ সন্ধ্যা-বেলায় চন্দ্রবাবুর কাছে পড়ার নোট নিতে যায়। সেদিন আমি আর পূর্ণ একসঙ্গেই একটু সকাল সকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় এসেছিলেম। তিনি

একটা মীটিং থেকে সবে এসেছেন। বেহারা কেরোসিন্ জ্বেলে দিয়ে গেছে—পূর্ণ বইয়ের পাত ওল্টাচ্চে, এমন সময়—কী আর ব'ল্‌ব ভাই,—সে যেন বঙ্কিমবাবুর কোন্ এক অলিখিত নভেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক কন্যে, পিঠে দুল্‌চে বেণী—

শ্রীশ। বলো কী, বলো কী, বিপিন ?

বিপিন। শোনোই না। এক হাতে থালায় ক'রে চন্দ্রবাবুর জন্যে জলখাবার, আর এক হাতে জলের গ্লাস নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের দেখেই তো কুণ্ঠিত, সচকিত, লজ্জায় মুখ রক্তিমবর্ণ। হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর খাবার রেখেই ছুট্। পূর্ণর মুখ দেখেই বোঝা গেলো, তা'র মনটা দোদুল্যমান বেণীর পিছন পিছন ছুটেচে। ব্রাহ্ম বটে কিন্তু তেত্রিশ কোটির সঙ্গে লজ্জাকে বিসর্জ্জন দেয় নি এবং সত্য ব'ল্‌চি শ্রীকেও রক্ষা ক'রেছে।

শ্রীশ। বলো কি বিপিন, দেখ্‌তে ভালো বুঝি ?

বিপিন। দিব্যি দেখ্‌তে। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো এসে প'ড়ে পড়াশুনোয় বজ্রাঘাত ক'রে গেলো।

শ্রীশ। আহা, কই, আমি তো একদিনও দেখিনি! মেয়েটি কে হে!

বিপিন। আমাদের সভাপতির ভাগ্নী, নাম নির্ম্মলা।

শ্রীশ। ভাগ্নী? সর্ব্বনাশ! এইখানেই থাকেন?

বিপিন। সন্দেহমাত্র নেই। সভাপতি মশায় নিজে নীরোগ, কিন্তু রোগের ছোঁয়াচ্ নিয়ে ফেরেন।

শ্রীশ। কিন্তু ভাগ্‌নে জামাই ব'লে বালাই নেই বুঝি?

বিপিন। সে বালাইটি অপরিণীত আকারে চিরকুমার সভায় ঢুকে

প'ড়েচে। পূর্ণ পরিণত আকারে যখন বেরিয়ে প'ড়্‌বে তখন প্রজাপতি কুমার-সভার গুটি বিদীর্ণ ক'রে দেবেন।

শ্রীশ। তিনি তবে কুমারী।

বিপিন। কুমারী বই কি। কুমার-সভার মহামারী। এই ঘটনার ঠিক পরেই পূর্ণ হঠাৎ আমাদের কুমার সভায় নাম লিখিয়েছে।

শ্রীশ। পূজারি সেজে ঠাকুর চুরি কর্‌বার মৎলব? আমাকেও তো ব্যাপারটা পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌তে হবে।

বিপিন। নারী-তত্ত্বের গবেষণা স্বাস্থ্যকর না হতে পারে।

শ্রীশ। তোমার স্বাস্থ্যের যদি ব্যাঘাত না হ'য়ে থাকে তা হ'লে আমারও—

বিপিন। আরম্ভেতে রোগের প্রবেশ ধরা পড়ে না। কিন্তু কুমারের মার' যখন ভিতর-থেকে ফুটে উঠ্‌বে তখন অশ্বিনীকুমারেরও সাধ্য নেই রক্ষা করে। গোড়ায় সাবধান হওয়া ভালো।

একটী প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রবেশ

বিপিন। কী মশায়, আপনি কে?

প্রৌঢ় ব্যক্তি। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য্য, ঠাকুরের নাম ৺রামকমল ন্যায়চুঞ্চু, নিবাস—

শ্রীশ। আর অধিক আমাদের ঔৎসুক্য নেই। এখন কী কাজে এসেচেন সেইটে—

বন। কাজ কিছুই নয়। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের সঙ্গে পরিচয়—

[illegible] কাজ আপনার না থাকে আমাদের কাছে। এখন, অন্য

কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আলাপ পরিচয় ক'র্‌তে যান্ তাহ'লে আমাদের একটু—

বন। তবে কাজের কথাটা সেরে নিই।

শ্রীশ। সেই ভালো।

বন। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরী মশায়ের দু'টি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে—তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হ'য়েছে—

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তা'র সম্বন্ধটা কী ?

বন। সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ ক'র্‌লেই হ'তে পারে। সে আর শক্ত কি ! আমি সমস্তই ঠিক ক'রে দেবো।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাত্রে অপব্যয় ক'র্‌চেন।

বন। অপাত্র ! বিলক্ষণ ! আপনাদের মতো সৎপাত্র পাবো কোথায় ? আপনাদের বিনয়গুণে আরো মুগ্ধ হ'লেম।

শ্রীশ। এই মুগ্ধভাব যদি রাখ্‌তে চান্ তা হ'লে এই বেলা স'রে পড়ুন। বিনয়গুণে অধিক টান্ সয় না।

বন। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছেন।

শ্রীশ। সহরে ভিক্ষুকের তো অভাব নেই। ওহে বিপিন, তোমার আমোদ বোধ হ'চ্চে কিন্তু এ-রকম সদালাপ আমার ভালো লাগে না।

বিপিন। পালাই কোথায় ? ভগবান এঁকেও যে লম্বা এক জোড়া পা দিয়েচেন।

শ্রীশ। যদি পিছু ধরেন তাহ'লে ভগবানের সেই দান মানুষের হাতে প'ড়ে খোয়াতে হবে।

বন। আমিই যাই।

[বনমালীর প্রস্থান

চন্দ্রমাধববাবুর প্রবেশ

চন্দ্র। পূর্ণ!

শ্রীশ। আজ্ঞে, আমি শ্রীশ।

চন্দ্র। আমাদের এই সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারো হতাশ্বাস হবার কোন কারণ নেই—।

শ্রীশ। হতাশ্বাস? সেই তো আমাদের সভার গৌরব! এ-সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত? আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।

চন্দ্র। (কার্য্যবিবরণেব খাতাটা চোখেব কাছে তুলিয়া) কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন ব'লেই আমাদের বিনয় বক্ষা করা কর্ত্তব্য; সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকল্প সাধনের যোগ্য না হ'তেও পাবি। ভেবে দেখো পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয় তো আমাদের চেয়ে সর্ব্বাংশে মহত্তব ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসাবেব প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়েছেন। আমাদের কয় জনেব পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা ক'র্‌চে তা কেউ ব'ল্‌তে পাবে না। সেই জন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ ক'র্‌বো, এবং কোনো রকম শপথেও বদ্ধ হ'তে চাইনে— আমাদের মত এই যে, কোনো কালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হওয়া ভালো।

[পাশের ঘরে ঈষৎ মুক্ত দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছায় দুই একটা চাবি যে একটু ঠুন্ শব্দ করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।]

চন্দ্র। আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন; অনেকেই বলেন তোমরা দেশের কাজ কর্‌বার জন্য কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ ক'র্‌চো, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হ'লে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাক্‌বে যার জন্যে কোনো কাজ করা কারো দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরুত্তরে এই সকল পরিহাস বহন করি; কিন্তু এর কি কোনো উত্তর নেই?—(তিনি তাঁহার তিনটি মাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন।)

পূর্ণ। (নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে) আছে বৈ কি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করেনি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই কটিকে আকর্ষণ ক'রে এক উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধ্‌বার জন্যে আমাদের এই সভা—সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্য্য-ব্রতে দীক্ষিত কর্‌বার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোক্‌কে ধ'র্‌বে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ ক'র্‌বে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দু'টি চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, তোমরাই কি সেই দুটি চারিটি লোক তবে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক কে নিশ্চয়রূপে ব'ল্‌তে পারে। হাঁ, আমরা জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্য্যন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত টিঁক্‌তে পার্‌বো কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা কেউ টিঁক্‌তে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্খলিত হই বা না হই, তাই ব'লে আমাদের এই সভাকে পরিহাস কর্‌বার অধিকার কারো নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতি মশায় এক্‌লামাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃপ্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হ'য়ে থাক্‌বে এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনই ব্যর্থ হবে না।

[কুণ্ঠিত সভাপতি কার্য্যবিবরণের খাতা খানি পুনর্ব্বার তাঁহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে কী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণর এই বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রমাধববাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্ম্মলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক্ শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পুরস্কৃত করিল।]

বিপিন। আমরা এ-সভার যোগ্য কি অযোগ্য, কালেই তা'র পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোনো এক সময়ে সুরু করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই—কী করতে হবে ?

চন্দ্র। (উৎসাহিত হইয়া) এই প্রশ্নের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম, কী ক'র্‌তে হবে ? এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন ক'রে অধীর ক'রে তোলে, কী ক'র্‌তে হবে ? বন্ধুগণ, কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। এক সঙ্গে যারা কাজ করে তা'রাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হবো ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হ'তে পার্‌বো না। অতএব বিপিন বাবু আজ এই যে প্রশ্ন ক'র্‌চেন—কী ক'র্‌তে হবে—এই প্রশ্নকে নিবৃতে দেওয়া হবে না। সভামহাশয়গণ, আপনারা উত্তর করুন্ কী ক'র্‌তে হবে ?

শ্রীশ। (অস্থির হইয়া) আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন কী ক'র্‌তে হবে, আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হ'য়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিত-ব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট ক'রে তুল্‌তে হবে, আমাদের সভাটিকে সূক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেঁথে ফেল্‌তে হবে।

বিপিন। (হাসিয়া) সে ঢের সময় আছে, যা কালই সুরু করা যেতে পারে এমন একটা কিছু কাজ বলো। 'মারি তো গণ্ডার, লুঠি তো

ভাণ্ডার' যদি পণ ক'রে বোসো তবে গণ্ডারও বাঁচ্‌বে ভাণ্ডারও বাঁচ্‌বে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেম্‌নি আরামে থাক্‌বে। আমি প্রস্তাব করি, আমরা প্রত্যেকে দু'টি ক'রে বিদেশী ছাত্র পালন ক'র্‌বো, তাদের পড়াশুনো এবং শরীর মনের সমস্ত চর্চ্চার ভার আমাদের উপর থাক্‌বে।

শ্রীশ। এই তোমার কাজ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেছি? শেষকালে ছেলে মানুষ ক'র্‌তে হবে, তাহ'লে নিজের ছেলে কী অপরাধ ক'রেছে!

বিপিন। (বিরক্ত হইয়া) তা যদি বলো তাহ'লে সন্ন্যাসীর তো কর্ম্মই নেই; কর্ম্মের মধ্যে ভিক্ষে আর ভ্রমণ আর ভণ্ডামি।

শ্রীশ। আমি দেখ্‌চি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এ সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ-সভা পরিত্যাগ ক'রে সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হন্ ততই আমাদের মঙ্গল।

বিপিন। (আরক্তবর্ণ হইয়া) নিজের সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে চাইনে কিন্তু এ-সভায় এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগ স্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের—

চন্দ্র। (চোখের কাছ হইতে কার্য্যবিবরণের খাতা নামাইয়া) উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণ বাবুর অভিপ্রায় জান্‌তে পার্‌লে আমার মন্তব্য প্রকাশ কর্‌বার অবসর পাই।

পূর্ণ। অদ্য বিশেষরূপে সভার ঐক্য বিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন কর্‌বার প্রস্তাব করা হ'য়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কী রকম পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ ক'রে বসি তাহ'লে বিরোধানলে তৃতীয় আহুতি দান করা

হবে—অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, সভাপতি মশায় আমাদের কাজ নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য্য ক'রে নিয়ে বিনা বিচারে পালন ক'রে যাবো, কার্য্যসাধন এবং ঐক্যসাধনের এই একমাত্র উপায় আছে।

[পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহার চাবি ঝন্ করিয়া উঠিল।

বিষয়কর্ম্মে চন্দ্রমাধববাবুর মত অপটু কেহ নাই কিন্তু তাঁহার মনের খেয়াল বাণিজ্যের দিকে।]

চন্দ্র। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন, এবং তা'র আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে বড়ো বাণিজ্য চালাতে পারিনে, কিন্তু তা'র সূত্রপাত ক'রতে পারি। মনে করো আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের ক'রতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হ'লে দেশে সস্তা দেশালাই নির্ম্মাণের কোনো বাধা থাকে না।

[এই বলিয়া জাপানে এবং য়ুরোপে সবসুদ্ধ কত দেশালাই প্রস্তুত হয়, তাহাতে কোন্ কোন্ কাঠের কাঠি ব্যবহার হয়, কাঠির সঙ্গে কী কী দাহ্যপদার্থ মিশ্রিত করে, কোথা হইতে কত দেশলাই রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যে কত ভারতবর্ষে আসে এবং তাহার মূল্য কত, চন্দ্রমাধববাবু তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিপিন শ্রীশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।]

চন্দ্র। আমি ব'ল্‌চি শুধু ও-জিনিষটা প্রস্তুত করার প্রণালী জান্‌লেই তো হবে না। আমাদের দেশে যত রকম কাঠ মেলে তা'র মধ্যে কোন্ কাঠটা সব চেয়ে দাহ্য তা'র সন্ধান করা চাই।

বিপিন। দাহন-তত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর কিছু অভিজ্ঞতা আছে ব'লে মনে হয়।

চন্দ্র। তাই না কি? কি পূর্ণ, তুমি কি দাহ্য-পদার্থের পরীক্ষা ক'রেছো নাকি?

পূর্ণ। আমার মনে হয় থ্যাংবা কাটি জিনিষটা সস্তাও বটে অথচ—

বিপিন। হাঁ, অথচ ওটা সহজেই জ্বালা ধরিয়ে দেয়, কিন্তু কুমার-সভায় তা'র পরীক্ষা সহজ নয়।

চন্দ্র। কী ব'লচেন বিপিনবাবু? কথাটা শুনতে পেলুম না।

বিপিন। আমি ব'লছিলুম, আমাদের দেশে দাহ্য-পদার্থ যথেষ্ট আছে, যাতে দাহন করে এমন জিনিষেরও অভাব নেই; কিন্তু পরীক্ষাটা খুব বিবেচনা-পূর্ব্বক করা চাই।

চন্দ্র। ঠিক কথা ব'লেছেন। অনেক কাঠ আছে যেমন শীঘ্র জ্ব'লে ওঠে তেম্‌নি শীঘ্র পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়।

বিপিন। আছে বৈ কি!

চন্দ্র। শীঘ্র জ্ব'ল্‌বে, অল্প অল্প ক'রে জ্ব'ল্‌বে, অনেকক্ষণ ধ'রে শেষ পর্য্যন্ত জ্ব'ল্‌বে এমন জিনিষটি চাই। খুঁজ্‌লে পাওয়া যাবে নাকি?

শ্রীশ। খুব পাওয়া যাবে, হয়তো দেখ্‌বেন হাতের কাছেই আছে।

পূর্ণ। পাকাটি এবং থ্যাংবা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌বো। (শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল।)

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। মশায়, প্রবেশ ক'র্‌তে পারি?

[ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধব বাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।]

অক্ষয়। মশায়, ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রূকুটি ক'রে আমাকেও ভয় দেখাবেন না—আমি অভূতপূর্ব্ব নই—এমন কি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব্ব—আমার নাম—

চন্দ্র। আর নাম ব'ল্‌তে হবে না—আসুন্‌ আসুন্‌ অক্ষয় বাবু—

[তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল। বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সদ্যোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।]

পূর্ণ। মশায়, অভূতপূর্ব্বর চেয়ে ভূতপূর্ব্বকেই বেশী ভয় হয়!

অক্ষয়। পূর্ণবাবু বুদ্ধিমানের মতো কথাই ব'লেচেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্যলোকের জীবন-সম্ভোগটা তা'র কাছে বাঞ্ছনীয় হ'তে পারেই না, এই মনে ক'রে মানুষ ভূতকে ভয়ঙ্কর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার সভার ভূতটিকে সভা থেকে ছাড়াবেন, না পূর্ব্ব-সম্পর্কের মমতা বশত একখানি চৌকি দেবেন, এই বেলা বলুন!

চন্দ্র। চৌকি দেওয়াই স্থির (একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন।)

অক্ষয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ ক'র্‌লুম। আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা ক'রে ব'স্‌তে বল্‌লেন ব'লেই যে আমি অভদ্রতা ক'রে ব'সেই থাক্‌বো আমাকে এমন অসভ্য মনে ক'র্‌বেন না—বিশেষত পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়ম-বিরুদ্ধ অথচ ঐ তিনটে বদ্‌ অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাঠি ক'রেছে, সুতরাং চট্‌পট্‌ কাজের কথা সেরেই বাড়ীমুখো হ'তে হবে।

চন্দ্র। (হাসিয়া) আপনি যখন সভ্য নন্‌ তখন আপনার সম্বন্ধে

সভার নিয়ম না-ই খাটালেম—পান তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় ক'রে দিতে পার্‌বো কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই—"

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন ক'রে আন্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়!

[চন্দ্রবাবু পান তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন। পূর্ণ "আমি ডাকিয়া দিতেছি" বলিয়া উঠিল ;—পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল।]

অক্ষয়। 'যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ' যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার—কোনো প্রভেদ নেই! এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন্।

[চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্য্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন।]

অক্ষয়। আমার কোনো মফস্বলের ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমার সভার সভ্য ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'রেচেন।

চন্দ্র। (বিস্মিত হইয়া) বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন—বিবাহ সে কোনোক্রমেই ক'র্‌বে না আমি তা'র জামিন রইলুম। তা'র দূর সম্পর্কের এক দাদা সুদ্ধ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকৃতে পারেন, কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মত সুকুমার নন কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশী কুমার, তাঁর বয়স ৬০ পেরিয়ে গেছে—সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সৌভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

চন্দ্র। সভ্যপদ-প্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণ—

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই—সভাকে তা'র থেকে বঞ্চিত ক'র্‌তে পারা যাবে না—সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ সুদ্ধই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই একতালার স্যাঁত্‌সেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়; আপনাদের এই চিরকুমার কটির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখ্‌বেন।

চন্দ্র। (কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া) অক্ষয় বাবু আপনি জানেন তো আমাদের আয়—

অক্ষয়। আয়ের কথাটা আর প্রকাশ ক'র্‌বেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্তপ্রফুল্লকর নয়। ভালো ঘরের বন্দোবস্ত ক'রে রাখ্‌ হ'য়েছে সে জন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ ক'র্‌তে হবে না। চলুন্‌ না, আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

[বিমর্ষ বিপিন-শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্যদিয়া বারবার আঙুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল।]

পূর্ণ। সভার স্থান পরিবর্ত্তনটা কিছু নয়।

অক্ষয়। কেন, এবাড়ী থেকে ওবাড়ী ক'র্‌লেই কি আপনাদের চির-কৌমার্য্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে?

পূর্ণ। এ ঘরটি তো আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ঘর সহরে দুষ্প্রাপ্য হবে না।

পূর্ণ। আমার তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।

শ্রীশ। সেটা সভার অধিবেশনে না ক'রে সভার বাইরে করা যাবে।

বিপিন। একটা কাজে প্রবৃত্ত হ'লেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোনো, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্য্য ব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়ো না। আলোক এবং বাতাস স্ত্রী-জাতীয় নয় অতএব সভাব মধ্যে ওদু'টোকে প্রবেশ কর্‌তে বাধা দিয়ো না। আরো বিবেচনা ক'রে দেখো, এ-স্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত নয়। বাতিকের চর্চ্চা কর্‌চো করো, কিন্তু বাতের চর্চ্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কী বলো শ্রীশ বাবু, বিপিন বাবুর কী মত?

শ্রীশ ও বিপিন। ঠিক কথা। ঘরটা একবাব দেখেই আসা যাক্ না।

[পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নিরুত্তর রহিল। পাশের ঘরেও চাবি একবার ঠুন্ করিল, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে।]

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এখনি আসুন্ না, দেখিয়ে আনি।

চন্দ্র। চলুন।

[চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়ের প্রস্থান।

বিপিন। দেখো পূর্ণ বাবু, সত্যি কথা ব'ল্‌চি তোমাকে। চিরকুমার সভার Frontier Policy তে আমরা পর্দ্দা জিনিষটার অনুমোদন করিনে। ঐখান-থেকেই শত্রু প্রবেশের পথ।

পূর্ণ। মানে কী হ'লো?

বিপিন। পর্দ্দার মতো উড়ুক্ষু জিনিষ অল্প একটু হাওয়াতে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, কুমার-সভার সে যোগ্য নয়।

শ্রীশ। এখানকার সীমানা রক্ষার জন্য পাকা ইঁটের দেয়ালের মতো অচল পদার্থ চাই। ঐ পর্দ্দাটা ভালো ঠেক্‌চেনা।

পূর্ণ। তোমাদের কথাগুলো কিছু রহস্যময় শোনাচ্চে।

বিপিন। সে কথা ঠিক। রহস্য পদার্থ টাই সর্ব্বনেশে। চিরকুমারদের সকলের চেয়ে যে বড়ো শত্রু, পর্দ্দা বেষ্টনীর মধ্যেই তা'র বাস।

শ্রীশ। আমাদের ব্রত হ'চ্ছে পর্দ্দাটাকে আক্রমণ করা, তাকে ছিন্ন ক'রে ফেলা। পর্দ্দার ছায়ায় ছায়ায় ফেরে যে মায়া-মৃগী আলো ফেল্‌লেই মরীচিকার মতো সে মিলিয়ে যাবে।

পূর্ণ। শ্রীশ বাবু, মরীচিকা মেলাতে পারে কিন্তু তৃষ্ণা তো মেলায় না।

শ্রীশ। কেন মেলাবে? ওটা থাকা চাই। তৃষ্ণা না থাকলে আমাদের ছোটাবে কিসে? কেবল জানা দরকার কোন্ পথে ছুট্‌লে ফল পাওয়া যাবে। (নেপথ্যে গান—"ওগো তোরা কে যাবি পারে")

বিপিন। একটু আস্তে। গান শুন্‌তে পাচ্চো না? খাসা গান বটে।

পূর্ণ। ঐ গানটা ও কি পর্দ্দা নয়? ওর আড়ালে যে রহস্য গা-ঢাকা দিয়ে র'য়েছে পথে-বিপথে ছোটাবার ক্ষমতা তা'রও আছে।

বিপিন। থাক্ ভাই। তত্ত্ব কথাটা এখন থাক্। একটু শুন্‌তে দাও। খুব কাছের বাড়ি থেকেই গানটা আস্‌চে, শুনেছি অক্ষয়বাবুর বাসা ঐ খানেই।

শ্রীশ। গানের কথাটা বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্চে।

(নেপথ্যে গান)

ওগো তোরা কে যাবি পারে?
আমি তরী নিয়ে ব'সে আছি নদী-কিনারে।

ওপারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে,
এপারেতে ধূ-ধূ মরু বারি বিনা রে।
এই বেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি ?
মিছে কেন কাটে কাল কত কী ভাবি' ?
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে সন্ধ্যা আঁধারে ॥

শ্রীশ। গানটা বোধ হ'চ্চে যেন কুমার-সভাকেই ভয় দেখাবার গান। খেয়া বন্ধ হ'য়ে গেলেই তো মুস্কিল!

বিপিন। ঐ শুন্‌লে না, ব'ল্‌লে—"এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে!"

পূর্ণ। তা হ'লে আর দেরি কেন ? পারে যাবার যোগাড় করো।

শ্রীশ। গলাটা শুনে বোধ হ'চ্ছে, পারে নিয়ে যাবে না অতলে তলিয়ে দেবে।

[সকলের প্রস্থান।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য। শ্রীশের বাসা।

[শ্রীশ তাহার বাসায় দক্ষিণের বারান্দায় একখানা বড়হাতাওয়ালা কেদারার দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুক্লসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে টিপায়ের উপর রেকাবীতে একটি গ্লাসে বরফ দেওয়া লেমনেড ও স্তূপাকার কুন্দফুলের মালা।]

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। কী গো সন্ন্যাসী ঠাকুর!

শ্রীশ। (উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) এখনো বুঝি ঝগড়া ভুলতে পারো নি?

[শ্রীশ কিছুক্ষণ আগেই ভাবিতেছিল, একবার বিপিনের ওখানে যাওয়া যাক্। কিন্তু শরৎ সন্ধ্যার নির্ম্মল জ্যোৎস্নার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া নড়িতে পারিতেছিল না। একটি গ্লাস বরফশীতল লেমনেড ও কুন্দফুলের মালা আনাইয়া জ্যোৎস্না-শুভ্র আকাশে সিগারেটের ধূম-সহযোগে বিচিত্র কল্পনাকুণ্ডলী নির্ম্মাণ করিতেছিল।]

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে করো আমি সন্ন্যাসী হ'তে পারিনে?

বিপিন। কেন পার্‌বে না! কিন্তু অনেকগুলি তল্পিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তা'র তাৎপর্য্য এই যে, কেউ-বা আমার বেলফুলের মালা গেঁথে দেবে, কেউ বা বাজার-থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে ক'রে আন্‌বে, এই তো? তা'তে ক্ষতিটা কী? যে সন্ন্যাস ধর্ম্মে বেলফুলের প্রতি

বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উঁচুদরের সন্ন্যাস ?

বিপিন। সাধারণ ভাষায় তো সন্ন্যাসধর্ম্ম ব'ল্‌তে সেই রকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ঐ শোনো! তুমি কি মনে করো, ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই ? এক জনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ, আর একজনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থ ই হয়, তা হ'লে মন ব'লে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কী ক'র্‌তে ?

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কী অর্থ ক'র্‌চেন আমার মন সেইটি শোন্‌বার জন্য উৎসুক হ'য়েচেন!

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এই রকম—গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না থাক্‌লে সন্ন্যাসী হ'য়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি বুদ্ধি কার্য্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হ'তে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ একদল কার্ত্তিককে ময়ূরের উপর চ'ড়ে রাস্তায় বের'তে হবে।

শ্রীশ। ময়ূর না পাওয়া যায়, ট্রাম আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমার সভা মানেই তো কার্ত্তিকের সভা। কিন্তু কার্ত্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন ? তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্য তাঁর দুটি মাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা কর্‌বার জন্যে তাঁর তিন জোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর-থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্য্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিনগুণ বেশী ব'লেই জান্‌তেন। আমিও পালোয়ানীকে বীরত্বের আদর্শ ব'লে মানিনে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হ'লো?

শ্রীশ। ঐ দেখো! মানুষকে অহঙ্কারে কী রকম মাটি করে! তুমি ঠিক ক'রে রেখেচো, পালোয়ান বল্‌লেই তোমাকে বলা হ'লো? তুমি কলিযুগের ভীমসেন! আচ্ছা এসো, যুদ্ধং দেহি! একবার বীরত্বেব পরীক্ষা হ'য়ে যাক্!

[এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্ম লীলাচ্ছলে হাত কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। বিপিন হঠাৎ "এইবার ভীমসেনের পতন" বলিয়া ধপ্ করিয়া শ্রীশের কেদারাটা অধিকার করিয়া তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল; এবং "উঃ অসহ্য তৃষ্ণা" বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিল। তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি কুন্দফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া—"কিন্তু বিজয় মাল্যটি আমার" বলিয়া সেটা মাথায় জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া পড়িল।]

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই সত্যি বলো, একদল শিক্ষিত লোক যদি এই রকম সংসার পরিত্যাগ ক'রে পরিপাটি সজ্জায় প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে শিক্ষা বিস্তাব ক'রে বেড়ায় তা'তে উপকার হয় কি না?

বিপিন। আইডিয়াটা ভালো বটে!

শ্রীশ। অর্থাৎ শুন্‌তে সুন্দর কিন্তু ক'র্‌তে অসাধ্য। আমি ব'ল্‌চি অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তা'র প্রমাণ ক'র্‌বো। ভারতবর্ষে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম ব'লে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে, তা'র ছাই ঝেড়ে তা'র ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে তা'র জটা মুড়িয়ে তা'কে সৌন্দর্য্য এবং কর্ম্মনিষ্ঠায়

প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে পড়ানো এবং দেশালাইয়ের কাঠি তৈরি কর্‌বার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করেনি। বলো বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না?

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যে-রকম চেহারা গলা এবং আস্‌বাবের প্রয়োজন আমার তো তা'র কিছুই নেই। তবে তল্পিদার হ'য়ে পিছনে যেতে রাজি আছি। কানে যদি সোনার কুণ্ডল, অন্তত চোখে যদি সোনার চস্‌মাটা প'রে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হ'লে একটা প্রহরীর দরকার, সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চ'ল্‌তে পার্‌বে।

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা।

বিপিন। না ভাই ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই ব'ল্‌চি তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর ক'রে তুল্‌তে পারো তা হ'লে খুব ভালোই হয়। তবে এ-রকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হ'তে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে তো ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হ'তে হবে, স্ত্রীজাতির কোনো সংস্রব রাখ্‌বো না।

বিপিন। মাল্য-চন্দন অঙ্গদ-কুণ্ডল সবই রাখ্‌তে চাও কেবল ঐ একটা বিষয়ে এত বেশী দৃঢ়তা কেন?

শ্রীশ। ঐগুলো রাখ্‌চি ব'লেই দৃঢ়তা। যে-জন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ-থেকে কঠিন শাসনে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম্ম, অনুরাগ এবং সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম, সে-জন্যেই তা'র পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হ'লে ভয়টুকুও আছে!

শ্রীশ। আমার নিজের জন্য লেশমাত্র নেই। আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ব্যাপ্ত ক'রে রেখে দিই, কোনো একটা ফাঁদে আমাকে ধবে কাব সাধ্য, কিন্তু তোমরা যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাকো—তোমবা একবার পড়্‌লে ব্যাট্‌-বল্ গুলি-ডাণ্ডা সব সুদ্ধ ঘাড়মোড় ভেঙে প'ড়্‌বে।

বিপিন। আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হ'লে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও-কথা ভালো নয়। সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হ'তে দেবে না। সময় তো রথে চ'ড়ে আসেন না—আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি—কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা ব'ল্‌চো তাকে বাহন অভাবে ফির্‌তেই হবে।

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

উভয়ে। এসো পূর্ণ বাবু!

[বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। পূর্ণর সহিত শ্রীশ ও বিপিনের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলিয়া তাহাকে দু'জনেই একটু বিশেষ খাতির করিয়া চলিত।]

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্নাটির মন্দ রচনা করো নি—মাঝে মাঝে থামেব ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছো ভালো!

শ্রীশ। ছাদের উপব জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব্ব হ'তেই আমার আছে। কিন্তু দেখো পূর্ণবাবু, ঐ দেশালাই করা-টরা ও-গুলো আমার ভাল আসে না।

পূর্ণ। (ফুলেব মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্ম্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে না কি?

শ্রীশ। সেই কথাইতো হচ্ছিলো। সন্ন্যাসধর্ম্ম তুমি কাকে বলো শুনি।

পূর্ণ। যে ধর্ম্মে দর্জ্জি ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতীকে একেবারেই অগ্রাহ্য ক'র্‌তে হয়, পিয়ার্স-সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃক্‌পাত ক'র্‌তে হয় না—

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম্ম তো বুড়ো হ'য়ে ম'রে গেছে—এখন নবীন সন্ন্যাসী ব'লে একটা সম্প্রদায় গ'ড়্‌তে হবে—

পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন্—কিন্তু তিনি তো চিরকুমার সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চ'লতেন তা হ'লে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হ'তে পার্‌তেন। সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হ'তে হবে—

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক্ থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে এই তো? বিনি সুতার মালা গাঁথতে হবে কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে?

শ্রীশ। স্বদেশের। কথাটা কিছু উচ্চ শ্রেণীর হ'য়ে প'ড়্‌লো, কী ক'র্‌বো বলো, মালিনী মাসী এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণবাবু—

পূর্ণ। ঠাট্টার মতো মোটেই শোনাচ্চে না—ভয়ানক কড়া কথা, একেবারে খট্‌খটে শুক্‌নো।

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার সভা থেকে এমন একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন ক'র্‌তে হবে যারা রুচি, শিক্ষা ও কর্ম্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয় হবে, আবার লাঠি তলোয়ার খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদর্শী হবে—

পূর্ণ। অর্থাৎ মনোহরণ এবং প্রাণ-হরণ দুই কর্ম্মেই মজবুত হবে। পুরুষ দেবী চৌধুরাণীর দল আর কি।

শ্রীশ। বঙ্কিমবাবু আমার আইডিয়াটা পূর্ব্বে হ'তেই চুরি ক'রে রেখেছেন--কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের ক'রে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতি মশায় কী বলেন?

শ্রীশ। তাঁকে ক'দিন ধ'রে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু তিনি তাঁর দেশালাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে—এক টাকা ক'বে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড়ো বড়ো পল্লীতে নূতন নিয়মে এক একটা দোকান বসিয়ে আস্‌বে—ভারতবর্ষের চাবিদিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার ক'বে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিন বাবুব কী মত?

[বিপিনের মতে শ্রীশের এই কল্পনাটি কার্য্যসাধ্য নয়, কিন্তু শ্রীশের সর্ব্বপ্রকার পাগ্‌লামিকে সে স্নেহের চক্ষে দেখিত;—প্রতিবাদ করিয়া শ্রীশের উৎসাহে আঘাত দিতে তাহার কোনোমতেই মন সরিত না.]

বিপিন। যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ ব'লে জ্ঞান করিনে কিন্তু দল যদি গ'ড়ে ওঠে তো আমিও সন্ন্যাসী সাজ্‌তে রাজি আছি।

পূর্ণ। কিন্তু সাজ্‌তে খরচ আছে মশায়—কেবল কৌপীন নয় তো—অঙ্গদ, কুণ্ডল, আভরণ, কুন্তলীন, দেল্‌খোস—

শ্রীশ। পূর্ণবাবু ঠাট্টাই করো আর যা-ই করো, চিরকুমার সভা সন্ন্যাসী সভা হবেই। আমরা একদিকে কঠোর আত্মত্যাগ ক'র্‌বো, অন্যদিকে

মনুষ্যত্বের কোনো উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত ক'র্‌বো না—আমরা কঠিন শৌর্য্য এবং ললিত সৌন্দর্য্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ ক'রবো—সেই দুরূহ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে—

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু—কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্ব্ব-প্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়? এবং তাঁহাকে উপেক্ষা ক'র্‌লে ললিত সৌন্দর্য্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে? তার কী উপায় করলে?

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ—নরজাতিকে তিনি লতার মতো বেষ্টন ক'রে ধরেন, যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাক্‌তো, যদি তাঁকে রক্ষা ক'রেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেতো, তা হ'লে কোনো কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ ক'র্‌তে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দূর ক'র্‌তে চাই—পাণিগ্রহণ ক'রে ফেল্‌লে নিজের পাণিকেও বন্ধ ক'রে ফেল্‌তে হবে, সে হ'লে চ'ল্‌বে না পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই, আমি আমার শুভ বিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে আসিনি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি, মনুষ্য জন্ম আর পাবো কি না সন্দেহ—অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত ক'র্‌তে যাচ্চি তা'র পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর কিছু জুটবে কি? মুসলমানের স্বর্গে হুরি আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই, চির-কুমার সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমহাশয়দের চেয়ে মনোরম আর কিছু পাওয়া যাবে কি?

শ্রীশ। পূর্ণবাবু বলো কী? তুমি যে—

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনও মরিয়া হ'য়ে উঠিনি। তোমার এই ছাদ-ভরা জ্যোৎস্না আর ঐ ফুলের গন্ধ কি কৌমার্য্য-ব্রত-রক্ষার সহায়তা করার জন্যে সৃষ্টি হ'য়েছে? মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে

আমি সেটাকে উচ্ছ্বসিত ক'রে দেওয়াই ভালো বোধ করি—চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্ দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লার থানা ফেটে যাবে। যাই হোক্, যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির করো তো আমিও যোগ দেবো—কিন্তু আপাতত সভাটাকে তো রক্ষা ক'র্‌তে হবে।

শ্রীশ। কেন? কী হ'য়েছে?

পূর্ণ। অক্ষয় বাবু আমাদের সভাকে যে স্থানান্তর কর্‌বার ব্যবস্থা ক'র্‌চেন এটা আমার ভালো ঠেক্‌চে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিষটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নষ্ট হবে এ সব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিইনে। ভালোই হবে—যা হ'চ্চে বেশ হ'চ্চে—চিরকুমার সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখ্‌তে পাচ্চি—অক্ষয় বাবু সভাকে এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে তার কী অনিষ্ট ক'র্‌তে পাবেন? কেবল গলির এক নম্বর থেকে আরেক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে-পথে দেশে-দেশে সঞ্চরণ ক'রে বেড়াতে হবে। সন্দেহ শঙ্কা উদ্বেগগুলো মন থেকে দূর ক'রে দাও পূর্ণবাবু—বিশ্বাস এবং আনন্দ না হ'লে বড়ো কাজ হয় না।

বিপিন। দিনকতক দেখাই যাক্ না—যদি কোনো অসুবিধার কারণ ঘটে তা হ'লে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে—আমাদের সেই অন্ধকার বিবরটি ফস্ ক'রে কেউ কেড়ে নিচ্চে না।

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধব বাবুর সবেগে প্রবেশ। তিন জনের সসম্ভ্রমে উত্থান।

চন্দ্র। দেখো আমি সেই কথাটা ভাব্‌ছিলুম—

শ্রীশ। বসুন।

চন্দ্র। না, না, ব'স্‌বো না, আমি এখনি যাচ্চি! আমি ব'ল্‌ছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হ'তে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘ'ট্‌লে, কিংবা সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কী রকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা ক'র্‌তে হবে—ডাক্তার রামরতন বাবু ফি রবিবারে আমাদের দু'ঘণ্টা ক'রে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত ক'রে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু তা'তে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্র। বিলম্ব তো হবেই, কাজটি তো সহজ নয়। কেবল তাই নয়—আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু বসুন—

চন্দ্র। না শ্রীশ বাবু, ব'স্‌তে পার্‌চিনে, আমার একটু কাজ আছে। আর একটি আমাদের ক'র্‌তে হ'চ্চে—গোরুর গাড়ী, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিষগুলিকে একটু আধটু সংশোধন ক'রে যাতে কোনো অংশে তাদের শস্তা বা মজবুৎ বা বেশী উপযোগী ক'রে তুল্‌তে পারি সে চেষ্টা আমাদের ক'র্‌তে হবে। এবার গ্রীষ্মের অবকাশে কেদার বাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—(চৌকি অগ্রসরকরণ)।

চন্দ্র। না, না, আমি এখনি যাচ্চি। দেখো আমার মত এই যে, এই সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিষগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি ক'রতে পারি তা হ'লে তা'তে ক'রে চাষাদের মনের মধ্যে

যে-রকম আন্দোলন হবে, বড়ো বড়ো সংস্কার কার্য্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকেলে ঢেঁকি ঘানির কিছু পরিবর্ত্তন ক'রতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হ'য়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তা'রা বুঝতে পারবে—

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু ব'সবেন না কি?

চন্দ্র। থাক্ না। একবার ভেবে দেখো আমরা যে এতকাল ধ'রে শিক্ষা পেয়ে আসচি, উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি, কুলো থেকে তা'র পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড়ো বড়ো কল-কারখানা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি প'ড়লো না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তা'র দিকে ভালো ক'রে চেয়ে দেখলুম, না তা'র সম্বন্ধে চিন্তা ক'রলুম। যা ছিল তা তেমনিই র'য়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হ'চ্চে অথচ তা'র জিনিষপত্র পিছিয়ে থাকচে, এ কখনো হ'তেই পারে না। আমরা প'ড়েই আছি—ইংরাজ আমাদের কাঁধে ক'রে বহন ক'রচে, তা'কে এগোনো বলে না। ছোটোখাটো সামান্য গ্রাম্য জীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বদ্ধ হ'য়ে অচল হ'য়ে আছে, আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ীর চাকা ঠেলতে হবে—কলের গাড়ীর চালক হবার দুরাশা এখন থাক্। ক'টা বাজলো শ্রীশ বাবু?

শ্রীশ। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্র। তা হ'লে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইলো, আমাদের এখন অন্য সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে হবে এবং—

পূর্ণ। আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু, তা হ'লে আমার দুই একটা কথা বলবার আছে—

চন্দ্র। না, আজ আর সময় নেই-

পূর্ণ। বেশী কিছু নয়, আমি ব'ল্‌ছিলুম আমাদের সভা—

চন্দ্র। সে-কথা কাল হবে পূর্ণ বাবু—

পূর্ণ। কিন্তু কালই তো সভা বস্‌চে—

চন্দ্র। আচ্ছা তা হ'লে পরশু, আমার সময় নেই—

পূর্ণ। দেখুন, অক্ষয় বাবু যে—

চন্দ্র। পূর্ণ বাবু আমাকে মাপ ক'র্‌তে হবে, আজ দেরী হ'য়ে গেছে। কিন্তু দেখ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিলো যে, চিরকুমার সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হ'য়ে পড়ে তাহ'লে আমাদের সকল সভ্যই কিছু সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যেতে পার্‌বেন না—অতএব ওর মধ্যে দু'টি বিভাগ রাখা দরকার হবে—

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্র। তা সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয় বাবু সেদিন একটি কথা যা ব'ল্‌লেন সে-ও আমার মন্দ লাগ্‌লো না। তিনি বলেন, চিরকুমার সভার সংস্রবে আর একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোকদেরও তো দেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সকলেরই সাধ্যমতো কোনো না কোনো হিতকর কাজে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে—এইটে হ'চ্চে সাধারণ ব্রত। আমাদের একদল কুমারব্রত ধারণ ক'রে দেশে দেশে বিচরণ ক'র্‌বেন, একদল কুমারব্রত ধারণ ক'রে এক জায়গায় স্থায়ী হ'য়ে ব'সে কাজ ক'র্‌বেন, আর একদল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য অনুসারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন ক'রে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌বেন। যাঁরা পর্য্যটক সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ-প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি শিখ্‌তে হবে,—তাঁরা যে-দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত

তথ্য তন্ন তন্ন ক'রে সংগ্রহ ক'র্‌বেন—তা হ'লেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হ'তে পার্‌বে—হণ্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর ক'রে কাটাতে হবে না—

পূর্ণ। চন্দ্র বাবু যদি বসেন তা হ'লে একটা কথা—

চন্দ্র। না—আমি ব'ল্‌ছিলুম—যেখানে যেখানে যাবো সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রুতি এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে—শিলালিপি, তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান ক'র্‌তে হবে—অতএব প্রাচীন লিপি পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যক।

পূর্ণ। সে-সব তো পরের কথা, আপাতত—

চন্দ্র। না, না, আমি ব'ল্‌চিনে সকলকেই সব বিদ্যা শিখ্‌তে হবে, তা হ'লে কোনো কালে শেষ হবে না। অভিরুচি অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউবা একটা কেউবা দু'টো তিনটে শিক্ষা ক'র্‌বো—

শ্রীশ। কিন্তু তা হ'লেও—

চন্দ্র। ধরো, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হ'য়ে বেরতে পার্‌বো। যারা চিরজীবনের ব্রত গ্রহণ ক'র্‌বে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হ'য়ে যাবে—যাঁরা টিকে থাক্‌তে পার্‌বেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাক্‌বে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হ'চ্ছে,—

চন্দ্র। না পূর্ণ বাবু, আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। পূর্ণবাবু, আমার কথাগুলো ভালো ক'রে চিন্তা ক'রে দেখো। আপাতত মনে হ'তে পারে অসাধ্য—কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য বটে—তা ভালো কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই

তা হ'লে আমরা যা কাজ ক'র্‌বো তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন ক'বে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু আপনি যে ব'ল্‌ছিলেন গোরুব গাড়ীর চাকা প্রভৃতি ছোটো ছোটো জিনিষ—

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি তা'কেও ছোটো মনে ক'রে উপেক্ষা করিনে —এবং বড়ো কাজকেও অসাধ্য জ্ঞান ক'রে ভয় করিনে—

পূর্ণ। কিন্তু সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও—

চন্দ্র। সে-সব কথা কাল হবে পূর্ণ বাবু। আজ তবে চ'ল্‌লুম।

[চন্দ্রবাবুর প্রস্থান।

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ্ যে! এক মাতালের মাত্‌লামী দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্র বাবুব উৎসাহে তোমাকে সুদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাব্‌বাব কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকাবকি কবে? কথনো-বা একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে থাকে, সেইটেই হ'লো সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণ বাবু, হঠাৎ পালাচ্চো যে?

পূর্ণ। সভাপতি মশায়কে রাস্তায় ধ'র্‌তে যাচ্চি—পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমাব দু'টো একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উল্টো হবে। তাঁর যে ক'টা কথা বাকি আছে সেই গুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে-কথা ভুলেই যাবেন।

বনমালীর প্রবেশ

বন। ভালো আছেন শ্রীশ বাবু? বিপিন বাবু ভালো তো? এই যে

পূর্ণ বাবুও আছেন দেখ্‌চি! তা বেশ হ'য়েচে। আমি অনেক ব'লে ক'য়ে সেই কুমারটুলির পাত্রী দু'টিকে ঠেকিয়ে রেখেছি।

শ্রীশ। কিন্তু আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারবেন না। আমরা একটা গুরুতর কিছু ক'রে ফেল্‌বো।

পূর্ণ। আপনারা বসুন্‌ শ্রীশ বাবু। আমার একটা কাজ আছে।

বিপিন। তা'র চেয়ে আপ্‌নি বসুন্‌ পূর্ণ বাবু। আপনার কাজটা আমরা দু'জনে মিলে সেরে দিয়ে আস্‌চি।

পূর্ণ। তা'র চেয়ে তিনজনে মিলে সারাই তো ভালো।

বন। আপনারা ব্যস্ত হ'চ্চেন দেখ্‌চি। আচ্ছা, তা আর এক সময় আস্‌বো।

তৃতীয় দৃশ্য। চন্দ্রবাবুর বাড়ী।

চন্দ্রমাধব বাবু, নির্ম্মলা।

চন্দ্র। নির্ম্মল!

নির্ম্মলা। কী মামা?

[উত্তর পাইলেন বটে, কিন্তু সুরটা ঠিক বাজিল না। চন্দ্রবাবু ছাড়া আর যে-কেহ হইলে বুঝিতে পারিতেন যে সে-অঞ্চলে অল্প একটু গোল আছে]

চন্দ্র। নির্ম্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্চিনে!

নির্ম্মলা। বোধ হয় ঐখানেই কোথাও আছে।

[এরূপ অনাবশ্যক এবং অনির্দ্দিষ্ট সংবাদে কাহারো কোনো উপকার নাই, বিশেষত যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ফলত এই সংবাদে অদৃশ্য বোতাম সম্বন্ধে কোনো নূতন জ্ঞান-লাভের সহায়তা না করিলেও নির্ম্মলার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা আলোক বর্ষণ করিল। কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্রমাধব বাবুর দৃষ্টিশক্তি সেদিকেও যথেষ্ট প্রখর নহে।]

চন্দ্র। (নিশ্চিন্ত ভাবে) একবার খুঁজে দেখো তো ফেনি!

নির্ম্মলা। তুমি কোথায় কী ফেলো আমি কি খুঁজে বের ক'র্‌তে পারি?

চন্দ্র। (মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হওয়ায়—স্নিগ্ধকণ্ঠে) তুমিই তো পার নির্ম্মল! আমার সমস্ত ত্রুটি সম্বন্ধে এতো ধৈর্য্য আর কার আছে?

[নির্ম্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল ; নিঃশব্দে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধব বাবু নির্ম্মলার কাছে আসিলেন এবং যেমন করিয়া সন্দিগ্ধ মোহরটি চোখের খুব কাছে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হয় তেমনি করিয়া নির্ম্মলার মুখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন।]

চন্দ্র। (মৃদু হাস্যে) নির্ম্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখ্‌চি যেন! কী হ'য়েছে বলো দেখি ?

[নির্ম্মলা জানিত চন্দ্রমাধব অনুমানের চেষ্টাও করিবেন না। যাহা স্পষ্ট প্রকাশমান নহে তাহা তিনি মনের মধ্যে স্থানও দিতেন না। তাঁহার নিজের চিত্ত যেমন শেষ পর্য্যন্ত স্বচ্ছ অন্যের নিকটও সেইরূপ একান্ত স্বচ্ছতা প্রত্যাশা করিতেন।]

নির্ম্মলা। (ক্ষুব্ধস্বরে) এতো দিন পরে আমাকে তোমাদের চির কুমার সভা থেকে বিদায় দিচ্চো কেন ? আমি কী ক'রেছি ?

চন্দ্র। (আশ্চর্য্য হইয়া) চিরকুমার সভা থেকে তোমাকে বিদায় ? তোমার সঙ্গে সে-সভার যোগ কী ?

নির্ম্মলা। দরজার আড়ালে থাক্‌লে বুঝি যোগ থাকে না ? অন্তত সেই যতটুকু যোগ তাই-বা কেন যাবে ?

চন্দ্র। নির্ম্মল, তুমিতো এ-সভার কাজ ক'র্‌বে না—যারা কাজ ক'র্‌বে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই—

নির্ম্মলা। আমি কেন কাজ ক'র্‌বো না ? তোমার ভাগ্নে না হ'য়ে ভাগ্নী হ'য়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্য্যে যোগ দিতে পার্‌বো না ? তবে আমাকে এতদিন শিক্ষা দিলে কেন ? নিজের হাতে আমার সমস্ত মনপ্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ ক'রে দাও কী ব'লে ?

[চন্দ্রমাধব বাবু এই উচ্ছ্বাসের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না ; তিনি যে নির্ম্মলাকে নিজে কী ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নিজেই জানিতেন না।]

চন্দ্র। নির্ম্মল, এক সময়ে তো বিবাহ ক'রে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হ'তে হবে—চিরকুমার সভার কাজ—

নির্ম্মলা। বিবাহ আমি ক'র্‌বো না!

চন্দ্র। তবে কী ক'র্‌বে বলো?

নির্ম্মলা। দেশের কাজে তোমাব সাহায্য ক'র্‌বো।

চন্দ্র। আমবা তো সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ ক'র্‌তে প্রস্তুত হ'য়েছি!

নির্ম্মলা। ভারতবর্ষে কী কেউ কথনো সন্ন্যাসিনী হয়নি?

[চন্দ্রমাধব বাবু স্তম্ভিত হইয়া হারানো বোতমটার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।]

নির্ম্মলা। মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের ব্রত গ্রহণেব জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তা'কে গ্রহণ ক'ব্‌বে না? আমি তোমাদের কৌমার্য্য-সভাব কেন সভ্য না হবো?

চন্দ্র। (দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে) অন্য যাঁরা সভ্য আছেন—

নির্ম্মল। যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সন্ন্যাসী হ'তে যাচ্চেন—তাঁবা কি একজন ব্রতধাবিণী স্ত্রীলোককে অসঙ্কোচে নিজের দলে গ্রহণ ক'র্‌তে পার্‌বেন না? তা যদি হয় তাহ'লে তাঁরা গৃহী হ'য়ে ঘবে রুদ্ধ থাকুন্‌, তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না!

[চন্দ্রমাধব বাবু চুলগুলোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত উস্কোখুস্কো করিয়া তুলিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আস্তিনের ভিতর হইতে হারানো বোতামটা

মাটিতে পড়িয়া গেল। নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধব বাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া দিল—চন্দ্রমাধব বাবু তাহার কোনো খবর লইলেন না - চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ক-কুলায়ের চিন্তাগুলিকে বিব্রত করিতে লাগিলেন।]

[নির্ম্মলার প্রস্থান।

পূর্ণবাবুর প্রবেশ

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু, সে-কথাটা কি ভেবে দেখ্‌লেন? আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভালো হ'চ্চে না!

চন্দ্র। আজ আর একটি কথা উঠেছে, সেটা পূর্ণ বাবু তোমার সঙ্গে ভালো ক'রে আলোচনা ক'র্‌তে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জানো?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী?

চন্দ্র। হাঁ, তাঁর নাম নির্ম্মলা। আমাদের চিরকুমার সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে।

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কী?

চন্দ্র। আমার বিশ্বাস, তাঁর অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

পূর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ-কথা শুনলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে উঠে! স্ত্রীলোক হ'য়ে তিনি—

চন্দ্র। আমিও সেই কথা ভাব্‌চি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার ক'র্‌তে পারে—আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করেছি।

পূর্ণ। (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান ক'র্‌তে পারি।

চন্দ্র। পূর্ণ বাবু, তোমার কি ঐ মত?

পূর্ণ। কী মত ব'ল্‌চেন?

চন্দ্র। অর্থাৎ যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্ত্তব্যের বাধা না হ'য়ে যথার্থ সহায় হ'তে পারেন?

পূর্ণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উচ্চকণ্ঠে) সে-বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর—তাঁদের উৎসাহে আমাদের উদ্দীপনা।

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। তা তো পারে পূর্ণ বাবু—কিন্তু সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হ'চ্চে?

চন্দ্র। না, না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্চিনে।

শ্রীশ। গলায় তো একটা বোতাম লাগানো র'য়েছে দেখ্‌তে পাচ্চি—আরো কি প্রয়োজন আছে? যদি-বা থাকে, আর ছিদ পাবেন কোথা?

চন্দ্র। (গলায় হাত দিয়া) তাইতো। আমরা সকলেই তো উপস্থিত আছি এখন সেই কথাটার আলোচনা হ'য়ে যাওয়া ভালো কী বলো পূর্ণ বাবু?

[হঠাৎ পূর্ণ বাবুর উৎসাহ অনেকটা নামিয়া গেল। নির্ম্মলার নাম করিয়া সকলের কাছে আলোচনা উত্থাপন তাহার কাছে রুচিকর বোধ হইল না।]

পূর্ণ। সে বেশ কথা কিন্তু এদিকে দেরি হ'য়ে যাচ্চে না?

চন্দ্র। না, এখনো সময় আছে। শ্রীশ বাবু তোমরা একটু বোসো

না, কথাটা একটু স্থির হ'য়ে ভেবে দেখ্‌বার যোগ্য। আমার একটি ভাগ্নী আছেন, তাঁর নাম নির্ম্মলা,—

[পূর্ণ হঠাৎ কাশিয়া লাল হইয়া উঠিল। ভাবিল চন্দ্র বাবুর কাণ্ডজ্ঞান মাত্রই নাই—পৃথিবীর লোকের কাছে নিজের ভাগ্নীর পরিচয় দিবার কী দরকার—অনায়াসে নির্ম্মলাকে বাদ দিয়া কথাটা আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কোনো কথার কোনো অংশ বাদ দিয়া বলা চন্দ্র বাবুর স্বভাব নহে।]

চন্দ্র। আমাদের কুমার সভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত মনের মিল।

[এতো বড়ো একটা খবর শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুকভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ণ কেবলি ভাবিতে লাগিল নির্ম্মলার প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহারা জড় পাষাণের মতো উদাসীন, নির্ম্মলাকে যাহারা পৃথিবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত পৃথক্ করিয়া দেখে না, তাহাদের কাছে সে নামের উল্লেখ করা কেন?]

চন্দ্র। এ-কথা আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি, তাঁর উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

[শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে কিছুমাত্র সাড়া না পাইয়া চন্দ্র বাবুও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন।]

চন্দ্র। এ-কথা আমি ভালোরূপ বিবেচনা ক'রে দেখে স্থির ক'রেছি স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্য্যের মহৎ অবলম্বন। কী বলো পূর্ণ বাবু।

পূর্ণ। (নিস্তেজভাবে) তা তো বটেই।

চন্দ্র। (হঠাৎ সবেগে) নির্ম্মলা যদি কুমারসভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে, তাহ'লে তা'কে আমরা সভ্য না ক'র্‌বো কেন?

পূর্ণ। বলেন কী চন্দ্রবাবু?।

শ্রীশ। আমরা কখনো কল্পনা করিনি যে, কোনো স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হ'তে ইচ্ছা প্রকাশ ক'র্‌বেন, সুতরাং এ-সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিয়ম নেই—

বিপিন। নিষেধও নেই।

শ্রীশ। স্পষ্ট নিষেধ না থাকৃতে পারে কিন্তু আমাদের সভার যে সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকেব দ্বাবা সাধিত হবার নয়।

[কুমারসভায় স্ত্রীলোক সভ্য লইবার জন্য বিপিনের যে বিশেষ উৎসাহ ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার মানসপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংযম থাকায় কোনো শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে একদিকর্ঘেঁষে কথা সে সহিতে পারিত না।]

বিপিন। আমাদের সভাব উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ নয়; এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন ক'র্‌তে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তিব লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যে-রকম পাববেন তুমি সে-বকম পার্‌বে না, এবং তুমি যে-রকম পার্‌বে একজন স্ত্রালোক সে-রকম পার্‌বেন না—অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে সাধন ক'র্‌তে গেলে তোমরাও যেমন দরকার স্ত্রীসভ্যেরও তেম্‌নি দরকাব।

শ্রীশ। যাবা কাজ ক'র্‌তে চায় না, তা'রাই উদ্দেশ্যকে ফলাও ক'রে তোলে। যথার্থ কাজ ক'র্‌তে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ ক'র্‌তে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যতো বৃহৎ মনে ক'রে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ, আমি ততো বৃহৎ মনে করিনে।

বিপিন। আমাদের সভার কার্য্যক্ষেত্র অন্তত এতোটা বৃহৎ যে তোমাকে গ্রহণ ক'রেচে ব'লে আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয়নি, এবং আমাকে গ্রহণ ক'রেচে ব'লে তোমাকে পবিত্যাগ ক'র্‌তে হয়নি।

তোমার আমার উভয়েরই যদি এখানে স্থান হ'য়ে থাকে, আমাদেব দু-জনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা থাকে তাহ'লে আরও একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কী কঠিন?

শ্রীশ। উদারতা অতি উত্তম জিনিষ, সে আমি নীতিশাস্ত্রে প'ড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট ক'র্‌তে চাইনে, বিভক্ত ক'র্‌তে চাই মাত্র। স্ত্রীলোকেরা যে-কাজ ক'র্‌তে পারেন তা'র জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তা'র সভ্য হবাব প্রার্থী হবো না এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্। নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হবো মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে করুক্; উদরটা পরিপাক ক'র্‌তে থাক্—পাক-যন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা না ক'র্‌লেই বস্!

বিপিন। কিন্তু তাই ব'লে মাথাটা ছিন্ন ক'রে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর এক জায়গায় রাখলেও কাজেব সুবিধা হয় না।

শ্রীশ। (অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) উপমা তো আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন ক'র্‌লেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হ'লো! উপমা কেবল খানিক দূর পর্য্যন্ত খাটে—

বিপিন। অর্থাৎ যতটুকু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

পূর্ণ। (অত্যন্ত বিমনা হইয়া) বিপিন বাবু, আমার মত এই যে, আমাদের এই সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হ'য়ে এলে তা'তে তাঁদের মাধুর্য্য নষ্ট হয়।

চন্দ্র। (একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া কহিলেন) মহৎ কার্য্যে যে মাধুর্য্য নষ্ট হয় সে-মাধুর্য্য সযত্নে রক্ষা কর্‌বার যোগ্য নয়।

শ্রীশ। না চন্দ্র বাবু, আমি ও-সব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের কথা আন্‌চিইনে। সৈন্যদের মতো এক চালে আমাদের চ'ল্‌তে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক

দুর্ব্বলতা বশত যাঁদের পিছিয়ে প'ড়বার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হ'লে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে।

[এমন সময় নির্ম্মলা অকুণ্ঠিত মর্য্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অশ্রুপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র।]

নির্ম্মলা। আপনাদের কী উদ্দেশ্য, এবং আপনারা দেশের কাজে কতদূর পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানিনে,—কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি,—তিনি যে পথে যাত্রা ক'রে চ'লেছেন আপনারা কেন আমাকে সে-পথে তাঁর অনুসরণ ক'র্‌তে বাধা দিচ্চেন?

[শ্রীশ নিরুত্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত গম্ভীর, চন্দ্র বাবু সুগভীর চিন্তামগ্ন।]

নির্ম্মলা। (পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি বর্ষার রৌদ্ররশ্মির ন্যায় অশ্রুজলম্নাত কটাক্ষপাত করিয়া) আমি যদি কাজ ক'র্‌তে চাই, যিনি আমার আশৈশবের গুরু, মৃত্যু পর্য্যন্ত যদি সকল শুভ চেষ্টায় তাঁর অনুবর্ত্তিনী হ'তে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক ক'রে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ ক'র্‌তে চেষ্টা করেন কেন? আপনাবা আমাকে কী জানেন!

[শ্রীশ স্তব্ধ। পূর্ণ ঘর্ম্মাক্ত।]

নির্ম্মলা। আমি আপনাদের কুমাবসভা বা অন্য কোনো সভা জানিনে, কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হ'য়েছি তিনি যখন কুমারসভাকে অবলম্বন ক'রেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হ'য়েছেন, তখন এই কুমারসভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্র বাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বলো আমি তোমাব কাজের যোগ্য নই, তাহ'লে আমি বিদায় হবো, কিন্তু এঁরা আমাকে কী জানেন? এঁরা কেন

আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'র্‌বার জন্যে সকলে মিলে তর্ক ক'র্‌চেন।

শ্রীশ। (বিনীত মৃদুস্বরে) মাপ ক'র্‌বেন আমি আপনার সম্বন্ধে কোন তর্ক করিনি, আমি সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই ব'ল্‌ছিলুম।

নির্ম্মলা। আমি স্ত্রীজাতি পুরুষজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার ক'র্‌তে চাইনে—আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যার উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় ক'রে র'য়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হ'তে এর বেশী আমার আর কিছু জান্‌বার দরকার নেই।

[চন্দ্রবাবু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না। নির্ম্মলা দ্বারের অন্তরালে থাকিলে পূর্ণর বাক্‌শক্তি যেরূপ সতেজ থাকে আজ তাহার তেমন পরিচয় পাওয়া গেল না।]

পূর্ণ। (মনে মনে অনেক আপত্তি করিয়া) দেবি, এই পঙ্কিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ ক'র্‌তে চাচ্চেন?

[কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না—পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা গদ্যের মধ্যে পদ্যের মতো কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল। লজ্জায় তাহার কান লাল হইয়া উঠিল।]

বিপিন। (স্বাভাবিক সুগম্ভীর শান্তস্বরে) পৃথিবী যতো বেশী পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধন কার্য্য ততো বেশী পবিত্র।

[এই কথাটায় কৃতজ্ঞ নির্ম্মলার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া পূর্ণ ভাবিল "আহা, কথাটা আমারি বলা উচিত ছিল।"—বিপিন বলিয়াছে বলিয়া তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল।]

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভ্য হওয়া সম্বন্ধে নিয়ম মতো প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে যা স্থির হয় আপনাকে জানাবো।

[নির্ম্মলা এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া পালের নৌকার মতো নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।]

চন্দ্র। (হঠাৎ) ফেনি, আমাব সেই গলার বোতামটা ?

নির্ম্মলা। (সলজ্জ হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে) গলাতেই আছে।

চন্দ্র। (গলায় হাত দিয়া) হাঁ হাঁ আছে বটে। (বলিয়া তিন ছাত্রেব দিকে চাহিয়া হাসিলেন)।

চতুর্থ দৃশ্য। অক্ষয়ের বাসা।

নৃপবালা ও নীরবালা।

নৃপ। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন্ গম্ভীর হ'চ্চিস্ বল্‌তো নীরু।

নীর। আমাদের বাড়ীর যতো কিছু গাম্ভীর্য্য সব বুঝি তোর একলার? আমার খুসি আমি গম্ভীর হবো!

নৃপ। তুই কী ভাব্‌ছিস আমি বেশ জানি।

নীর। তোর অতো আন্দাজ কর্‌বার দরকার কি ভাই? এখন তোর নিজের ভাব্‌না ভাব্‌বার সময় হ'য়েছে।

নৃপ। (নীরর গলা জড়াইয়া) তুই ভাব্‌চিস্, মাগো মা, আমরা কী জঞ্জাল! আমাদের বিদায় ক'রে দিতেও এতো ভাবনা, এতো ঝঞ্ঝাট!

নীর। তা আমরা তো ভাই ফেলে দেবার জিনিষ নয় যে অম্‌নি ছেড়ে দিলেই হ'লো! আমাদের জন্যে যে এতোটা হাঙ্গাম হ'চ্চে সে-তো গৌরবের কথা। কুমারসম্ভবে তো পড়েছিস্ গৌরীর বিয়ের জন্য একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো! যদি কোনো কবির কানে উঠে তাহ'লে আমাদের বিবাহের একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

নৃপ। না ভাই, আমার ভারি লজ্জা ক'র্‌চে।

নীর। আর আমার বুঝি লজ্জা ক'র্‌চে না? আমি বুঝি বেহায়া! কিন্তু কী ক'র্‌বি বল্? ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা ক'রেছিল, আবার তা'র পর বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া

মুখস্থ ক'রেছিলেম। লজ্জাও করে, প্রাইজও ছাড়িনে, আমার এই স্বভাব।

নৃপ। আচ্ছা নীরু, এবারে যে প্রাইজটার কথা চ'ল্‌চে সেটার জন্তে তুই কি খুব ব্যস্ত হ'য়েছিস্?

নীর। কোন্‌টা বল্ দেখি? চিরকুমার সভার দু টো সভ্য?

নৃপ। যেই হোক্ না কেন, তুই তো বুঝ্‌তে পার্‌চিস্।

নীর। তা ভাই সত্যি কথা ব'ল্‌বো? (নৃপর গলা জড়াইয়া কানে কানে) শুনেছি কুমার সভার দু-টি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দু-জনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি, তা হ'লে বিয়ে হ'য়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—নইলে আমরা কে কোথায় চ'লে যাবো তা'র ঠিক নেই। তাইতো সেই যুগল দেবতার জন্তে এতো পূজার আয়োজন ক'রেছি ভাই। জোড়হস্তে মনে মনে ব'ল্‌চি, হে কুমারসভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দু-টি বোনকে এক বোঁটার দুই ফুলের মতো তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ ক'রো।

[বিরহ সম্ভাবনার উল্লেখমাত্রে দুই ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল এবং নৃপ কোনোমতে চোখের জল সাম্‌লাইতে পারিল না।]

নৃপ। আচ্ছা নীরু, মেজদিদিকে কেমন ক'রে ছেড়ে যাবি বল্ দেখি? আমরা দু-জনে গেলে ওঁর আর কে থাক্‌বে?

নীর। সে-কথা অনেক ভেবেছি। থাক্‌তে যদি দেন তাহ'লে কি ছেড়ে যাই? ভাই ওঁর তো স্বামী নেই, আমাদেরও না হয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশী সুখে আমাদের দরকার কী?

পুরুষবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ

নীর। (টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া শৈলবালার গলায় পরাইয়া) আমরা দুই স্বয়ম্বরা তোমাকে

আমাদেব পতিরূপে ববণ কবলুম। (এই বলিয়া শৈলবালাকে প্রণাম কবিল)।

শৈল। ও আবাব কী ?

নীব। ভয় নেই ভাই, আমবা দুই সতীনে তোমাকে নিয়ে ঝগ্‌ড়া ক'ব্‌বো না। যদি কবি, সেজদিদি আমাব সঙ্গে পার্‌বে না—আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পার্‌বো, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না না, সত্যি ব'ল্‌চি মেজদিদি, তোমাব কাছে আমবা যেমন আদবে আছি এমন আদব কি আব কোথাও পাবো ? কেন তবে আমাদেব পবেব গলায় দিতে চাস্ ?

(নৃপব দুই চক্ষু বহিয়া ঝব্ ঝব্ কবিয়া জল পড়িতে লাগিল।)

শৈল। (তাহাব চোখ মুছিয়া দিয়া) ও কি ও নৃপ ছি। তোদেব কিসে সুখ তা কি তোবা জানিস্ ? আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হ'তো তা হ'লে কি আমি আব কাবো হাতে তোদেব দিতে পাব্‌তুম্ ?

বসিকেব প্রবেশ

বসিক। তাই আমাব মতো অসভ্যটাকে তোবা সভ্য ক'র্‌লি—আজ তো সভা এখানে ব'স্‌বে, কা বকম ক'বে চ'ল্‌বে শিখিয়ে দে ?

নীব। ফেব, পুবোনো ঠাট্টা ? তোমাব ঐ সভ্য-অসভ্যব কথাটা এই পরশু থেকে ব'ল্‌চো।

বসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তা'ব প্রতি মমতা হয় না ? ঠাট্টা একবাব মুখ থেকে বেব হ'লেই কি বাজপুতেব কন্যাব মতো তা'কে গলা টিপে মেবে ফেল্‌তে হবে ? হ'য়েচে কী—যতদিন চিবকুমাব সভা টিকে থাক্‌বে এই ঠাট্টা তোদেব দু-বেলা শুন্‌তে হবে।

নীব। তবে ওটাকে তো একটু সকাল সকাল সেরে ফেল্‌তে হ'চ্চে।

মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়—রসিক দাদার রসিকতাকে পুরোনো হ'তে দেবো না, চিরকুমার সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেবো তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে। কী রকম ক'রে আক্রমণ ক'রতে হবে একটা কিছু প্ল্যান ঠাউরেছিস্?

শৈল। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে যখন যে রকম মাথায় আসে।

নীর। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধ্বনিত ক'রলেই আমি হাজির হবো। 'আমি কি ডরাই সখি কুমারসভারে? নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?'

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। অদ্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রতে ইচ্ছা করি।

শৈল। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বলো দেখি যে দু-টি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দু-টি ডাল কাট্‌তে চেয়েছিলেন কে?

নৃপ। আমি জানি মুখুজ্জে মশায়, কালিদাস।

অক্ষয়। না আরো একজন বড়ো লোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

নীর। ডাল দু-টি কে?

অক্ষয়। (বামে নীরকে টানিয়া বলিলেন) এই একটি, (এবং দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন) এই আর একটি!

নীর। আর, কুড়ুল বুঝি আজ আস্‌চে?

অক্ষয়। আস্‌চে কেন, এসেচে ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে!

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

[দৌড়, দৌড়। শৈল পালাইবার সময় রসিক দাদাকে টানিয়া লইয়া গেল। চুড়ি বালার ঝঙ্কার এবং ত্রস্ত পদপল্লব কয়েকটির দ্রুত পতন শব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ। ঝম্ ঝম ঝম্ ঝম্ দূর হইতে দূরে বাজিতে লাগিল। এবং ঘরের আলোড়িত বাতাসে এসেন্স ও গন্ধতৈলের মিশ্রিত মৃদু পরিমল যেন পরিত্যক্ত আস্‌বাবগুলির মধ্যে আপনার পুরাতন আশ্রয়গুলিকে খুঁজিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে শক্তির অপচয় নাই, রূপান্তর আছে। ঘর হইতে হঠাৎ তিন ভগিনীর পলায়নে বাতাসে যে একটি সুগন্ধ আন্দোলন উঠিয়াছিল সেটা কি প্রথমে কুমার যুগলের বিচিত্র স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটি নিগূঢ় স্পন্দন ও অব্যবহিত পরেই তাঁহাদের অন্তঃকরণের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য একটি অনিব্বচনীয় পুলকে পরিণত হয় নাই? কিন্তু সংসারে যেখান হইতে ইতিহাস সুরু হয় তাহার অনেক পরের অধ্যায় হইতে লিখিত হইয়া থাকে;—প্রথম স্পর্শ স্পন্দন আন্দোলন ও বিদ্যুৎচমকগুলি প্রকাশের অতীত।]

অক্ষয়। পূর্ণ বাবু এলেন না যে?

শ্রীশ। চন্দ্র বাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়েছিলো, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হ'য়েছে ব'লে আজ আর আস্‌তে পার্‌লেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন,—আমি চন্দ্র বাবুর অপেক্ষায় দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধমানুষ, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে প'ড়্‌বেন তা'র ঠিক নেই—কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমারসভার অধিবেশন কোনমতেই প্রার্থনীয় নয়।

[অক্ষয়ের প্রস্থান।

[আজ চন্দ্র বাবুর বাসায় হঠাৎ নির্ম্মলা আবির্ভূত হইয়া চিরকুমারদলের শান্তমনের

মধ্যে যে একটা মন্থন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিল তাহার অভিঘাত বোধ করি এখনো শ্রীশের মাথায় চলিতেছিল। দৃশ্যটি অপূর্ব্ব, ব্যাপারটি অভাবনীয়, এবং নির্ম্মলার কমনীয় মুখে যে একটি দীপ্তি ও তাহার কথা গুলির মধ্যে যে একটি আন্তরিক আবেগ ছিল তাহাতে তাহাকে বিস্মিত ও তাহার চিন্তার স্বাভাবিক গতিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। সে লেশ মাত্র প্রস্তুত ছিল না বলিয়া এই আকস্মিক আঘাতেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তর্কের মাঝখানে হঠাৎ এমন জায়গা হইতে এমন করিয়া এমন একটা উত্তর আসিয়া উপস্থিত হইবে স্বপ্নেও মনে করে নাই বলিয়াই উত্তরটা তাহার কাছে এমন প্রবল হইয়া উঠিল। উত্তরের প্রত্যুত্তর থাকিতে পারে, কিন্তু সেই আবেগকম্পিত ললিতকণ্ঠ, সেই গূঢ় অশ্রুকরুণ বিশাল কৃষ্ণচক্ষুর দীপ্তিচ্ছটার প্রত্যুত্তর কোথায়? পুরুষের মাথায় ভালো ভালো যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যে আরক্ত অধর কথা বলিতে গিয়া স্ফুরিত হইতে থাকে, যে কোমল কপোল দুটি দেখিতে দেখিতে ভাবের আভাসে করুণাভ হইয়া উঠে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে পারে পুরুষের হাতে এমন কী আছে?

পথে আসিতে আসিতে দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো কথাই হয় নাই। এখানে আসিয়া ঘরে প্রবেশ না করিতেই যে শব্দগুলি শোনা গেল, অন্য কোনো দিন হইলে শ্রীশ তাহা লক্ষ্য করিত কি না সন্দেহ—আজ তাহার কাছে কিছুই এড়াইল না। অনতিপূর্ব্বেই ঘরের মধ্যে রমণীদল যে ছিল, ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহা বুঝিতে পারিল।

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। ঘরে দু'টি দীপ জ্বলিতেছে। সেই দু'টিকে বেষ্টন করিয়া ফিরোজ রঙের রেশমের অবগুণ্ঠন। সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি মৃদু এবং রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো। সেটা চকিতে তাহাকে একটু যেন বিচলিত করিল। তাহার একটা কারণ শ্রীশ অত্যন্ত ফুল ভালবাসে, তাহার আর একটা কারণ, শ্রীশ কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইল, অনতিকাল পূর্ব্বেই যাহাদের সুনিপুণ দাক্ষিণ হস্ত এই ফুলগুলি সাজাইয়াছে তাহারাই এখনি ত্রস্তপদে ঘর হইতে পালাইয়া গেল।]

বিপিন। (ঈষৎ হাসিয়া) যা বলো ভাই, এ-ঘরটি চিরকুমার সভার উপযুক্ত নয়।

শ্রীশ। (চকিত হইয়া) কেন নয় ?

বিপিন। ঘরের সজ্জাগুলি তোমার নবীন সন্ন্যাসীদের পক্ষেও যেন বেশী বোধ হ'চ্চে।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের পক্ষে বেশী কিছু হ'তে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া!

শ্রীশ। হাঁ ঐ একটি মাত্র! (অন্য দিনের মতো কথাটায় তেমন জোর পৌঁছিল না।)

বিপিন। দেওয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচ রকমে এ-ঘরটিতে সেই নারীজাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় তো সর্ব্বত্রই আছে।

বিপিন। তা তো বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তাহ'লে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোনো খানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষমানুষের নিষ্কৃতি পাবার জো নেই।

শ্রীশ। (হাসিয়া) কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্র বাবুর বাসায় সেই একতলার ঘরটিতে রমণীর কোনো সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে প'ড়েছে।

বিপিন। বেচারা চিরকুমার ক-টির জন্যে একটা কোনোও ফাঁক রাখেনি। সভা কর্‌বার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ। এই দেখো না! (কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল।)

বিপিন। (কাঁটা দু'টি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া) ওহে ভাই এ-স্থানটাতো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

শ্রীশ। ফুলও আছে, কাঁটাও আছে।

বিপিন। সেইটেই তো বিপদ। কেবল কাঁটা থাক্‌লে এড়িয়ে চলা যায়।

[শ্রীশ অপর কোণের ছোট বইয়ের শেল্‌ফ হইতে বই গুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতকগুলি নভেল, কতকগুলি ইংরাজি কাব্যসংগ্রহ। প্যাল্‌গ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দেখিল, মার্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা—তখন গোড়ার পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল। দেখিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল।]

বিপিন। নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষ মানুষের নয়। কী বোধ করো।

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্য জাতীয়ের ব'লে ঠেক্‌চে হে! (আর একটা বই দেখাইল।)

বিপিন। নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমার সভায়—

শ্রীশ। কুমারসভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চ'লে আসেন তাহ'লে দ্বারবোধ ক'র্‌তে পারি এতো বড়ো বলবান তো আমাদের মধ্যে কাউকে দেখিনে।

বিপিন। পূর্ণ তো একটি আঘাতেই আহত হ'য়ে প'ড়্‌লো—রক্ষা পায় কি না সন্দেহ!

শ্রীশ। কী রকম?

বিপিন। লক্ষ্য ক'রে দেখোনি বুঝি?

[প্রশান্তস্বভাব বিপিনকে দেখিলে মনে হয় না যে সে কিছু দেখে; কিন্তু তাহার চোখে কিছুই এড়ায় না। পরম দুর্ব্বল অবস্থায় পূর্ণকে সে দেখিয়া লইয়াছে।]

শ্রীশ। না না, ও তোমার অনুমান।

বিপিন। হৃদয়টা তো অনুমানেরই জিনিষ, না যায় দেখা, না যায় ধরা।

শ্রীশ। পূর্ণর অসুখটাও তা হ'লে বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়?

বিপিন। না, এ সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোনো লেক্‌চার চলে না।

শ্রীশ। এ বাড়ীর দরজায় ঢুকতেই রসিক চক্রবর্ত্তী ব'লে যে বৃদ্ধ যুবকটির সঙ্গে দেখা হ'লো, তাঁকে চিরকুমার সভার দ্বারীর উপযুক্ত ব'লে বোধ হ'লো না।

বিপিন। মনে হ'লো, শিবের তপোবন আগ্‌লাবার জন্য স্বয়ং পঞ্চশর নন্দীর ছদ্মবেশে এসেছেন, লোকটাকে বিশ্বাসযোগ্য ঠেক্‌চে না।

চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণ বাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হলো দেখে আমি তাঁকে তাঁর বাড়ী পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ ক'র্‌লুম।

বিপিন। পূর্ণ বাবুর যে-রকম দুর্ব্বল অবস্থা দেখ্‌চি পূর্ব্ব হ'তেই ওঁর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্র। পূর্ণ বাবুকে তো বিশেষ অসাবধান ব'লে বোধ হয় না।

অক্ষয় ও রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। মাপ ক'র্‌বেন। এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ ক'রে দিয়েই আমি চ'লে যাচ্চি।

রসিক। (হাসিয়া) আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষ-গোচর নয়—

অক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে

রেখেছেন—ক্রমশঃ পরিচয় পাবেন। ইনিই হ'চ্ছেন সার্থকনামা শ্রীরসিক চক্রবর্ত্তী।

রসিক। পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্ব্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্য পালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা কর্‌তে হয়, তা'র পরে 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ'।

[অক্ষয়ের প্রস্থান।

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ

[শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল। ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধব বাবু ঝাপসাভাবে তাহাকে দেখিলেন—বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

শৈলের পশ্চাতে দুই জন ভৃত্য কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। শৈল ছোটো ছোটো রূপার থালাগুলি লইয়া শাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল। প্রথম পরিচয়ের দুর্নিবার লজ্জাটুকু সে এইরূপ আতিথ্যব্যাপারের মধ্যে ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা করিল।]

রসিক। ইনি আপনাদের সভার আর একটি নবীন সভ্য। এঁর নবীনতা সম্বন্ধে কোনো তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বুদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন ক'রে রেখেছেন। আপনারা কিছু বিস্মিত হ'য়েছেন দেখচি; হবার কথা। এঁকে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম—ইনি বালক নন্।

চন্দ্র। এঁর নাম?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ। অবলাকান্ত?

রসিক। নামটি আমাদের সভায় চ'ল্‌তি হবার মতো নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই—যদি পরিবর্ত্তন ক'রে

বিক্রমসিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তা'তে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে, "স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ"—কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জ্জন করতে ব্যাকুল নন্।

শ্রীশ। বলেন কী মশায়! নাম তো আর গায়ের বস্ত্র নয়, যে বদল ক'র্‌লেই হলো।

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার, শ্রীশ বাবু। নামটাকে প্রাচীনেরা পোষাকের মধ্যেই গণ্য ক'র্‌তেন। দেখুন না কেন, অর্জ্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী, ঠিক ক'রে বলা শক্ত—পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আস্‌তো তাই ব'লেই ডাক্‌তো। দেখুন, নামটাকে আপনারা বেশী সত্য মনে ক'র্‌বেন না;—ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত না-ও বলেন, ইনি লাইবেলের মোকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ। (হাসিয়া) আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্চেন তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হ'লুম—কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না—নাম ভুল ক'র্‌বো না মশায়।

রসিক। আপনি না ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন্—সেই জন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক ব'ল্‌তে আর বলি সেটা মাপ ক'র্‌বেন।

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু, আপনি এ-সমস্ত কী আয়োজন ক'রেচেন? আমাদের সভার কার্য্যাবলীর মধ্যে মিষ্টান্নটা ছিল না।

রসিক। (উঠিয়া) সেই ত্রুটি যিনি সংশোধন ক'র্‌চেন তাঁকে সভার হ'য়ে ধন্যবাদ দিই।

শৈল। (থালা সাজাইতে সাজাইতে) শ্রীশ বাবু আহারটাও কি আপনাদের নিয়মবিরুদ্ধ?

শ্রীশ। (বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিয়া) এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ ক'রে দেখলেই ও-সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।

বিপিন। নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্ত বাবু, সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিষমাত্রই নিজের নিয়ম নিজে সৃষ্টি করে ; ক্ষমতাশালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টান্নগুলি সংগ্রহ ক'রেচেন এ-সম্বন্ধেও কোনো সভার নিয়ম খাটতে পারে না—এর একমাত্র নিয়ম, ব'সে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা। ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা ক'রতে হবে।

শ্রীশ। তোমার হ'লো কি বিপিন ? তোমাকে খেতে দেখেছি বটে, কিন্তু এক নিশ্বাসে এতো কথা কইতে শুনিনি তো।

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হ'য়েছে, এখন সবল বাক্য বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হ'য়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন, হায়, এ-সময়ে তিনি কোথায় ?

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা ক'রবেন না, আমি অতো দীর্ঘকাল অপেক্ষা ক'রতে পারবো না।

[নূতন ঘরের বিলাস সজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ-স্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্য্য-বিবরণের খাতা, ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠী অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন।]

শৈল। (তাঁহার সম্মুখে গিয়া) সভার কার্য্যের যদি কিছু ব্যাঘাত ক'রে থাকি তো মাপ ক'রবেন, চন্দ্র বাবু, কিন্তু কিছু জলযোগ—

চন্দ্র। এ-সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্য্যের ব্যাঘাত করে, তা'তে সন্দেহ নাই।

রসিক। আচ্ছা পরীক্ষা ক'রে দেখুন, মিষ্টান্নে যদি সভার কার্য্য রোধ হয় তা হ'লে—

বিপিন। (মৃদুস্বরে) তা হ'লে ভবিষ্যতে না হয় সভাটা বন্ধ রেখে মিষ্টান্নটা চালালেই হবে।

[চন্দ্র বাবু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে শৈলের সুন্দর সুকুমার চেহারাটি কিয়ৎ-পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তখন শৈলকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না।

বলা আবশ্যক, অচিরকাল পূর্ব্বেই বিপিন জলযোগ করিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাহার ভোজনের ইচ্ছামাত্র ছিল না, কিন্তু এই প্রিয়দর্শন কুমারটিকে দেখিয়া, বিশেষত তাহার মুখের অত্যন্ত কোমল একটি স্মিতহাস্যে বিপুল-বলশালী বিপিনের চিত্ত হঠাৎ এমনি স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, অস্বাভাবিক মুখরতার সহিত মিষ্টান্নের প্রতি সে অতিরিক্ত লোলুপতা প্রকাশ করিল। রোগভীরু শ্রীশের অসময়ে খাইবার সাহস ছিল না, তাহারও মনে হইল, না খাইতে বসিলে এই তরুণ কুমারটির প্রতি কঠোর রূঢ়তা করা হইবে।]

শ্রীশ। আসুন রসিক বাবু! আপনি উঠ্‌চেন না যে?

রসিক। রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার সভার সভ্যরূপে আপনাদের সংসর্গগৌরবে কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু—

শৈল। কিন্তু আবার কী রসিক দাদা? তুমি যে রবিবার ক'রে থাকো, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি?

রসিক। দেখেচেন মশায়! নিয়ম আর কারো বেলায় নয়, কেবল

রসিক দাদার বেলায়! নাঃ—'বলং বলং বাহুবলম্!' উপরোধ অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়।

বিপিন। (চার্‌টিমাত্র ভোজন পাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে ব'স্‌বেন না!

শৈল। না, আমি পরিবেষণ ক'র্‌বো!

শ্রীশ। সে কি হয়?

শৈল। আমাকে পরিবেষণ ক'র্‌তে দিন, খাওয়ার চেয়ে তা'তে আমি ঢের বেশী খুসি হবো।

শ্রীশ। রসিক বাবু, এটা কি ঠিক হ'চ্চে?

রসিক। 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'; উনি পরিবেষণ ক'র্‌তে ভালোবাসেন, আমরা আহার ক'র্‌তে ভালোবাসি, এ-রকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে।

(সকলের আহার)

শৈল। চন্দ্র বাবু, ওটা মিষ্টি, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারী আছে। জলের গ্লাস্ খুঁজচেন? এই যে গ্লাস্।

[চন্দ্র বাবুর নির্ম্মলাকে মনে পড়িল। মনে হইল এই বালকটি যেন নির্ম্মলার ভাই। আত্ম-সেবায় অনিপুণ চন্দ্র বাবুর প্রতি শৈলের একটু বিশেষ স্নেহোদ্রেক হইল। চন্দ্র বাবুর পাতে আম ছিল তিনি সেটাকে ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না—অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে-সময়ে যেটি আবশ্যক আস্তে আস্তে হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজন ব্যাপারটি নির্ব্বিঘ্ন করিতে লাগিল।]

চন্দ্র। শ্রীশ বাবু, স্ত্রী-সভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা ক'রেচেন?

শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিন। সমাজকে অনেক সময় শিশুর মতো গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চ'ল্‌লে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ-সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

[আজ শ্রীশ উপস্থিত প্রস্তাবটা-সম্বন্ধে অনেকটা নরমভাবে ছিল, নতুবা উত্তাপ হইতে বাষ্প ও বাষ্প হইতে বৃষ্টির মতো এই তর্ক হইতে কলহ ও কলহ হইতে পুনর্ব্বার সম্ভাবের সৃষ্টি হইত।]

শ্রীশ। আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতি আয়োজন অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তা'র প্রধান কারণ, সে-সকল কার্য্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিক বাবু কী ব'লেন ?

রসিক। অবস্থা গতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই, তবু এটুকু জেনেছি, স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন, নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি, নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্য সুবিধা যদি-বা না-ও হয় তবু বাধার হাত এড়ানো যায়। বিবেচনা ক'রে দেখুন, চিরকুমার সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ ক'র্‌তেন তাহ'লে গোপনে এই সভা-টিকে নষ্ট করবার জন্যে ওঁদের উৎসাহ থাক্‌তো না—কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়—

শৈল। কুমারসভার উপর স্ত্রীজাতির আক্রোশের খবর রসিক দাদা কোথায় পেলে ?

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান ক'র্‌তে নেই ? এক-চক্ষু হরিণ যে দিকে কাণা ছিল সেই দিক থেকেই তো তীর খেয়েছিল—কুমারসভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কাণা হন তাহ'লে সেই দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদুস্বরে) এক-চক্ষু হরিণ তো আজ একটা তীর খেয়েচেন, একটি সভ্য ধূলিশায়ী।

চন্দ্র। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো ক'র্‌তে চায় তা'রা এক পায়ে চ'ল্‌তে চায়। সেই জন্যই খানিক দূর গিয়েই তাদের ব'সে প'ড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি ব'লেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হ'চ্চে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। সেই জন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি। দেখো অবলাকান্ত বাবু, এখনো তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভালো ক'রে মনে রেখো—স্ত্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নীচু ক'রে রাখি তাহ'লে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন; তা-হ'লে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়—দু-পা চ'লেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হ'য়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি, তা-হ'লে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব্ব ক'র্‌তে লজ্জাবোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেই জন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।

শৈল। আশীর্ব্বাদ করুন্ আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত ক'র্‌তে পারি।

[একান্ত নিষ্ঠার সহিত উচ্চারিত এই কথাগুলি শুনিয়া চন্দ্রবাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সকল উপদেশের প্রতি নির্ম্মলার তর্কবিহীন বিনম্র শ্রদ্ধার কথা মনে পড়িল। স্নেহার্দ্র মনে আবার ভাবিলেন, ঐ যেন নির্ম্মলারই ভাই।]

চন্দ্র। আমার ভাগ্নী নির্ম্মলাকে কুমারসভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত ক'রতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই ?

রসিক। আর কোনো আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমার সভায় কেউ যদি কুমারীবেশে আসেন তা-হ'লে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈল। বোপদেবের অভিশাপ একালে খাটে না।

রসিক। আচ্ছা, অন্ততঃ লোহারামকে তো বাঁচিয়ে চ'ল্‌তে হবে। আমি তো বোধ করি, স্ত্রীসভ্যরা যদি পুরুষ সভ্যদের অজ্ঞাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্ত্তন ক'রে আসেন তা-হ'লে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তা-হ'লে একটা কৌতুক এই হয় যে, কে স্ত্রী কে পুরুষ নিজেদের এই সন্দেহটা থেকে যায়—

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার নাৎনী ব'লে কাবো হঠাৎ আশঙ্কা না হ'তে পারে।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্ত বাবু-সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

[শৈল অদূরবর্ত্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল।]

চন্দ্র। দেখুন রসিক বাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার ক'রতে ক'রতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘ'টে থাকে। স্ত্রীসভ্য গ্রহণ ক'রলে চিবকুমাব সভাব অর্থেব যদি পরিবর্ত্তন ঘটে তা'তে ক্ষতি কী ?

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্ত্তনের বিরোধী নই—তা নাম পরিবর্ত্তন বা বেশ পরিবর্ত্তন বা অর্থ পরিবর্ত্তন যাই যোক্‌ না কেন, যথন

যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি ব'লেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

[মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি হইল না।]

রসিক। আশা করি সভার কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।

শ্রীশ। কিছু না—অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চ'ল্‌তো আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েচে।

বিপিন। তা'তে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশী হ'য়েচে। আজ তা-হ'লে এইখানেই সভা ভঙ্গ করা হোক্‌, কারণ এর পরে আর কোনো আলোচনা চ'ল্‌বে না। এদিকে দেরিও হ'য়ে গেছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। অক্ষয়ের বাসা।

অক্ষয়, নীর ও নৃপ।

নীরব গান।

যেতে দাও গেলো যারা
তুমি যেও না যেও না—
আমার বাদলের গান হয়নি সারা
কুটীরে কুটীরে বন্ধ দ্বার
নিভৃত রজনী অন্ধকাব
বনের অঞ্চল কাঁপে চঞ্চল
অধীর সমীর তন্দ্রাহারা।

অক্ষয়। হ'লো কী বল্ দেখি! আমাব যে ঘবটি এতোকাল কেবল ঝড়ু বেহাবার ঝাড়নেব তাড়নে নির্ম্মল ছিল, সেই ঘবের হাওয়া দু-বেলা তোমাদের দুই বোনেব অঞ্চল বীজনে চঞ্চল হ'য়ে উঠ্চে যে!

নীর। দিদি নেই, তুমি একলা প'ড়ে আছ ব'লে দয়া ক'বে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তা'র উপরে আবার জবাবদিহি?

অক্ষয়। দয়াময়ী চোর, শূন্য হৃদয়টা চুরি ক'র্‌বার জন্যে শূন্য ঘরে উঁকি-ঝুঁকি ? মৎলব কি বুঝিনে ?

(গান)

ওগো দয়াময়ী চোর ! এতো দয়া মনে তোর !
বড়ো দয়া ক'রে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর !
বড়ো দয়া করে চুরি ক'রে লও শূন্য হৃদয় মোর !

নীর। আমাদের এমন বোকা চোর পাওনি ! এখন হৃদয় আছে কোথায়, যে চুরি ক'র্‌তে আস্‌বো ?

অক্ষয়। ঠিক ক'রে বল্‌ দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কতদূরে ?

নৃপ। আমি জানি মুখুজ্জে মশায়। ব'ল্‌বো ? ৪৭৫ মাইল !

নীর। সেজ্‌দিদি অবাক্ ক'র্‌লি ! তুই কি মুখুজ্জে মহাশয়ের হৃদয়েব পিছনে পিছনে মাইল গুণ্‌তে গুণ্‌তে ছুটেছিলি নাকি ?

নৃপ। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইম্‌ টেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়।　　(গান)

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া
বেগে বহে শিরা ধমনী,
হায় হায় হায় ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমণী !

বায়ু-বেগভরে উড়ে অঞ্চল,
লটপট বেণী দুলে চঞ্চল,
একী রে রঙ্গ, আকুল অঙ্গ
ছুটে কুরঙ্গ-গমনী।

নীর। কবিবর, সাধু সাধু। কিন্তু তোমার রচনায় কোনো কোনো আধুনিক কবির ছায়া দেখ্‌তে পাই যেন!

অক্ষয়। তা'র কারণ আমিও অত্যন্ত আধুনিক। তোরা কি ভাবিস্‌ তোদের মুখুজ্জে মশায় কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুণে দিচ্চিস্‌, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল? তা-হ'লে আর বিদুষী শ্যালী থেকে ফল হ'লো কী? এতো বড়ো আধুনিকটাকে তে'দের প্রাচীন ব'লে ভ্রম হয়?

নীর। মুখুজ্জে মশায়, শিব যখন বিবাহ-সভায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁর শ্যালীরাও ঐ রকম ভুল ক'রেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে তো অন্য রকম ঠেকেছিল। তোমার ভাবনা কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক ব'লেই জানেন।

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকৃতো তাহ'লে কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ কর্‌বার জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হ'তো; আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা?

নৃপ। আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে ব'সে ব'সে কী ক'র্‌ছিলে?

অক্ষয়। তোদের গয়লা বাড়ীর দুধের হিসেব লিখ্‌ছিলুম!

নীর। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি তুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লা বাড়ীর হিসেব? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর নবনীর অংশটাই বেশী।

অক্ষয়। (ব্যস্তসমস্ত) না, না, ওটা নিয়ে গোল করিস্‌নে, আহা, দিয়ে যা—

নৃপ। নীরু ভাই জ্বালাস্‌নে—চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে, ওখানে শ্যালীর উপদ্রব সয় না। কিন্তু মুখুজ্জে মশায় তুমি দিদিকে চিঠিতে কী ব'লে সম্বোধন করো বলো না।

অক্ষয়। রোজ নূতন সম্বোধন ক'রে থাকি—

নৃপ। আজ কী ক'রেছো বলো দেখি?

অক্ষয়। শুন্‌বে? তবে সখি শোনো। চঞ্চলচকিতচিত্তচকোরচৌর চঞ্চুচুম্বিতচারুচন্দ্রিকরুচিরুচির চিরচন্দ্রমা।

নীর। চমৎকার চাটু-চাতুর্য্য!

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি নেই, চর্ব্বিতচর্ব্বণশূন্য।

নৃপ। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়, রোজ রোজ তুমি এই রকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা করো? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখ্‌তে এতো দেরি হয়?

অক্ষয়। ঐ জন্যেই তো নৃপর কাছে আমাব মিথ্যে কথা চলে না! ভগবান যে আমাকে সদ্য সদ্য বানিয়ে বল্‌বার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখ্‌ছি খাটাতে দিলে না! ভগ্নীপতির কথা বেদবাক্য ব'লে বিশ্বাস ক'র্‌তে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বল্ দেখি?

নীর। রাগ কোরো না, শান্ত হও মুখুজ্জে মশায়, শান্ত হও! সেজ-দিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখো, আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করিনে, এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না?

নৃপ। আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়, সত্যি ক'রে বলো, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা ক'রেছো?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ ক'রেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা ক'রে গান করেছিলুম—

নৃপ। তা'র পরে?

অক্ষয়। তা'র পরে দেখ্‌লুম, তাতে উল্টো ফল হ'লো, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে উঠে তেম্‌নি হ'লো—সেই অবধি স্তব রচনা ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপ। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লা বাড়ীব হিসেব লিখ্‌চো। কী স্তব লিখেছিলে মুখুজ্জে মশায় আমাদের শোনাও না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমাব উপবওয়ালাব কাছে বিপোর্ট ক'র্‌বি!

নৃপ। না আমরা দিদিকে ব'লে দেবো না।

অক্ষয়। তবে অবধান কবো।!

(গান)

মনোমন্দির সুন্দরী!
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী!

রোষারুণরাগরঞ্জিতা!
গোপন হাস্য- কুটিল আস্য
কপট কলহ গঞ্জিতা!

সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী !
চকিতচপল নবকুরঙ্গ
যৌবন-বন-রঙ্গিণী !

অয়ি খল, ছলগুণ্ঠিতা !
লুব্ধ-পবন- ক্ষুব্ধ লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা !

চুম্বন-ধন-বঞ্চিনী !
রুদ্ধ-কোবক- সঞ্চিত-মধু
কঠিন কনক কঞ্জিনী !

কিন্তু আব নয় ! এবাবে মশায়বা বিদায় হোন্ !

নীব। কেন এতো অপমান কেন ? দিদিব কাছে তাড়া খেয়ে আমাদেব উপবে বুঝি তা'ব ঝাল ঝাড়্তে হবে ?

অক্ষয়। এবা দেখ্ছি পবিত্র জেনানা আব বাখ্তে দিলে না। আরে দুর্ব্বৃত্তে ! এখনি লোক আস্বে !

নৃপ। তা'ব চেয়ে বলো না দিদিব চিঠিখানা শেষ ক'ব্তে হবে !

নীব। তা আমবা থাক্লেই বা, তুমি চিঠি লেখো না, আমবা কি তোমাব কলমেব মুখ থেকে কথা কেড়ে নেবো না কি ?

অক্ষয়। তোমবা কাছাকাছি থাক্লে মনটা এইখানেই মাবা যায়, দূবে যিনি আছেন সে-পর্য্যন্ত আব পৌঁছায় না ! না ঠাট্টা নয়, পালাও ! এখনি লোক আস্বে—ঐ একটি বই দবজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

নৃপ। এই সন্ধ্যেবেলায় কে তোমার কাছে আস্‌বে?

অক্ষয়। যাদের ধ্যান করো তা'রা নয় গো তা'রা নয়!

নীর। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না, তুমি আজকাল সেটা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চো, কী বলো মুখুজ্জে মশায়! দেবতার ধ্যান করো আর উপদেবতার উপদ্রব হয়!

(গান)

ও আমার ধ্যানেরি ধন!
তোমায় হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন।
আসে বসন্ত ফোটে বকুল, কুঞ্জে পূর্ণিমা চাঁদ হেসে আকুল,
তারা তোমায় খুঁজে না পায়
প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন।

অক্ষয়। সংগ্রহ হ'লো কোথা থেকে?

নীর। তোমারি শ্রীমুখ থেকে।

অক্ষয়। অবশেষে বিরহের দিনে আমারি শ্রীবক্ষে হান্‌তে এসেছিস্? আচ্ছা তা-হ'লে দয়া করিস্‌নে, একেবারে শেষ ক'রে দে।

নীর। (গান)

আঁখিরে ফাঁকি দাও এ কী ধারা
অশ্রুজলে তারে করো সারা।
গন্ধ আসে কেন দেখিনে মালা,
পায়ের ধ্বনি শুনি, পথ নিরালা,

বেলা যে যায়, পথ যে শুকায়
অনাথ হ'য়ে আছে আমার ভুবন ॥

(নেপথ্যে) অবলাকান্ত বাবু আছেন ?

সহসা শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মাপ ক'র্‌বেন। (পলায়নোদ্যম)

[নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান।

অক্ষয়। বাজি আছি কিন্তু অপরাধটা কী, আগে বলো!

শ্রীশ। খবর না দিয়েই—

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য ম্যানিসিপালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন ক'রে নিতে হয় না, তখন না হয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশ বাবু।

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন, এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি তা হ'লেই হ'লো!

অক্ষয়। তাই ব'ল্‌লেম তুমি যখনি আস্‌বে তখনি সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ ক'র্‌বে সেইখানেই তোমার অধিকার, শ্রীশ বাবু স্বয়ং বিধাতা সর্ব্বত্র তোমাকে পাস্‌পোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একটু বোসো, অবলাকান্ত বাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই। (স্বগত) না পলায়ন ক'র্‌লে চিঠি শেষ ক'র্‌তে পার্‌বো না!

[অক্ষয়ের প্রস্থান।

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক জোড়া মায়া স্বর্ণমৃগী ছুটে পালালো,

ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ, তোর ছোট্‌বার ক্ষমতা নেই। নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা র'য়ে গেলো!

রসিকের প্রবেশ

শ্রীশ। সন্ধ্যেবেলায় এসে আপনাদের তো বিরক্ত কর্‌বিনি রসিক বাবু?

রসিক। 'ভিক্ষু-কক্ষে বিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ?' শ্রীশ বাবু, আপনাকে দেখে বিরক্ত হবো আমি কি এতো বড়ো হতভাগ্য!

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু বাড়ী আছেন তো?

রসিক। আছেন বৈ কি, এলেন ব'লে!

শ্রীশ। না, না, যদি কাজে থাকেন তা-হ'লে তাঁকে ব্যস্ত ক'রে কাজ নেই—আমি কুঁড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে সেরা লোকেরাই কুঁড়ে, এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ে সম্মিলন হ'লেই মণিকাঞ্চন যোগ! এই কুঁড়ে-বেকারের মিলনের জন্যই তো সন্ধ্যে বেলাটার সৃষ্টি হ'য়েছে। যোগীদের জন্যে সকাল বেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দশটা চারটে, আর সন্ধ্যে বেলাটা, সত্যি কথা ব'ল্‌চি, চিরকুমার সভার অধিবেশনের জন্যে চতুর্ম্মুখ সৃজন করেন নি! কী বলেন শ্রীশ বাবু?

শ্রীশ। সে-কথা মান্‌তে হবে বৈ কি, সন্ধ্যা চিরকুমার সভার অনেক পূর্ব্বেই সৃজন হ'য়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্র বাবুর নিয়ম মানে না—

রসিক। সে যে চন্দ্রের নিয়ম মানে তা'র নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি, হাস্‌বেন না শ্রীশ বাবু, আমার এক তলার ঘরে কায়ক্লেশে

একটি জানালা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে—শুক্ল সন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো! শুভ্র একটি হংসদূত কোনো বিরহিণীর হ'য়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে ব'ল্‌চে—

"অলিন্দে কালিন্দীকমল সুরভৌ কুঞ্জবসতে
র্বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্গার চিকুরাং।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয় কলাপব্যজনিনী॥"

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিক বাবু, চমৎকার। কিন্তু ওর মানেটা ব'লে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্চে কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ ক'রে রেখেছে!

রসিক। বাঙ্‌লায় একটা তর্জ্জমাও ক'রেছি—পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয়, তাই লুকিয়ে রেখেছি—শুন্‌বেন শ্রীশ বাবু?

"কুঞ্জ কুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর;
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়,
কিশলয় পাখা খানি দোলাইব গায়?"

শ্রীশ। বা, বা, রসিক বাবু আপনার মধ্যে এতো আছে তা তো জান্‌তুম না।

রসিক। কী ক'রে জান্‌বেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন

থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করবে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই।

শ্রীশ। আহাহা রসিক বাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ অলিন্দওয়ালা কুঞ্জ কুটীরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রী হচ্চে তা হ'লে কিনে ফেলি!

রসিক। বলেন কী শ্রীশ বাবু! শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কী? সেই মদমুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখ্‌বেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে প'ড়ে রয়েছে!

রসিক। দেখি দেখি! তাইতো। দুর্লভ জিনিষ আপনার হাতে ঠেকে দেখ্‌চি! বাঃ দিব্য গন্ধ! শ্লোকের লাইনটা বদ্‌লাতে হবে মশায়, ছন্দ ভঙ্গ হয় হোক্‌ গে—"বাসন্তীনবপরিমলোদ্গারক্রমালাং"! শ্রীশ বাবু, এ-রুমালটাতে তো আমাদের কুমারসভার পতাকা নির্ম্মাণ চ'ল্‌বে না। দেখেছেন, কোণে একটি ছোট্ট 'ন' অক্ষর লেখা রয়েছে?

শ্রীশ। কী নাম হ'তে পারে বলুন দেখি? নলিনী? না, বড্ড চলিত নাম। নীলাম্বুজা? ভয়ঙ্কর মোটা। নীহারিকা? বড়ো বাড়াবাড়ি। বলুন না রসিক বাবু, আপনার কী মনে হয়?

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে, অভিধানে যত 'ন' আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হ'য়ে উঠ্‌তে চাচ্চে, 'ন'য়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে ক'র্‌চে—নির্ম্মলনবনীনিন্দিত নবীন—বলুন্‌ না শ্রীশ বাবু—শেষ ক'রে দিন্‌ না—

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ—নির্ম্মলনবনী-নিন্দিত-নবীন-নবমল্লিকা! গীত-গোবিন্দ মাটি হ'লো! আরো অনেকগুলো ভালো ভালো 'ন' মাথার মধ্যে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছে, মিলিয়ে দিতে পাচ্চি নে—নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনূপুরনিক্কণ, নিবিড় নীরদনিম্মুক্ত—অক্ষয় দাদা থাক্‌লে ভাব্‌তে হ'তো না! মাষ্টার মশায়কে দেখ্‌বামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে—তেম্‌নি অক্ষয় দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়। শ্রীশ বাবু, বুড়ো মানুষকে বঞ্চনা ক'রে রুমালখানা চুপি চুপি পকেটে পূর্‌বেন না—

শ্রীশ। আবিষ্কারকর্ত্তার অধিকার সকলের উপর—

রসিক। আমার ঐ রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশ বাবু! আপনাকে তো ব'লেছি আমার নির্জ্জন ঘরের একটি মাত্র জান্‌লা দিয়ে একটু মাত্র চাঁদের আলো আসে—আমার একটি কবিতা মনে পড়ে—

"বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি,
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।"

"কুঞ্জ পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি' ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।"

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তা'কে

কী দিয়ে ভোলাই বলুন তো? কাব্য শাস্ত্রের রসালো জায়গা যা-কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু 'কথায় চিঁড়ে ভেজে না।' সেই দুর্ভিক্ষের সময় ঐ রুমালখানি বড়ো কাজে লাগ্‌বে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য দৈবাৎ কথনো দেখেছেন রসিক বাবু?

রসিক। দেখেছি বৈ কি, নইলে কি ঐ রুমালখানার জন্যে এতো লড়াই করি? আর ঐ যে 'ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন ক'রে বেড়াচ্চে তাদের সাম্‌নে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্ত্তি নেই?

শ্রীশ। রসিক বাবু, আপনাব ঐ মগজটি একটি মৌচাক বিশেষ, ওর ফুকরে ফুকরে কবিত্বের মধু—আমাকে সুদ্ধ মাতাল ক'রে দেবেন দেখ্‌চি! (দীর্ঘ নিশ্বাস পতন)

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈল। আমার আসতে অনেক দেরি হ'য়ে গেলো, মাপ ক'র্‌বেন শ্রীশ বাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধ্যে বেলায় উৎপাত ক'র্‌তে এলুম, আমাকেও মাপ ক'র্‌বেন অবলাকান্ত বাবু!

শৈল। রোজ সন্ধ্যে বেলায় যদি এই রকম উৎপাত করেন তা-হ'লে মাপ ক'র্‌বো নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'র্‌বেন।

শৈল। আমার জন্যে ভাব্‌বেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা-হ'লে আপনাকে নিষ্কৃতি দেবো।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা-হ'লে অনন্তকাল অপেক্ষা ক'রতে হবে।

শৈল। রসিক দাদা, তুমি শ্রীশ বাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্চো কেন? বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যবসা ধ'রবে না কি?

রসিক। না ভাই, সে ব্যবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশ বাবুতে আমাতে তক্‌রার চ'ল্‌চে, তোকে তা'র মীমাংসা ক'রে দিতে হবে।

শৈল। কী রকম?

রসিক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনী কর্‌বার মূলধন আমার নেই—আমি খুচরো মালের কারবারী—রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর এই সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকৃতে হয়। শ্রীশ বাবুর যে-রকম মূলধন আছে তা'তে উনি বাজার সুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন—রুমাল কেন সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্দ্ধেক ভাগ বসাতে পারেন; আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে ম'রতে ইচ্ছে করি, উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি ক'রতে আসেন কেন?

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক্, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হ'য়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তা'কেই দেবেন।

শৈল। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে ক'র্‌চেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি 'ন' অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে, আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে

দেখ্‌তে পাবেন ঐ অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেবো না।

শ্রীশ। রসিক বাবু এ কী রকম জবরদস্তি? আর, 'ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর!

রসিক। শুনেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্ম্মও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ, এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক্‌, যার বল বেশী তা'রই জিত হবে।

শৈল। শ্রীশ বাবু, যার রুমাল আপনি তো তা'কে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর ক'রে ঝগড়া ক'র্‌চেন।

শ্রীশ। দেখিনি কে ব'ল্‌লে?

শৈল। দেখেছেন? কা'কে দেখ্‌লেন। 'ন' তো দু-টি আছে—

শ্রীশ। দু-টিই দেখেছি—তা এ-রুমাল দু-জনের যাঁরই হোক্‌, দাবী আমি পরিত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না।

রসিক। শ্রীশ বাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়-গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন ক'র্‌বেন না, 'একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।'

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্র বাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ী খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা ক'র্‌বেন? চন্দ্র বাবুর বাড়ী কাছেই—আমি একবার চট্ ক'রে দেখা ক'রে আস্‌বো।

শৈল। পালাবেন না তো?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না ক'রে যাচ্ছিনে।

[শ্রীশের প্রস্থান।

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যে-রকম ভয়ঙ্কর কুমার ঠাউরেছিলুম তা'র কিছুই নয়। এদেব তপস্যা ভঙ্গ ক'র্‌তে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারো দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈল। তাই তো দেখ্‌ছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জানো? যিনি দার্জ্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই বোগে চেপে ধরে। এঁরা এতোকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন এই বাড়ীটি যে বোগের বীজে-ভবা; এখানকাব রুমালে, বইয়ে, চৌকিতে, টেবিলে যেখানে স্পর্শ ক'র্‌চেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুক্‌চে—আহা শ্রীশ বাবুটি গেলো।

শৈল। রসিক দাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হ'য়ে গেছে?

রসিক। আমাব কথা ছেড়ে দাও। আমার পিলে যকৃৎ যা-কিছু হবার তা হ'য়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীর। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি ক'রে ম'র্‌চে, আর চিল ব'সে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীর। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশ বাবু কী কাণ্ডটাই ক'র্‌লে? সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হ'য়ে পালিয়ে গেছে। আমি এম্‌নি বোকা, ভুলেও কিছু ফেলে যাইনি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাব্‌ছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাবো!

শৈল। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর ?

নীর। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয়, ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোট্‌দিদি, আজকাল তোর কী রকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্চে তা'র এক আধটা নমুনা দেখ্‌তে পারি কি ?

নীর। "—দিন গেলোরে, ডাক দিয়েনে পারের খেয়া,
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া নেয়া।"

রসিক। দিদি ভাবি ব্যস্ত যে! পার কর্‌বার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই! যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক ক'রে নিয়ো।

নীর। (গান)

জ্বলেনি আলো অন্ধকারে
দাওনা সাড়া কি তাই বারে বারে ?
তোমার বাঁশী আমার বাজে বুকে
কঠিন দুঃখে, গভীর সুখে,
যে জানেনা পথ, কাঁদাও তারে!
চেয়ে রই রাতের আকাশ পানে,
মন যে কী চায় তা মনই জানে।
আশা জাগে কেন অকারণে
আমার মনে ক্ষণে ক্ষণে
ব্যথার টানে তোমায় আন্‌বে দ্বারে॥

(নেপথ্যে) অবলাকান্ত বাবু আছেন ?

[নীরর প্রস্থান।

বিপিনের প্রবেশ

শৈল। আসুন বিপিন বাবু।

বিপিন। ঠিক ক'রে বলুন আস্‌বো কি? আমি আসার দরুণ আপনাদের কোনো রকম লোকসান নেই?

রসিক। ঘর থেকে কিছু লোকসান না ক'রলে লাভ হয় না, বিপিনবাবু—ব্যবসার এই রকম নিয়ম। যা গেলো তা আবার দু-নো হ'য়ে ফিরে আস্‌তে পারে, কী বলো অবলাকান্ত?

শৈল। রসিক দাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হ'য়ে আস্‌চে।

রসিক। গুড় জ'মে যে রকম শক্ত হ'য়ে আসে। কিন্তু বিপিন বাবু কী ভাব্‌চেন বলুন দেখি?

বিপিন। ভাব্‌চি কী ছুতো ক'রে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধ্‌বে না।

শৈল। বন্ধুত্বে যদি বাধে?

বিপিন। তা হ'লে ছুতো খোঁজ্‌বার কোনো দরকারই হয় না।

শৈল। তবে-সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভালো হ'য়ে বসুন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন করুন বিপিন বাবু! আমাদের প্রতি ঈর্ষা ক'রবেন না। আমি তো বৃদ্ধ, যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর আমাদের সুকুমারমূর্ত্তি অবলাকান্তবাবুকে কোনো স্ত্রীলোক পুরুষ ব'লে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী কিশোরী ত্রস্ত হরিণীর মতো পলায়ন ক'রে থাকেন তাহ'লে মনকে এই ব'লে সান্ত্বনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মস্ত খাতিরটা ক'রেছেন।' হায়রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোনো তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না!

বিপিন। রসিক বাবু আপনাকেও যে দলে টান্‌চেন অবলাকান্ত বাবু! এ কী রকম হ'লো?

শৈল। কী জানি বিপিন বাবু—আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে—কোনো অবলা তো এ পর্য্যন্ত আমাকে কান্ত ব'লে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনো সময় আছে।

শৈল। সে আশা এবং সে সময় যদি থাকতো তা-হ'লে চিরকুমার সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এঁর মনের মধ্যে একটা কী বেদনা র'য়েছে নইলে এতো অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণভাব থাকতো না। এটা কিসের খাতা? গান লেখা দেখ্‌চি। নীরবালা দেবী! (পাঠ)

শৈল। কী প'ড়্‌চেন বিপিন বাবু?

বিপিন। কোনো একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ ক'র্‌চি, হয় তো তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর্‌বার সুযোগ পাবো না এবং হয় তো তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না, কিন্তু এই গানগুলি মাণিক এবং হাতের অক্ষরগুলি মুক্তো! যদি লোভে প'ড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা ক'র্‌বেন!

শৈল। বিধাতা মাপ ক'র্‌তে পারেন কিন্তু আমি ক'রবো না। ও খাতাটির পরে আমার লোভ আছে বিপিন বাবু।

রসিক। আর আমি বুঝি লোভ মোহ সমস্ত জয় ক'রে ব'সে আছি? আহা, হাতের অক্ষরের মতো জিনিষ আর আছে? মনের ভাব মূর্ত্তি ধ'রে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে—অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে, হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে! অবলাকান্ত, এ খাতাখানি

ছেড়োনা ভাই! তোমাদের চঞ্চলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরণার মতো দিনরাত ঝ'রে পড়্ছে, তা'কে তো ধ'রে রাখ্‌তে পারো না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারি একটি গণ্ডূষ ভ'রে উঠেছে—এ জিনিষের দাম আছে। বিপিন বাবু, আপনি তো নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কী ক'র্‌বেন?

বিপিন। আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন—খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কী? এই খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তা'র প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন?

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মনে প'ড়েছে মশায়—সেদিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলেম, নৃপবালা, নীরবালা—একি, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলুম আমার সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্ত বাবুর সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে। ওঁর যে রকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হ'তে পারেন। উনি যদি ওঁর ঐ চন্দ্রকলার মতো কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা প'রে, হাতে একটি বীণা নিয়ে সকাল বেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হ'লে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন?

রসিক। বুঝ্‌তে পার্‌চিনে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুর দরকার হ'য়েছে?

শ্রীশ। চিরকুমার সভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কী? তবে আমার দ্বারা কী কাজ পাবেন?

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যে রকম উত্তাপ আছে আপনি উত্তর মেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা ক'রে দিয়ে আস্‌তে পারেন। বিপিন উঠ্‌চ না কি?

বিপিন। যাই, আমাকে রাত্রে একটু প'ড়্‌তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা ক'র্‌চেন পড়া হ'য়ে গেলে বইখানা কি ফেরৎ পাওয়া যাবে?

বিপিন। (জনান্তিকে] পড়া হ'য়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক্।

শৈল। (মৃদুস্বরে) শ্রীশ বাবু ইতস্তত ক'র্‌চেন কেন, আপনার কিছু হারিয়েছে না কি?

শ্রীশ। (মৃদুস্বরে) আজ থাক্, আর এক দিন খুঁজে দেখ্‌বো!

[শ্রীশ ও বিপিনের প্রস্থান।

নীর। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া] এ কী-রকমের ডাকাতি দিদি! আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেলো? আমার ভয়ানক রাগ হ'চ্চে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়!

নীর। আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, তোমার অভিধান জাহির ক'র্‌তে হবে না—আমার খাতা ফিরিয়ে আনো।

রসিক। পুলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যবসা নয়।

নীর। কেন দিদি তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে?

শৈল। এমন অমূল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস্ কেন?

নীর। আমি বুঝি ইচ্ছে ক'রে ফেলে রেখে গেছি?

রসিক। লোকে সেই রকম সন্দেহ ক'র্‌চে!

নীর। না রসিকদাদা, তোমার ও ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না!

রসিক। তা হ'লে ভয়ানক খারাপ অবস্থা!

[নীরর সক্রোধে প্রস্থান।

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ

রসিক। কি নৃপ, হারাধন খুঁজে বেড়াচ্ছিস্?

নৃপ। না আমার কিছু হারায় নি!

রসিক। সে তো অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা-হ'লে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্চে না, তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তা'কেই ফিরিয়ে দিস্। (শৈলের হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিসটা কার ভাই?

নৃপ। ও আমার নয়! (পলায়নোদ্যত)।

রসিক। (নৃপকে ধরিয়া) যে জিনিষটা খোওয়া গেছে নৃপ তা'র উপরে কোনো দাবীও রাখ্‌তে চায় না।

নৃপ। রসিকদাদা, ছাড়ো আমার কাজ আছে!

দ্বিতীয় দৃশ্য। গোলদীঘির পথ।

শ্রীশ ও বিপিন।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনি ঘুমতে কিম্বা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তাহ'লে দেবতারা ধিক্কার দেবেন।

বিপিন। তাঁদের ধিক্কার খুব সহজে সহ্য হয় কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিম্বা—

শ্রীশ। দেখো, ঐ জন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিণে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় ব'লে মলয় সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না! এতে তোমার বাহাদুরীটা কী জিজ্ঞাসা করি? আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'রছি, আমার ফুল ভালো লাগে, জ্যোৎস্না ভালো লাগে—

বিপিন। এবং—

শ্রীশ। এবং যাহা কিছু ভালো লাগবার জিনিষ সবই ভালো লাগে।

বিপিন। বিধাতা তো তোমাকে ভারি আশ্চর্য্য রকম ছাঁচে গ'ড়েছেন দেখ্‌ছি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরও আশ্চর্য্য। তোমার লাগে ভালো কিন্তু বলো অন্য রকম—আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো—সে চলে ঠিক কিন্তু বাজে ভুল।

বিপিন। কিন্তু শ্রীশ, তোমার যদি সব মনোরম জিনিষই মনোহর লাগ্‌তে লাগলো তা-হ'লে তো আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি তো কিছুই বিপদ বোধ করিনে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই তো সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনা বোধ চ'লে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি ভাই স্পষ্টই কবুল ক'র্‌চি, স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে—চিরকুমার সভা যদি আকর্ষণ এড়াতে চান তা-হ'লে তাঁকে খুব তফাৎ দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল ভয়ানক ভুল! তুমি তফাতে থাক্‌লে কী হবে, তাঁরা তো তফাতে থাকেন না। সংসার রক্ষার জন্যে বিধাতাকে এতো নারী সৃষ্টি ক'র্‌তে হয়েছে যে, তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য্য যদি রক্ষা ক'র্‌তে চাও তাহ'লে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ঐ-যে স্ত্রীসভ্য নেবার নিয়ম হ'য়েছে, এতদিন পরে কুমারসভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন ক'রেছে। কিন্তু কেবল একটিমাত্র মহিলা হ'লে চ'ল্‌বে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বদ্ধ ঘরের একটি জান্‌লা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দ্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাক্‌লে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ঐ খোলা হাওয়া বদ্ধ হাওয়া বুঝিনে ভাই! যার সর্দ্দির ধাত তা'কে সর্দ্দি থেকে রক্ষা ক'র্‌তে দেবতা মনুষ্য কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কী ব'ল্‌চে হে?

বিপিন। সে-কথা খোলসা ক'রে ব'ল্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে তোমার ধাতের সঙ্গে তা'র চমৎকার মিল আছে। নাড়ীটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ীর মতো চলে তা জাঁক ক'রে ব'ল্‌তে পার্‌বো না।

শ্রীশ। ঐটে তোমার আর একটা ভুল। চিরকুমারের নাড়ীর উপরে উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হ'তে দাও—কোনো ভয় নেই—বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের মতো ব্রত যাদের, তা'রা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখ্‌তে পারে? তা'কে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তা'কে বাঁধ্‌বে তা'র সঙ্গে লড়াই করো!

বিপিন। ও কেহে! পূর্ণ দেখ্‌চি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরোবার জো নেই। ঐ বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্চে। ওকে একবার ডাক দেবো?

শ্রীশ। ডাকো। ও কিন্তু আমাদেরই দু-জনকে অন্বেষণ ক'রে গলিতে গলিতে ঘুর্‌চে ব'লে বোধ হ'চ্চে না।

বিপিন। পূর্ণ বাবু, খবর কী?

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল পর্‌শু যে খবর চ'ল্‌ছিলো আজও তাই চ'ল্‌চে।

শ্রীশ। কাল পর্‌শু শীতের হাওয়া ব'চ্ছিল, আজ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে—এতে দু'টো একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে।

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে-সব খবরের সৃষ্টি হয়, কুমারসভার খবরের কাগজে তা'র স্থান নেই। তপোবনে এক দিন অকালে বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হ'য়েছে—আমাদের কপালগুণে বসন্তের কুমার-অসম্ভব কাব্য হ'য়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় তো হোক্ না পূর্ণ বাবু—সে-কাব্যে যে-দেবতা দগ্ধ হ'য়েছিলেন এ-কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক্!

পূর্ণ এ-কাব্যে চিরকুমার সভা দগ্ধ হোক্! যে-দেবতা জ্ব'লেছিলেন তিনি জ্বালান্। না, আমি ঠাট্টা ক'র্‌চিনে শ্রীশ বাবু, আমাদের চিরকুমার

সভাটি একটি আস্ত জতুগৃহ বিশেষ। আগুন লাগ্‌লে রক্ষে নেই। তা'র চেয়ে বিবাহিত সভা স্থাপন করো, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাক্‌বে। যে ইঁট পাঁজায় পুড়েছে তা' দিয়ে ঘর তৈরি ক'র্‌লে আর পোড়্‌বার ভয় থাকে না হে!

শ্রীশ। যে-সে লোক বিবাহ ক'রে বিবাহ জিনিষটা মাটি হ'য়ে গেছে পূর্ণ বাবু। সেই জন্যেই তো কুমার-সভা। আমার যতো দিন প্রাণ আছে ততো দিন এ-সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আসুন্ তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'য়ে গেলে, বাস আর ভয় নেই!

পূর্ণ। দেখো শ্রীশ বাবু!

শ্রীশ। দেখ্‌বো আর কী? তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্চি! এক ছোটো দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌বো, কবিতা আওড়াবো, কনকবলয়ভ্রংসরিক্তপ্রকোষ্ঠ হ'য়ে যাবো, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হ'তে পার্‌বো। আমাদের কবি লিখেছেন—

"নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
　জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
　তোমার অনল দিয়া।
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
　দীপ্ত শিখাটি বাহি'
　আছি তাই পথ চাহি'।
পুড়িবে বলিয়া র'য়েছে আশায়
　আমার নীরব হিয়া
　আপন আঁধার নিয়া।

নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া।"

পূর্ণ। ওহে শ্রীশ বাবু, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখেনি!—

"নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!"

ঘরটি সাজানো র'য়েছে—থালায় মালা, পালঙ্কে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবন-প্রদীপটি জ্ব'ল্‌চে না, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হ'তে চ'ল্‌লো! বাঃ দিব্যি লিখেছে! কোন্ বইটাতে আছে বলো দেখি?

শ্রীশ। বইটার নাম 'আবাহন'।

পূর্ণ। নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভালো! (আপন মনে)—

"নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ!
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!" (দীর্ঘনিশ্বাস)

তোমরা কি বাড়ীর দিকে চ'লেচো?

শ্রীশ। বাড়ী কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই।

পূর্ণ। আজ পথ ভোল্‌বার মতোই রাতটা হ'য়েছে বটে! কী বলো বিপিন বাবু!

শ্রীশ। বিপিন বাবু এ-সকল বিষয়ে কোনো কথাই কন্ না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে! কৃপণ যে জিনিষটার বেশী আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুঁতে রাখে।

বিপিন। অস্থানে বাজে খরচ ক'র্‌তে চাইনে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্চি। ম'র্‌তে হ'লে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভালো!

পূর্ণ। এ তো উত্তম কথা, শাস্ত্রসঙ্গত কথা! বিপিন বাবু একেবারে অন্তিমকালের জন্যে কবিত্ব সঞ্চয় ক'রে রাখ্‌চেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন

কিন্তু উনি রবেন নিরুত্তর! আশীর্ব্বাদ করি অন্তের সেই বাক্যগুলি যেন মধুমাখা হয়—

শ্রীশ। এবং তা'র সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে—

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ ক'রেই যেন মুখের সমস্ত কর্ত্তব্য নিঃশেষ না হয়,—

পূর্ণ। বাক্যের বিরামস্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হ'য়ে ওঠে!

শ্রীশ। সেদিন নিদ্রা যেন না আসে—

পূর্ণ। রাত্রি যেন না যায়—

বিপিন। চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়—

পূর্ণ। বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে—

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জদ্বারের কাছে এসে উঁকি ঝুঁকি না মারে।

পূর্ণ। দূর হোক্ গে শ্রীশ বাবু, তোমার সেই 'আবাহন' থেকে আর একটা কিছু কবিতা আওড়াও। চমৎকার লিখেছে হে।

"নিশি না পোহাতে জীবন-প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!"

আহা! একটি জীবন-প্রদীপের শিখাটুকু আরেকটি জীবন-প্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়—দু-টি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে প্রদীপখানি একটু হেলিয়ে, একটু ছুঁইয়ে যাওয়া, তা'র পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত! (আপন মনে) নিশি না পোহাতে (ইত্যাদি)।

শ্রীশ। পূর্ণ বাবু, যাও কোথাও?

পূর্ণ। চন্দ্র বাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি সেইটে খুঁজতে যাচ্চি।

বিপিন। খুঁজলে পাবে তো? চন্দ্র বাবুর বাসা বড়ো এলোমেলো জায়গা—সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া যায় না।

[পূর্ণের প্রস্থান।

শ্রীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন!

বিপিন। ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওয়াটারের ছিপির মতো একেবারে টপ্ ক'রে উড়ে না যায়!

শ্রীশ। যায় তো যাক্ না। কোনোমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধ'রে রাখাই কি জীবনের চরম পুরুষার্থ? মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হ'লে রাতদিন মুটের বোঝার মতো মাথাটাকে ব'য়ে বেড়াচ্চি কেন? দাও ভাই তার কেটে, একবার উড়ুক!—সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম—

"ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।
খোলা-আঁখি দু'টো অন্ধ ক'রে দে
আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা-পথের প্রান্তে র'য়েছে
হারানো-হিয়ার কুঞ্জ;
ঝ'রে প'ড়ে আছে কাঁটাতরু-তলে
রক্ত-কুসুম-পুঞ্জ;

সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
আকুল সিন্ধুতীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।”

বিপিন। আজকাল তুমি খুব কবিতা প’ড়্‌তে আরম্ভ ক’রেছো, শীঘ্রই একটা মুস্কিলে প’ড়্‌বে দেখ্‌ছি!

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে ক’রে মুস্কিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্চে তা’র জন্যে কেউ ভেবো না। মুস্কিলকে এড়িয়ে চ’ল্‌তে গিয়ে হঠাৎ মুস্কিলের মধ্যে পা ফেল্‌লেই বিপদ। আসুন্ আসুন্ রসিক বাবু, রাত্রে পথে বেবিয়েছেন যে?

রসিকের প্রবেশ

রসিক। আমার রাতই বা কী, আর দিনই বা কী!
“বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা,
নতু নিশৈব ববং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ।”

শ্রীশ। অস্যার্থঃ?

রসিক। অস্যার্থ হ’চ্চে—
“আসে তো আসুক্ রাতি, আসুক্ বা দিবা,
যায় যদি যাক্ নিরবধি!
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি!”

অনেকগুলো দিন রাত এ-পর্য্যন্ত এসেছে এবং গেছে কিন্তু তিনি আজ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছলেন না—তাই, দিনই বলুন আর রাতই বলুন ও দু-টোর পরে আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই!

শ্রীশ। আচ্ছা রসিক বাবু, প্রিয়জন এখনি যদি হঠাৎ এসে পড়েন?

রসিক। তাহ'লে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দু-জনের মধ্যে একজনের ভাগেই প'ড়বেন।

শ্রীশ। তাহ'লে তদ্দণ্ডেই তিনি অরসিক ব'লে প্রমাণ হ'য়ে যাবেন।

রসিক। এবং পরদণ্ডেই পরমানন্দে কালযাপন ক'রতে থাক্‌বেন। তা আমি ঈর্ষা কর্‌তে চাইনে শ্রীশ বাবু! আমার ভাগ্যে যিনি আস্‌তে বহু বিলম্ব ক'র্‌লেন, আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ ক'র্‌লুম। দেবী, তোমার বরমাল্য গেঁথে আনো! আজ বসন্তের শুক্ল রজনী, আজ অভিসারে এসো!—

"মন্দং নিধেহি চরণৌ, পরিধেহি নীলং
বাসঃ, পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন!
মা জল্প সাহসিনি, শারদচন্দ্রকান্ত
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।"

"ধীরে ধীরে চল তন্বী পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর;
কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত অংশুরুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি'!"

শ্রীশ। রসিক বাবু আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা। এমন কতো তর্জ্জমা ক'রে রেখেছেন?

রসিক। বিস্তর। লক্ষ্মী তো এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন ক'র্‌চি।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, অভিসার ব্যাপারটা কল্পনা ক'র্‌তে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্ব্বার চালাবার জন্যে চিরকুমার সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখো না!

শ্রীশ। কতকগুলো জিনিষ আছে যার আইডিয়াটা এতো সুন্দর যে, সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হ'তে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে সে-রাস্তা কি তোমার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট? সে-রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বরী প'রে মনোরাজ্যের পথে ঐ রকম ক'রে বেরিয়ে থাকে— বক্ষের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে পড়ে, চেয়েও দেখে না—সত্যিকার মুক্তো হ'লে কুড়িয়ে নিতো! কী বলেন রসিক বাবু।

রসিক। সে-কথা মান্‌তেই হয়—অভিসারটা মনে মনেই ভালো, গাড়ী-ঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বে-মানান্‌। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীশ বাবু, এই রকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোনো একটি জাল্‌না থেকে কোনো এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা ক'র্‌বে রসিক বাবু, আপনার আশীর্ব্বাদ ফল্‌বে। আজকের হাওয়াতে সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্চি। বিশে ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতী ক'র্‌তো, আমার অজানা অভিসারিকা তেম্‌নি পূর্ব্বে হ'তেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থেকো।

শ্রীশ। তা আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর একটি চৌকি সাজান থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ,' অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আস্‌বেন তখন হতভাগার ভাগ্যে লগুড়ং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশ বাবু, আপনার সেই দক্ষিণেব ছাতটিকে চিহ্নিত ক'বে বাখ্‌বাব জন্যে যে পতাকা ওড়ানো আবশ্যক সেটা যে ফেলে এলেন!

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা ক'র্‌লে পাওয়া যেতে পার্‌বে?

রসিক। চেষ্টা ক'র্‌তে দোষ কী?

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিক বাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কও, আমি চট্‌ ক'রে আস্‌চি।

[শ্রীশের প্রস্থান।

বিপিন। আচ্ছা রসিক বাবু রাগ ক'র্‌বেন না,—

রসিক। যদি-বা কবি আপনার ভয় কর্‌বার কোনো কারণ নেই—আমি ভারি দুর্ব্বল।

বিপিন। দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নয় তো?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন, ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সেদিন যে মহিলাটিকে দেখ্‌লুম, তিনি—

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সঙ্কোচ ক'র্‌বেন না বিপিন বাবু—তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চ্চা ক'রে থাকেন তবে তা'তে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না—আমরাও ঠিক ঐ কাজ ক'রে থাকি!

বিপিন। অবলাকান্ত বাবু বুঝি—

রসিক। তাঁর কথা ব'ল্‌বেন না—তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি—

রসিক। হাঁ তাই বটে! তবে হ'য়েছে কি, তিনি নৃপবালা নীরবালা দু'জনের কা'কে যে বেশী ভালোবাসেন স্থির ক'রে উঠ্‌তে পারেন না—তিনি দু'জনের মধ্যে সর্ব্বদাই দোলায়মান!

বিপিন। কিন্তু তাঁদের কেউ কি ওঁর প্রতি—

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে ওঁকে বিবাহ ক'র্‌তে পারেন। সে হ'লে তো কোনো গোলই ছিল না!

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্ত বাবু কিছু—

রসিক। কিছু যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভালোবাসেন?

রসিক। বাসেন বটে,—আপনার পকেটের মধ্যেই তো তা'র সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে—

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না ক'র্‌লে আমরা কেউ-না-কেউ ক'র্‌তেম।

বিপিন। আপনারা ক'র্‌লে তিনি মার্জ্জনা ক'র্‌তেন, কিন্তু

আমি—বাস্তবিক অন্যায় হ'য়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিলেও তো——

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব—

রসিক। যাঁহাতক বায়ান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষটুকু হ'য়েছে রক্ষণে না হয় তা'তে আরেকটু যোগ হ'লো।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু ব'লেছেন?

রসিক। ব'লেছেন অল্পই, কিন্তু না ব'লেছেন অনেকটা।

বিপিন। কী রকম?

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হ'য়ে উঠ্‌লেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারি।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ ক'রে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় উষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল ক'র্‌বেন না রসিক বাবু!

রসিক। দলে টান্‌চি মশায়!

বিপিন। (খাতা পুনর্ব্বার পকেটে পুরিয়া) ইংরাজিতে বলে দোষ করা মানবের ধর্ম্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হ'লে মানব ধর্ম্ম পালনটাই সাব্যস্ত ক'র্‌লেন!

বিপিন। দেবীর ধর্ম্মে যা বলে তিনি তাই ক'র্‌বেন!

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবুর সহিত দেখা হ'লো না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সন্ন্যাসী ক'র্‌তে চাও না কি?

শ্রীশ। যাহোক্ অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে ব'লে আস্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে আসিগে।

রসিক। (জনান্তিকে) পুনর্ব্বার কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুঝি? মানব ধর্ম্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধ'রেচে!

[বিপিনের প্রস্থান।

শ্রীশ। রসিক বাবু, আপনাব কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে।

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হ'য়েছে, বুদ্ধি না হ'তেও পারে:

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সেদিন যে দু'টি মহিলাকে দেখেছিলেম, তাঁদের দু-জনকেই আমাব সুন্দরী ব'লে বোধ হ'লো।

বসিক। আপনার বোধশক্তিব দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই তো ঐ এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা কবি তাহ'লে কি—

বসিক। তাহ'লে আমি খুসি হবো, আপনারও সেটা ভালো লাগ্‌তে পারে, এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লী যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে—

রসিক। তা'তে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লীরই অনিদ্রা রোগ জন্মাতে পারে, কিন্তু তা'তে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ তো তাই বোধ হ'চ্চে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি ব'ল্‌তে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্‌টি?

রসিক। আপনিই আন্দাজ ক'রে বলুন দেখি।

শ্রীশ। যাঁর সেই লাল রঙের রেশমের শাড়ী পরা ছিল?

রসিক। ব'লে যান্।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ ক'র্‌ছিলেন—তাই মুহূর্ত্তকালের জন্য হঠাৎ ত্রস্ত হরিণীর মতো থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলেন, সাম্‌নের দুই এক গুচ্ছ চুল প্রায় চোখের উপরে এসে প'ড়েছিল—চাবির-গোছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধ'রে যখন দ্রুতবেগে চ'লে গেলেন তখন তাঁর পিঠ-ভরা কালোচুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো ছুটে নৃত্য ক'রে চ'লে গেলো।

রসিক। এ তো নৃপবালাই বটে! পা দু-খানি লজ্জিত, হাতখানি কুণ্ঠিত, চোখ দু'টি ত্রস্ত, চুলগুলি কুঞ্চিত,—দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখ্‌তে পান নি—সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকোনো মধুটুকুর মতো মধুর, শিশির-টুকুর মতো করুণ।

শ্রীশ। রসিক বাবু আপনার মধ্যে এতো যে কবিত্বরস সঞ্চিত হ'য়ে র'য়েছে তা'র উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক। ধরা প'ড়েছি শ্রীশ বাবু—

"কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীং
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতর শৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্‌ভির্বিদধতি সভারঞ্জনময়ীং।"

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণ-লেখা যে তুমি, তোমাকে যারা লেশমাত্র ভজনা করে তা'রাই গভীর বাক্যদ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণ লীলালহরী প্রকাশ ক'র্‌তে পারে। আমি সেই কবিচিত্ত-কমলবনের কিরণ-লেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অল্পদিন হ'লো একটু পরিচয় পেয়েছি, তা'র পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হ'য়ে এসেছে।

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দু'টি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখ্‌চি। একটি তো গিয়ে চোরের মতো আমার ঘরের মধ্যে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছিলেন—ধরা প'ড়ে ভালো রকম জবাবদিহি ক'র্‌তে পার্‌লে না—শেষকালে আমাকে নিয়ে প'ড়্‌লো। তা'র খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উল্টেপাল্টে নিরীক্ষণ ক'র্‌চে। তফাৎ থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মতো ক'রে চিঠিখানি যে লিখ্‌বো এরা তা আর দিলে না। আহা চমৎকার জ্যোৎস্না হ'য়েছে!

শ্রীশ। এই যে অক্ষয় বাবু!

অক্ষয়। ঐরে! একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর একটা ডাকাত পথের ধারে? হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত ক'র্‌চে তা'রা মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা হ'লে আমার কোনো খেদ ছিল না—মনের মতো ধ্যানভঙ্গও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই—কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশী হ'য়ে বেরসিক হ'য়ে উঠেছে!

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। এই যে অক্ষয় বাবু, আপনাকেই খুঁজ্‌ছিলুম।

অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ ক'রে বেড়াবার জন্যই হ'য়েছিল?

In such a night as this,
When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise, in such a night
Troilus methinks mounted the Troyan walls,
And sighed his soul toward to Grecian tents,
Where Cressid lay that night.

শ্রীশ। In such a night আপনি কী ক'র্‌তে বেরিয়েছেন অক্ষয় বাবু?

রসিক। "অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা!"
"চক্ষু পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে;
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে!"

অক্ষয় বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায়!

অক্ষয়। তুমি কে হে?

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র—দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় ক'রে যৌবন-সাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ-বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিক দাদা।

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা তো জানিনে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশ বাবু আপনার কী রকম বোধ হ'চ্চে।

শ্রীশ। এখনো সম্পূর্ণ বোধ ক'র্‌তে পারি নি।

রসিক। আমার মতো পরিণত বয়সের জন্তে অপেক্ষা ক'র্‌চেন বুঝি? অক্ষয় দা, আজ তোমাকে বড়ো অন্যমনস্ক দেখাচ্চে।

অক্ষয়। তুমি তো অন্যমনস্ক দেখ্‌বেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই।—বিপিন বাবু, তুমি আমাকে খুঁজ্‌ছিলে বল্‌লে বটে, কিন্তু খুব যে জরুর দরকার আছে ব'লে বোধ হ'চ্চে না, অতএব আমি এখন বিদায় হই, একটু বিশেষ কাজ আছে।

[অক্ষয়ের প্রস্থান।

রসিক। বিরহী চিঠি লিখ্‌তে চ'ল্‌লো।

শ্রীশ। অক্ষয় বাবু আছেন বেশ। রসিক বাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড়ো বোন? তাঁর নাম?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কী নাম ব'ল্‌লেন?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়ো?

রসিক। হাঁ।

বিপিন। সব ছোটটির নাম?

রসিক। নীরবালা।

শ্রীশ। আর নৃপবালা কোন্‌টি?

রসিক। তিনি নীরবালার বড়ো।

শ্রীশ। তা-হ'লে নৃপবালাই হ'লেন মেজো।

বিপিন। আর নীরবালা ছোটো।

শ্রীশ। পুরবালার ছোটো নৃপবালা।

বিপিন। তাঁর ছোটো হ'চ্চেন নীরবালা।

রসিক। (স্বগত) এরা তো নাম জপ করতে সুরু ক'র্‌লে। আমার মুস্কিল। আর তো হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক্‌।

বনমালীর প্রবেশ

বন। এই যে আপনারা এখানে! আমি আপনাদের বাড়ী গিয়েছিলুম।

শ্রীশ। এইবার আপনি এখানে থাকুন আমরা বাড়ী যাই।

বন। আপনারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত দেখ্‌তে পাই।

বিপিন। তা, আপনাকে দেখ্‌লে একটু বিশেষ ব্যস্ত হ'য়েই পড়ি।

বন। পাঁচ মিনিট যদি দাঁড়ান।

শ্রীশ। রসিক বাবু, একটু ঠাণ্ডা বোধ হ'চ্চে না?

রসিক। আপনাদের এতক্ষণে বোধ হ'লো, আমার অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হ'চ্চে।

বন। চলুন না, ঘরেই চলুন না!

শ্রীশ। মশায় এতো রাত্রে যদি আমার ঘরে ঢোকেন তা-হ'লে কিন্তু—

বন। যে আজ্ঞে, আপনারা কিছু ব্যস্ত আছেন দেখ্‌ছি, তা-হ'লে আর এক সময় হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। অক্ষয়ের বাসা

রসিকদাদা ও শৈলবালা

রসিক। ভাই শৈল!

শৈল। কী রসিক দাদা!

রসিক। এ কি আমার কাজ? মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন—আর আমি বৃদ্ধ—

শৈল। তুমি তো বৃদ্ধ, তেম্নি যুবক দু-টিও তো যুগল মহাদেব নন্!

রসিক। তা নন্, আমি বেশ ঠাহর ক'রেই দেখেছি! সেই জন্যেই তো নির্ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু তাদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত রসালাপ করবার মতো উত্তাপ আমার শরীরে তো নেই!

শৈল। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চার ক'রে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্য্যের তাপে প্রফুল্ল হ'য়ে ওঠে, মরাকাঠ তা'তেই ফেটে যায়, যৌবনের উত্তাপ বুড়োমানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈল। কই তোমাকে দেখে ফেটে যাবে ব'লে তো বোধ হ'চ্চে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখ্‌লে বুঝতে পারতিস্ ভাই!

শৈল। কী বলো রসিক দা! তোমারি তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কী ক'র্‌বে ?

রসিক। 'শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিম্'। যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হু হুঃ শব্দে জ্ব'লে উঠে—সেই জন্মই তো 'বৃদ্ধস্য তরুণীভার্য্যা' বিপত্তির কারণ! কী আর ব'ল্‌বো ভাই।

নীরবালার প্রবেশ

রসিক। 'আগচ্ছ বরদে দেবি!' কিন্তু বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানিনে, তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত ক'রে ম'র্‌চি। শিব তো কিছুই ক'রচেন না তবু তোমাদের পূজো পাচ্চেন, আর এই যে বুড়ো খেটে ম'র্‌চে এ কি কিছুই পাবে না ?

নীরবালা। শিব পান ফুল, তুমি পাবে তা'র ফল—তোমাকেই বরমাল্য দেবো রসিক দাদা!

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে, সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়—আমাকেও নির্ভয়ে বরমাল্য দিতে পারিস্, যখনি দরকার হবে তখনি ফিরে পাবি—তা'র চেয়ে ভাই আমাকে একটা গলাবন্ধ বুনে দিস্, বরমাল্যের চেয়ে সেটা বুড়োমানুষের কাজে লাগ্‌বে।

নীর। তা দেবো—একজোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি সে-ও শ্রীচরণেষু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে! কিন্তু নীরু আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট—আপাদমস্তক নাই হ'লো, সে-জন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তাঁরি জন্যে রেখে দে।

নীর। আচ্ছা, তোমার বক্তৃতাও তুমি রেখে দাও।

রসিক। দেখেছিস্ ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে—লক্ষণ খারাপ।

শৈল। নীরু তুই ক'র্‌চিস্ কী? আবার এ-ঘরে এসেছিস্? আজ যে এখানে আমাদের সভা বস্‌বে—এখনি কে এসে প'ড়্‌বে, বিপদে প'ড়্‌বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও একবার পেয়েছে, এখন বারবার বিপদে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্ ক'রে বেড়াচ্চে।

নীর। দেখো রসিক দাদা, তুমি যদি আমাকে বিরক্ত করো তাহ'লে গলাবন্ধ পাবে না ব'ল্‌চি। দেখো দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ঐ রকম ক'রে হাসো, তাহ'লে ওঁর আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যাবে।

রসিক। দেখেছিস্ ভাই শৈল, নীরু আজ কাল ঠাট্টাও সইতে পারচে না, মন এতো দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছে! নীরু দিদি, কোনো কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু ব'লে ঠেকে এই রকম শাস্ত্রে আছে, তোর রসিক দাদার ঠাট্টাকেও কি তোর আজকাল কুহুতান ব'লে ভ্রম হ'তে লাগ্‌লো?

নীর। সেই জন্যেই তো তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্চি—তানটা যদি একটু কমে।

শৈল। নীরু আর ঝগড়া করিস্‌নে—আয় এখনি সবাই এসে প'ড়বে।

[নীর ও শৈলের প্রস্থান।

পূর্ণর প্রবেশ

রসিক। আসুন পূর্ণ বাবু!

পূর্ণ। এখনো আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বুঝি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হ'য়ে প'ড়েছেন। আরো সকলে আস্‌বেন পূর্ণ বাবু।

পূর্ণ। হতাশ কেন হবো রসিক বাবু!

রসিক। তা কেমন ক'রে বল্‌বো বলুন? কিন্তু ঘরে যেই ঢুকলেন আপনার দু-টি চক্ষু দেখে বোধ হ'লো তারা যাকে ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্চে সে-ব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষুতত্ত্বে আপনার এতদূর অধিকার হ'লো কী ক'রে?

রসিক। আমার পানে কেউ কোনো দিন তাকায় নি পূর্ণ বাবু, তাই এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত পরের চক্ষু পর্য্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মতো শুভাদৃষ্ট হ'লে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না ক'রে অনেক দৃষ্টিলাভ ক'র্‌তে পার্‌তুম্‌। কিন্তু যাই বলুন পূর্ণ বাবু, চোখ দু-টির মতো এমন আশ্চর্য্য সৃষ্টি আর কিছু হয় নি—শরীরে মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক ব'লেছেন রসিক বাবু! ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিম্বা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ঐ দু-টি চোখে।

রসিক। "নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ং
　　　অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলং—"

বুঝেছেন পূর্ণ বাবু।

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝ্‌বার ইচ্ছা আছে।

রসিক। "আনতাঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার নয়ন যুগল
　　　না দেখিয়ে পরস্পরে তাই কি বিরহভরে হ'য়েছে চঞ্চল?"

পূর্ণ। না রসিক বাবু, ও ঠিক হ'লো না! ও কেবল বাক্‌চাতুরী! দু-টো চোখ পরস্পরকে দেখ্‌তে চায় না।

রসিক। অন্য দু-টো চোখকে দেখ্‌তে চায় তো? সেই রকম অর্থ করেই নিন্ না! শেষ দু'টো ছত্র বদ্‌লে দেওয়া যাক্—

"প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?"

পূর্ণ। চমৎকার হ'য়েছে রসিক বাবু!

"প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?"

অথচ সে বেচারা বন্দী—খঁচার পাখীর মতো কেবল এপাশে ওপাশে ছট্‌ফট্ করে—প্রিয়চক্ষু যেখানে, সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না।

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কী রকম নিদারুণ তাও শাস্ত্রে লিখেচে—

"হত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি॥'

"বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি' গৃহপানে,—
জনমে অনুশোচনা;—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা!"

পূর্ণ। রসিক বাবু বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তা'র কারণ, কাব্যে ফিরে চাবার কোনো অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ঐ রকম ছন্দে তৈরি হ'তো তা হ'লে এখানেও ফিরে ফিরে চাইতো পূর্ণ বাবু—এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না।

পূর্ণ। (সনিঃশ্বাসে) বড়ো বিশ্রী জায়গা রসিক বাবু! কিন্তু ওটা আপনি বেশ ব'লেচেন—"প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল ?"

রসিক। আহা পূর্ণ বাবু, নয়নের কথা যদি উঠলো ও আর শেষ ক'র্‌তে ইচ্ছা করে না—

"লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ ?"

"হরিণগর্ব্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না, সরলে!
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ
কী কাজ লেপিয়া গরলে ?"

পূর্ণ। থামুন্ রসিক বাবু! ঐ বুঝি কা'রা আস্‌চেন!

চন্দ্র বাবু ও নির্ম্মলার প্রবেশ

চন্দ্র। এই যে অক্ষয় বাবু!

রসিক। আমার সঙ্গে অক্ষয় বাবুর সাদৃশ্য আছে শুন্‌লে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

চন্দ্র। মাপ ক'র্‌বেন—রসিক বাবু—হঠাৎ ভ্রম হ'য়েছিল।

রসিক। মাপ কর্‌বার কী কারণ ঘটেছে মশায়! আমাকে অক্ষয় বাবু ভ্রম ক'রে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন। পূর্ণ বাবুতে আমাতে এতক্ষণে বিজ্ঞানচর্চ্চা ক'র্‌ছিলুম চন্দ্র বাবু।

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভায় আমরা মাসে একদিন ক'রে বিজ্ঞান আলোচনার জন্যে স্থির ক'র্‌বো মনে ক'র্‌ছিলুম। আজ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চ'ল্‌ছিলো পূর্ণ বাবু?

পূর্ণ। না, সে কিছুই না চন্দ্র বাবু।

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিলো।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারি শক্ত রসিক বাবু।

রসিক। শক্ত বৈ কি! পূর্ণ বাবুরও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিষের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্টো হ'য়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন ক'রে আমরা সোজাভাবে দেখি, সে-সম্বন্ধে কোনো মতই আমার সন্তোষজনক ব'লে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন ক'রে? সোজা দেখা বাঁকা দেখা এই সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। বিষয়টা বড়ো সঙ্কটময়।

চন্দ্র। নির্ম্মলার সঙ্গে রসিক বাবুর পরিচয় হয় নি? ইনিই আমাদের কুমার সভার প্রথম স্ত্রীসভ্য।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধি বিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান ক'র্‌তে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রসিক। একই কথা চন্দ্র বাবু। শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্ভূতা হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না! কী বলেন পূর্ণ বাবু?

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ

শৈল। মাপ ক'র্‌বেন চন্দ্র বাবু, আমার কি আস্‌তে দেরি হ'য়েছে?

চন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) না এখনো সময় হয় নি। অবলাকান্ত বাবু, আমার ভাগ্নী নির্ম্মলা আজ আমাদের সভার সভ্য হ'য়েছেন।

শৈল। (নির্ম্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন পুরুষেরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যেই বিশেষ ক'রে বদ্ধ ক'রে রাখ্‌তে চায়—চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্য দান ক'রেছেন তা'তে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নির্ম্মলা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই! আমি যদি আপনাদের সভার কোনো উপকার ক'র্‌তে পারি তা'তে তাঁরই সেবা হবে।

শৈল। আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্র বাবুকে ভালো ক'রে জান্‌বার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য!

নির্ম্মলা। আমি ওঁকে জান্‌বো না তো কে জান্‌বে?

শৈল। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটোকে বড়ো ক'রে তোলে বটে, তেম্‌নি বড়োকেও ছোটো ক'রে আনে। চন্দ্র বাবুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তা'তে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্ম্মলা। কিন্তু আমার মামাকে যথার্থরূপে জানা খুব সহজ, ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে!

শৈল। দেখুন সেই জন্যেই তো ওঁকে ঠিক মতো জানা শক্ত। দুর্য্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল ব'লে দেখ্‌তেই পাননি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে বুঝ্‌তে পারে? তা'কে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্ম্মলা। আপনি ঠিক কথা ব'লেছেন। বাইরের লোকে আমার

মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এতোদিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হ'চ্চে সে কী ব'ল্‌বো!

শৈল। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেই রকম আনন্দ দিচ্চে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্ত বাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলেম সেটা প'ড়েছো?

শৈল। প'ড়েছি এবং তা'র থেকে সমস্ত নোট্ ক'রে আপনার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারি উপকার হবে,—আমি বড়ো খুসী হলুম অবলা-কান্ত বাবু। পূর্ণ নিজে আমার কাছে ঐ বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর শরীর ভালো ছিল না ব'লে কিছুই ক'রে উঠ্‌তে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে?

শৈল। এনে দিচ্চি।

[শৈলর প্রস্থান।

রসিক। পূর্ণ বাবু, আপনাকে কেমন ম্লান দেখ্‌ছি,অসুখ ক'রেচে কি?

পূর্ণ। না, কিছুই না। রসিক বাবু, যিনি গেলেন, এঁরই নাম অবলাকান্ত?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো ঠেক্‌ছে না।

রসিক। অল্প বয়স কি না সেই জন্যে—

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কী-রকম আচরণ করা উচিত সে-শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য ক'বে দেখেছি মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার ক'র্‌তে জানেন না—কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব। ওটা হয় তো অল্প বয়সেব ধর্ম্ম।

পূর্ণ। আমাদেবও তো বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা তো—

বসিক। তা তো দেখ্‌চি, আপনি খুব দূবে দূবেই থাকেন, কিন্তু উনি হয় তো সেটাকে ঠিক ভদ্রতা ব'লেই গ্রহণ কবেন না। ওঁব হয় তো ভ্রম হ'চ্চে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য কবেন।

পূর্ণ। বলেন কি বসিক বাবু? কী ক'র্‌বো বলুন তো? আমি তো ভেবেই পাইনে, কী কথা বল্‌বার জন্যে আমি ওঁব কাছে অগ্রসব হ'তে পাবি।

রসিক। ভাবৃতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসব হবেন, তা'ব পরে কথা আপ্‌নি বেবিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিক বাবু, আমাব একটা কথাও বেরয় না। কী বল্‌বো আপনিই বলুন না।

রসিক। এমন কোনো কথাই ব'ল্‌বেন না যা'তে জগতে যুগান্তব উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কী বকম গবম প'ড়েছে।

পূর্ণ। তিনি যদি বলেন হাঁ গবম প'ড়েছে, তা'র পবে কী বল্‌বো?

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। (চন্দ্র বাবু ও নির্ম্মলাকে নমস্কাব করিয়া নির্ম্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়িব চেয়ে এগিয়ে চ'ল্‌চে—এই দেখুন এখনো সাড়ে ছ-টা বাজে নি!

নির্ম্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন, সেই জন্যে সভা

বস্‌বার পূর্ব্বেই এসেছি—প্রথম সভ্য হবার সঙ্কোচ ভাঙ্‌তে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু আপনার কাছে নিবেদন এই যে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ ক'রে চ'ল্‌বেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন—লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ সভ্যগুলিকে অনুগ্রহ ক'রে দেখ্‌বেন শুন্‌বেন এবং হুকুম ক'রে চালাবেন।

রসিক। যান্ পূর্ণ বাবু, আপ্‌নিও একটা কথা বলুন গে।

পূর্ণ। কী বল্‌ব?

নির্ম্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতোই অচল ব'লে মনে করেন?

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কী আছে কিন্তু আগুন তো লোহাকে চালাচ্চে—আমাদের মতো ভারী জিনিষগুলোকে চলনসই ক'রে তুল্‌তে আপনাদের মতো দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুন্‌চেন তো পূর্ণ বাবু?

পূর্ণ। আমি কী ব'ল্‌বো বলুন না!

রসিক। বলুন, লোহাকে চালাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই!

বিপিন। কি পূর্ণ বাবু, রসিক বাবুর সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। অনেকক্ষণ এসেছেন না কি?

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝামাঝি একেবারে থপ্ ক'রে থেমে গেলো।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই যে পূর্ণ বাবু, গেলবারে আপনার শরীর খারাপ ছিল—এবারে বেশ ভালো বোধ হ'চ্চে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতোদিন কুমার সভার যে কী একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুঝ্‌তে পেরেছি,—সোনার মুকুটের মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল—আজ সেইটি বসানো হয়েছে। কী বলেন পূর্ণ বাবু!

পূর্ণ। আপনাদের মতো এমন রচনাশক্তি আমার নেই—আমি এতো বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারিনে—বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হ'লেম পূর্ণ বাবু—আশা করি ক্রমে উন্নতি লাভ ক'র্‌তে পার্‌বেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীর পুরুষে যুদ্ধ চলুক, এখন আসুন রসিক বাবু, আপনার সঙ্গে দুই একটা কথা আছে।—দেখুন—সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোনো কথা উঠেছিল?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম্ম আর ক্ষমা করা দেবীর—সে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলেছিলেম—

বিপিন। তা'তে কী ব'ল্‌লেন?

রসিক। কিছু না ব'লে বিদ্যুতের মতো চ'লে গেলেন।

বিপিন। চ'লে গেলেন?

রসিক। কিন্তু সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জ্জন?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে?

রসিক। এক প্রান্তে কিংবা অন্য প্রান্তে একটু হয় তো বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ!

রসিক। কী জানি মশায়! অর্থও থাকৃতে পারে অনর্থও থাকৃতে পারে!

বিপিন। রসিক বাবু, আপনি কী বলেন আমি কিছু বুঝ্‌তে পারিনে।

রসিক। কী ক'রে বুঝ্‌বেন—ভারি শক্ত কথা!

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কী কথা শক্ত মশায়?

রসিক। এই বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের কথা!

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তা'র চেয়ে শক্ত কথা যদি শুন্‌তে চাও তা হ'লে পূর্ণর কাছে যাও।

বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমাব খুব বেশী সখ নেই ভাই।

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশী দুরূহ—সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠাণ্ডা ক'রে এসোগে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ রসিক বাবুর সঙ্গে বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের আলোচনা ক'রে নিই।

[বিপিনের প্রস্থান।

রসিক বাবু, ঐ যে সেদিন আপনি যাঁর নাম নৃপবালা বল্‌লেন, তিনি—তিনি—তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত ক'রে কিছু বলুন। সেদিন

চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটি স্নিগ্ধভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই থামাতে পারছিনে।

রসিক। বিস্তারিত ক'রে ব'ললে কৌতূহল আরো বেড়ে যাবে। এ-রকম কৌতূহল "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"। আমি তো তাঁকে এতকাল ধ'রে জেনে আসছি, কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে "ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি।"

শ্রীশ। আচ্ছা তিনি—আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা ক'রছি—

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারছি।

শ্রীশ। তা তিনি—কী আর প্রশ্ন ক'রবো? তাঁর সম্বন্ধে যা-হয়-কিছু বলুন না—কাল কী বললেন, আজ সকালে কী ক'রলেন, যতো সামান্য হোক্ আপনি বলুন আমি শুনি।

রসিক। (শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড়ো খুসি হ'লুম শ্রীশ বাবু, আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন—আপনি তাঁকে কেবল চকিতের মধ্যে দেখে এটুকু কী ক'রে ধ'রতে পারলেন যে তাঁর সম্বন্ধে তুচ্ছ কিছুই নেই তিনি যদি বলেন, রসিক দা, ঐ কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উস্কে দাও তো, আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম—আদি-কবির প্রথম অনুষ্টুপ্ ছন্দের মতো। কী ব'লবো শ্রীশ বাবু, আপনি শুনলে হয় তো হাসবেন, সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে সুতো পরাচ্চেন, কোলের উপর বালিশের ওয়াড় প'ড়ে র'য়েছে, আমার মনে হ'লো এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কতোবার কতো দরজির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখন মুখ তুলে দেখিনি কিন্তু—

শ্রীশ। আচ্ছা রসিক বাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন?

শৈলের প্রবেশ

শৈল। রসিকদার সঙ্গে কী পরামর্শ ক'র্‌চেন?

রসিক। কিছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চ'ল্‌চে, যতো দূর তুচ্ছ হ'তে পারে!

চন্দ্র। সভা অধিবেশনের সময় হ'য়েছে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণ বাবু, কৃষিবিদ্যালয়-সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উথাপন ক'র্‌বে বলেছিলে সেটা আরম্ভ করো।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ—আজ—(কাশি)

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা—

পূর্ণ। আজ এই সভা—

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য্য ও গৌরব লাভ করিয়াছে—

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহার জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদুস্বরে) ব'লে যান পূর্ণ বাবু!

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কী পূর্ণ বাবু, ব'লে যান।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য্য এবং গৌরব—(কাশি) যে নূতন সৌন্দর্য্য (পুনরায় কাশি) অভিনন্দন—

রসিক। (উঠিয়া)—সভাপতি মহাশয়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণ বাবু সকল সভ্যের পূর্ব্বেই সভায় উপস্থিত হ'য়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সম্বরণ ক'র্‌তে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখ্‌বার জন্যে পাখী প্রত্যুষেই নীড় পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়েছে—কিন্তু দেহ রুগ্ন তাই পূর্ণ হৃদয়ের আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত কর্‌বার শক্তি নেই—অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিষ্কৃতি দান ক'র্‌তে হবে। এবং আজ নব প্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান ক'রতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ-ভক্তের হ'য়ে আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণ বাবু, আজ বরঞ্চ আমাদের সভাব কার্য্য বন্ধ থাকে সে-ও ভালো, তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন ক'র্‌তে দিতে পারিনে। সভাপতি মশায়, ক্ষমা ক'র্‌বেন, এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান ক'র্‌তে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম্ম।

চন্দ্র। আমি জানি, কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভালো নেই, এ-অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেশ দিতে পারি না। বিশেষতঃ অবলাকান্ত বাবু ঘরে ব'সে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেকদূর অগ্রসর ক'রে দিয়েছেন। এ-পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষিসম্বন্ধে গবর্মেণ্ট থেকে যতগুলি রিপোর্ট বাহির হ'য়েছে সবগুলি আমি ওঁর কাছে দিয়েছিলেম—তা'র থেকে উনি, জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সঙ্কলন ক'রে রেখেছেন—সেইটি অবলম্বন ক'রে উনি সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা

প্রণয়ন ক'র্‌তেও প্রস্তুত হ'য়েছেন। ইনি যেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্য্যে যোগদান ক'রেছেন সে-জন্য ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। বিপিন বাবু য়ুরোপীয় ছাত্রাগার সকলের নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালী সঙ্কলনের ভার নিয়েছিলেন, এবং শ্রীশ বাবু স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লণ্ডন নগরে কতো বিচিত্র লোক-হিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে তার তালিকা সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনায় প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলেন, বোধ হয় এখনো তা সমাধা ক'রতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি—সকলেই জানেন, আমাদের দেশের গোরুর গাড়ী এমন ভাবে নির্ম্মিত যে তা'র পিছনে ভার প'ড়্‌লেই উঠে পড়ে এবং গোরুর গলায় ফাঁস লেগে যায় আবার কোনো কারণে গোরু যদি প'ড়ে যায় তবে বোঝাই সুদ্ধ গাড়ী তা'র ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে—এরই প্রতিকার কর্‌বার জন্যে আমি উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি—কৃতকার্য্য হবো ব'লে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ ক'রে থাকি—আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই—আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার ক'র্‌তে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান-পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রেছি—গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝানো নিতান্ত কঠিন ব'লে বোধ হয় না। এ-সম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েৎ কর্‌বার চেষ্টায় আছি। শ্রীমতী নির্ম্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগিচর্য্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার মহাশয়ের কাছ থেকে

নিয়মিত উপদেশ লাভ ক'র্ছেন—ভদ্র লোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত কর্‌বার জন্যে তিনি দুই একটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হ'য়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমার-সভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফলতা লাভ ক'র্‌তে থাক্‌বে এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ তো আমি আরম্ভও করিনি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু ক'র্‌তে হবে।

বিপিন। আমাকেও ক'র্‌তে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না ক'র্‌লে চ'ল্‌চে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাব্‌চি।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্ত বাবুকে ধন্য ব'ল্‌তে হবে—উনি যে কখন আপনার কাজটি ক'রে যাচ্চেন কিছু বোঝ্‌বার জো নেই।

বিপিন। তাই তো বড়ো আশ্চর্য্য! অথচ মনে হয় যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা ক'রে আসিগে। (শৈলের নিকট গমন)

পূর্ণ। রসিক বাবু আপনাকে কী ব'লে ধন্যবাদ জানাবো ?

রসিক। কিছু ব'ল্‌বেন না, আমি এম্‌নি বুঝে নেবো। কিন্তু সকলে আমার মতো নয় পূর্ণ বাবু—আন্দাজে বুঝবে না, বলা কওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিক বাবু—আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ

ক'র্‌তেও সঙ্কোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কী ক'র্‌তে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা-হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ ক'রে দিন্ না।

পূর্ণ। ঐ দেখুন না, অবলাকান্ত বাবু আবার ওঁর কাছে গিয়ে ব'সেচেন—

রসিক। তা হোক্ না, তিনি তো ওঁকে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে তো ব্যূহের মতো ভেদ ক'রে যেতে হবে না! আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান না!

পূর্ণ। আচ্ছা আমি দেখি।

শৈল। (নির্ম্মলার প্রতি) আমাকে এতো ক'রে ব'ল্‌বেন না—আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কাজ ক'রেচেন।—কিন্তু বেচারা পূর্ণ বাবুর জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। আপনি আস্‌বেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ ক'রে এসেছিলেন—অথচ সেটা ব্যক্ত ক'র্‌তে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হ'য়ে পড়েছেন। আপনি যদি ওঁকে—

নির্ম্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক্ ক'রে দেখ্‌চেন ব'লে আমি বড়ো সঙ্কোচ বোধ কর্‌চি,—আমাকে সভ্য ব'লে আপনাদের মধ্যে গণ্য ক'র্‌বেন, মহিলা ব'লে স্বতন্ত্র ক'র্‌বেন না।

শৈল। আপনি যে মহিলা হ'য়ে জন্মেছেন সে সুবিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়্‌তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হ'য়ে গেলে যতো কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হ'লে তা'র চেয়ে বেশী কাজ হবে।

যে লোক গুণের দ্বারা নৌকাকে অগ্রসর ক'রে দেবে তা'কে নৌকা থেকে কতকটা দূরে থাকতে হয়। চন্দ্র বাবু আমাদের নৌকার হাল ধ'রে আছেন তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন। আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ ক'রতে হবে সুতরাং আপনাকে পৃথক্ থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ির দলে ব'সে গেছি।

নির্ম্মলা। আপনাকেও কর্ম্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক্ বোধ হয়। এক দিন মাত্র দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'চ্ছে এ সভার মধ্যে আপনি আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈল। সে-তো আমার সৌভাগ্য! এই যে আসুন পূর্ণ বাবু! আমরা আপনার কথাই বল্‌ছিলাম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বল্‌বার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা ঠিক হয়েছে—পুরাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যেই নূতনের প্রয়োজন।

শৈল। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা সে বিচার পরে হবে। কিন্তু আমার সেই রুমালটি? সেটি হরণ ক'রে আমার পরকাল খুইয়েছি আবার রুমালটিও খোয়াতে পারি নে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেশমের রুমাল এনেছি, এই বদল ক'রে নিতে হবে! এ যে তা'র উচিত মূল্য তা ব'লতে পারিনে—তা'র উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন জাপান উজাড় ক'রে দিতে হয়।

শৈল। মশায়, এ-ছলনাটুকু বোঝ্‌বার মতো বুদ্ধি বিধাতা আমাকে

দিয়েছেন। এ উপহার আমার জন্যে আসেও নি—যাঁর রুমাল হরণ ক'রেছেন আমাকে উপলক্ষ্য ক'রে এগুলি—

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু, ভগবান্ বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়েছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হ'চ্চে—হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্কটুকু একেবারে দূর হয়!

শৈল। আচ্ছা আমি দয়ার পরিচয় দিচ্চি—কিন্তু আপনি সভার জন্য যে প্রবন্ধ লিখ্‌তে প্রতিশ্রুত, সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেবো—রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পার্‌বো—তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান ক'র্‌তে থাক্‌বো।

বিপিন। (ঘরের অন্যত্র) বুঝেছেন রসিক বাবু আমি তাঁর গানের নির্ব্বাচন চাতুরী দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি। গান যে তৈরী ক'রেছে তার কবিত্ব থাক্‌তে পারে, কিন্তু এই গানের নির্ব্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তা'র মধ্যে ভারি একটি সৌকুমার্য্য আছে।

রসিক। ঠিক ব'লেছেন—নির্ব্বাচনের ক্ষমতাই ক্ষমতা! লতায় ফুল তো আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে, নৈপুণ্য এবং সুরুচি তো তারি!

বিপিন। আপনার ও-গানটা মনে আছে?

"তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়!
নবীন তরী নতুন চলে,
দিইনি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তা'রে খেলার ছলে কিনার কিনারায়!
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়!

ভেসেছিলো স্রোতের ভরে
একা ছিলাম কর্ণ ধ'রে
লেগেছিলো পালের পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিলোনা গগন-কোণে ;
লাগ্‌বে তরী কুসুম বনে, ছিলেম সে আশায়!
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়!"

রসিক। যাক্ ডুবে, কী বলেন বিপিন বাবু!

বিপিন। যাক্‌গে! কিন্তু কোথায় ডুবলো তা'র একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিক বাবু এ গানটা তিনি কেন খাতায় লিখে রাখ্‌লেন?

রসিক। স্ত্রী-হৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এই রকম একটা প্রবাদ আছে, রসিক বাবু তো তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্র বাবুর কাছে একবার যাও! বাস্তবিক, আমাদের কর্ত্তব্যে আমরা ঢিল দিয়েছি—ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা ক'র্‌লে উনি খুসি হবেন।

বিপিন। আচ্ছা। (প্রস্থান)

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই যে শেলাইয়ের কথা বল্‌ছিলেন—উনি বুঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহ-কর্ম্ম করেন?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বুঝি সেদিন গিয়ে দেখ্‌লেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো প'ড়ে রয়েছে আর তিনি—

রসিক। মাথা নীচু ক'রে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। তখন স্নান ক'রে এসেছেন বুঝি?

রসিক। বেলা তখন তিন্‌টে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে। তিনি বুঝি তাঁর খাটের উপর ব'সে—

রসিক। না খাটে নয়—বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে—

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে ব'সে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন—

রসিক। হাঁ ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর তো পারা যায় না।

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মতো স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি—পা দু-টি ছড়ানো মাথা নীচু, খোলা চুল মুখের উপর এসে প'ড়েছে—বিকেল বেলার আলো—

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্র বাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান্।

[শ্রীশের প্রস্থান।

রসিক বাবু!

রসিক। (স্বগত) আর কতো ব'ক্‌বো ?

(অন্য প্রান্তে) নির্ম্মলা। (পূর্ণের প্রতি) আপনার শরীর আজ বুঝি তেমন ভালো নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে—হাঁ, একটু ইয়ে হ'য়েছে বটে—বিশেষ কিছু নয়—তবু একটু ইয়ে বই কি—তেমন বেশ—(কাশি) আপনার শরীর বেশ ভালো আছে ?

নির্ম্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি—জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিলুম যে আপনি—আপনি আপনার ইয়ে কী রকম বোধ হয় ঐ যে—মিল্‌টনের আরিয়োপ্যাজিটিকা—ওটা কিনা আমাদের এম্-এ কোর্সে আছে, ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না ?

নির্ম্মলা। আমি ওটা পড়িনি।

পূর্ণ। পড়েন নি? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হ'য়েছে—আপনি—এবারে কী রকম গরম পড়েছে—আমি একবার রসিক বাবু—রসিক বাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। (নির্ম্মলার নিকট হইতে প্রস্থান)

(ঘরের অন্যত্র) বিপিন। রসিক বাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ও-গানটা তিনি বিশেষ কিছু মনে ক'রে লিখেছেন।

রসিক। হ'তেও পারে! আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে! পূর্ব্বে ওটা ভাবিনি।

বিপিন। "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় কোন পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়!"

আচ্ছা রসিক বাবু, এখানে তরী ব'ল্‌তে ঠিক কী বোঝাচ্চে?

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্চে তা'র আর সন্দেহ নেই। তবে ঐ পাথারটা কোথায় আর পাষাণটা কে সেইটেই ভাব্‌বার বিষয়!

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন বাবু, মাপ ক'র্‌বেন— রসিক বাবুর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে—যদি—

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্চি।

[প্রস্থান।

পূর্ণ। আমার মতো নির্ব্বোধ জগতে নেই রসিক বাবু!

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্ব্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান ব'লে জানে—যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরালা পাই যদি আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙে গেলে আজ রাত্রে একটু অবসর ক'র্‌তে পারেন?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে, গোলদিঘীর ধারে—কী বলেন?

রসিক। (স্বগত) কী সর্ব্বনাশ!

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ পূর্ণ বাবু কথা ক'চ্চেন বুঝি। আচ্ছা এখন থাক্। রাত্রে আপনার অবসর হবে রসিক বাবু?

রসিক। তা হ'তে পারে।

শ্রীশ। তা হ'লে কাল্‌কের মতো—কী বলেন? কাল দেখ্‌লেন তো ঘরের চেয়ে পথে জমে ভালো।

রসিক। জমে বৈ কি! (স্বগত) সর্দ্দি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জ'মে যায়।

[শ্রীশের প্রস্থান।

পূর্ণ। আচ্ছা রসিক বাবু, আপনি হ'লে কী ব'লে কথা আরম্ভ ক'র্‌তেন?

রসিক। হয় তো ব'লতুম—সেদিন বেলুন উড়েছিলো আপনাদের বাড়ীর ছাত থেকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন কি?

পূর্ণ। তিনি যদি বল্‌তেন হাঁ—

রসিক। আমি ব'ল্‌তুম, মনকে ওড়্‌বার অধিকার দিয়েছেন ব'লেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি—শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন—

পূর্ণ। বুঝেছি রসিক বাবু— চমৎকার—এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হ'তে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণ বাবুর সঙ্গে কথা হচ্চে? থাক্ তবে আমাদের সেই যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কী বলেন?

রসিক। সেই ভালো।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় বাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে—কী বলেন?

বসিক। খুব আবাম। (স্বগত) কিন্তু বেয়ারামটা তা'র পরে।

শৈল। (নির্ম্মলাব প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা কবেন আমিও ঐ বিষয়টাব আলোচনা ক'বে দেখ্‌বো। ডাক্তাবী আমি অল্প অল্প চর্চ্চা ক'বেছি—বেশী নয়—কিন্তু আমি যোগদান ক'ব্‌লে আপনাব যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

(অন্যত্র) পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সেদিন বেলুন উড়েছিলো আপনি কি ছাদেব উপব থেকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন?

নির্ম্মলা। বেলুন?

পূর্ণ। হাঁ ঐ বেলুন (সকলে নিরুত্তব) বসিক বাবু ব'ল্‌ছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাক্‌বেন—আমাকে মাপ কববেন—আপনাদেব আলোচনায আমি ভঙ্গ দিলুম—আমি অত্যন্ত হতভাগ্য।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। অক্ষয়ের বাসা।

অক্ষয় ও পুরবালা

[পূর্ব্বদিনে পুরবালা তাহার মাতার সহিত কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।]

অক্ষয়। দেবী, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন আছে।

পুরবালা। কী শুনি।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গের কৃশতার তো কোনো লক্ষণ দেখ্‌চিনে।

পুরবালা। শ্রীঅঙ্গ তো কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায়নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা ব'লে জিনিষটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে ম'রেচে?

পুরবালা। তা'র প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখ্‌চি!

অক্ষয়। হ'তে দিলে কই? তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ ক'রে রেখেছিলো—বিরহ যে কা'কে বলে সেটা আর কোনোমতেই বুঝ্‌তে দিলে না।

গান

বিরহে মরিব ব'লে ছিলো মনে পণ।
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ?
ভেবেছিনু অশ্রুজলে, ডুবিব অকূল-তলে
কাহার সে তরী করিল তারণ?

প্রিয়ে, কাশীধামে বুঝি পঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না ?

পুরবালা। তা হ'তে পারে—কিন্তু ক'ল্‌কাতায় তো তাঁর যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে—কোম্পানীর শাসন তিনি মানেন না, আমি তা'র প্রমাণ পেয়েছি।

নৃপ ও নীরর প্রবেশ

নীর। দিদি!

অক্ষয়। এখন দিদি বই আর কথা নেই, অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদ-দহনে উত্তরোত্তর তপ্ত কাঞ্চনের মতো শ্রীধারণ ক'র্‌ছিলেন তখন তোমাদের ক-টিকে সুশীতল ক'রে রেখেছিলো কে ?

নীর। শুন্‌চো দিদি! এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি—কেবল চিঠি লিখেচেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে ক'রে প'ড়েচেন। তুমি এসেছো এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে দেখাবেন যেন—

নৃপ। দিদি, তুমিও তো ভাই এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখোনি ?

পুরবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই ? মাকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাক্‌তে হ'য়েছিলো।

অক্ষয়। যদি ব'ল্‌তে তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম তা হ'লে কি লোকে নিন্দে ক'র্‌তো ?

নীর। তা হ'লে ভগ্নীপতির আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যেতো। মুখুজ্জে

মশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও না। দিদি এতোদিন পরে এসেচেন, আমরা কি ওকে নিয়ে একটু গল্প ক'র্‌তে পাবো না?

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদগ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস্? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মুষলধারাবর্ষণ দ্বারা প্রিয়ার চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জে আনন্দরূপ কিসলয়োদ্‌গম ক'রে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ—

নীর। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব—

শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। এসো এসো—উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হ'লে আমার—

নীর। উত্তম মধ্যম হয় না।

শৈল। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই একটু যা তো, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কী বুঝতে পারচিস্ তো নীরু? হরিনাম কথা নয়।

নীর। আচ্ছা তোমার আর ব'ক্‌তে হবে না!

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান।

শৈল। দিদি, নৃপ নীরর জন্যে যা দু-টি পাত্র তা হ'লে স্থির ক'রেচেন?

পুর। হাঁ, কথা এক রকম ঠিক হ'য়ে গেছে। শুনেছি ছেলে দু'টি মন্দ নয়—তা'রা মেয়ে দেখে পছন্দ ক'র্‌লেই পাকাপাকি হ'য়ে যাবে।

শৈল। যদি পছন্দ না করে?

পুর। তা হ'লে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দু-টির অদৃষ্ট ভালো।

শৈল। নৃপ নীরু যদি পছন্দ না করে?

অক্ষয়। তা হ'লে ওদের রুচির প্রশংসা ক'র্‌বো।

পুর। পছন্দ আবার না ক'র্‌বে কি? তোদের সব বাড়াবাড়ি, স্বয়ম্বরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ কর্‌বার দরকার হয় না—স্বামী হ'লেই তা'কে ভালোবাস্‌তে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্ত্তমান ভগ্নীপতির কী দুর্দ্দশাই হ'তো শৈল?

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগৎ। বাবা অক্ষয়, ছেলে দু-টিকে তা হ'লে তো খবর দিতে হয়। তা'রা তো আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ তো মা, রসিক দাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।

জগৎ। পোড়া কপাল! তোমার রসিক দাদার যে-রকম বুদ্ধি! তিনি কা'কে আন্‌তে কা'কে আন্‌বেন ঠিক নেই!

পুর। তা মা, তুমি কিছু ভেবো না। ছেলে দু-টিকে আন্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

জগৎ। মা পুরী, তুই একটু মনোযোগ না ক'র্‌লে হবে না। আজ-কালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কী রকম ব্যাভার ক'র্‌তে হয় না হয় আমি কিছুই বুঝিনে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরীর হাত-যশ আছে! পুরী তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে! আজকালকার ছেলে কী ক'রে বশ ক'র্‌তে হয় সে বিদ্যে—

পুর। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজকালকার ছেলে?

জগৎ। মা, তোমরা পরামর্শ করো, কায়েত দিদি এসে ব'সে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় ক'রে আসি!

শৈল। মা, তুমি একটু বিবেচনা ক'রে দেখো—ছেলে দুটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখোনি হঠাৎ—

জগৎ। বিবেচনা ক'র্তে ক'র্তে আমার জন্ম শেষ হ'য়ে এলো—আর বিবেচনা ক'র্তে পারিনে—

অক্ষয়। বিবেচনা সময় মতো এর পর ক'র্লেই হবে, এখন কাজটা আগে হ'য়ে যাক্।

জগৎ। বলো তো বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলো তো!

পুর। মিথ্যে তুই ভাবছিস্ শৈল,—মা যখন মনস্থির ক'রেচেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পার্বে না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আমি মানি ভাই—যার সঙ্গে যার হবার, হাজার বিবেচনা ক'রে ম'লেও, সে হবেই।

অক্ষয়। সে-তো ঠিক কথা—নইলে যার সঙ্গে যার হ'য়ে থাকে তা'র সঙ্গে না হ'য়ে আর একজনের সঙ্গে হ'তো।

পুর। কী যে তর্ক করো তোমার অর্দ্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তা'র কারণ আমি নির্ব্বোধ।

পুর। যাও এখন স্নান ক'র্তে যাও, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে এসো গে!

[পুরবালার প্রস্থান।

রসিকের প্রবেশ

শৈল। রসিক দাদা, শুনেছো তো সব? মুস্কিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুস্কিল কিসের? কুমার সভারও কৌমার্য্য র'য়ে গেলো, নৃপ-নীরুও পার পেলে, সব দিক্ রক্ষা হ'লো।

শৈল। কোনো দিক্‌ রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্তত এই বুড়োর দিক্‌টা রক্ষা হ'য়েছে—দু-টো অর্ব্বাচীনের সঙ্গে মিশে আমাকে রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

শৈল। মুখুজ্জে মশায়, তুমি না হ'লে রসিক দাদা'কে কেউ শাসন ক'র্‌তে পারে না—উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে-বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে' মান্‌তেন, সে-বয়স পেরিয়েছে কি না তাই লোকটা বিদ্রোহ ক'র্‌তে সাহস ক'র্‌চে। আচ্ছা আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। চলো তো রসিক দা, আমার বাইরের ঘরটাতে ব'সে তামাক নিয়ে পড়া যাক্‌।

দ্বিতীয় দৃশ্য। বিপিনের বাসা।

বিপিন ও গুরুদাস

[তানপুরা হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেসুরো গলায় সা রে গা মা সাধিতেছেন।]

বিপিন। ভাই গুরুদাস, তুমি তো ওস্তাদ মানুষ, আমার এই উপকারটি তোমার ক'রে দিতেই হবে। এই খাতার সব গানগুলিই তোমাকে সুর বসিয়ে দিতে হবে। যেটা গাইলে ওটা খাসা হ'য়েচে। যদি কষ্ট না হয়-তো আর একবার,—আগে ঐ গানের কথা দেখেই ম'জে গিয়েছিলেম, এখন দেখি, কথাটি মানস-সরোবরের পদ্ম, আর তা'র উপরে গানটি ব'সেচে যেন বীণাপাণি স্বয়ং। ভাই আরেক বার—

গুরুদাস। গান

তোমায় চেয়ে আছি ব'সে পথের ধারে সুন্দর হে!
জ'ম্‌লো ধূলা প্রাণের বীণার তারে তারে সুন্দর হে॥
নাই যে কুসুম, মালা গাঁথ্‌বো কিসে, কান্নারি গান বীণায় এনেছি সে,
দূর হ'তে তাই শুন্‌তে পাবে অন্ধকারে, সুন্দর হে!
দিনের পরে দিন কেটে যায় সুন্দর হে।
মরে হৃদয় কোন্ পিপাসায় সুন্দর হে।
শূন্য ঘাটে আমি কী যে করি, রঙীন্ পালে কবে আস্‌বে তরী?
পাড়ি দেবো কবে সুধারসের পারাবারে সুন্দর হে॥

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বাবু এসেছেন।

বিপিন। বাবু? কী রকম বাবু রে?

ভৃত্য। বুড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে?

ভৃত্য। আছে।

বিপিন। (তানপুরা রাখিয়া) নিয়ে আয়, এখনি নিয়ে আয়! ওরে ওরে তামাক দিয়ে যা! বেহারাটা কোথায় গেলো, পাখা টান্‌তে ব'লে দে! আর দেখ্ চট্ ক'রে গোটাকতক মিঠে পানের দোনা কিনে আন্‌তো রে! দেরি করিস্ নে, আর আধ সের বরফ নিয়ে আসিস্, বুঝেছিস্, (পদশব্দ শুনিয়া) রসিক বাবু আসুন!

বনমালার প্রবেশ

বিপিন। রসিক বাবু—এ যে সেই বনমালী!

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, হাঁ আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য্য।

বিপিন। সে পরিচয় অনাবশ্যক। আমি একটু বিশেষ কাজে আছি।

বনমালী। মেয়ে দু-টিকে আর রাখা যায় না—পাত্রও অনেক আস্‌চে—

বিপিন। শুনে খুসি হ'লেম—দিয়ে ফেলুন দিয়ে ফেলুন—

বনমালী। কিন্তু আপনাদেরি ঠিক উপযুক্ত হ'তো—

বিপিন। দেখুন বনমালী বাবু, এখনো আপনি আমার সম্পূর্ণ পরিচয়

পান নি—যদি একবার পান তা হ'লে আমার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনার ভয়ানক সন্দেহ হবে।

বন। তাহ'লে আমি উঠি, আপনি ব্যস্ত আছেন, আরেক সময় আস্‌বো।

বিপিন। (তানপুরা তুলিয়া লইয়া) সারেগা রেগামা গামাপা,—

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। কিহে বিপিন—এ কী? কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধ'রেছো? গুরুদাস যে?

বিপিন। ওস্তাদ্‌জি আজ ছুটি। কী ক'র্‌বো বলো, গান না শিখ্‌লে তো আর তোমার সন্ন্যাসীদলে আমল পাওয়া যাবে না। গুরুদাসকে গুরু মেনেছি। ওর কাছে নবীন-সন্ন্যাস-ব্রতের দীক্ষা নিচ্চি।

শ্রীশ। সে কী রকম?

বিপিন। রস ভ'রে উঠ্‌লে তবেই তো ত্যাগ সহজ হয়। মেঘ যখন জলে ভারী হয় তখনি জল-বর্ষণ করে।

শ্রীশ। রাখো তোমার নতুন ফিলসফি, কুমার-সভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছো?

বিপিন। না ভাই, সেটাতে এখনো হাত দিতে পারিনি। তোমার লেখাটি হ'য়ে গেছে নাকি?

শ্রীশ। না আমিও হাত দিইনি! (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই, ভারি অন্যায় হ'চ্চে। ক্রমেই আমরা আমাদের সঙ্কল্প থেকে যেন দূরে চ'লে যাচ্চি।

বিপিন। অনেক সঙ্কল্প ব্যাঙাচির ল্যাজের মতো, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপ্‌নি অন্তর্ধান করে। কিন্তু যদি ল্যাজ টুকুই থেকে যেতো, আর ব্যাঙ্‌টা যেতো শুকিয়ে, সে কী রকম হ'তো? এক সময়ে একটা সঙ্কল্প ক'রেছিলেম ব'লেই যে সেই সঙ্কল্পের খাতিরে নিজেকে শুকিয়ে মার্‌তে হবে আমি তো তা'র মানে বুঝিনে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সঙ্কল্প আছে যার কাছে নিজেকে শুকিয়ে মারাও শ্রেয়! অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে পালায় প্রতি-দিন যেন অতিরিক্ত পরিমাণ রস সঞ্চার হ'চ্চে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হ'য়ে যাচ্চে। আমি ভুল ক'রেছিলুম ভাই বিপিন—সব বড়ো কাজেই তপস্যা চাই, নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না ক'র্‌লে নানা দিক থেকে প্রত্যাহার ক'রে না আন্‌তে পারলে চিত্তকে কোনো মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না—এবার থেকে রসচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ ক'রে কঠিন কাজে হাত দেবো। এই রকম প্রতিজ্ঞা ক'রেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু সব তৃণেই তো ধান ফলে না—শুকোতে গেলে কেবল নাহক্‌ শুকিয়ে মরাই হবে, ফল ফ'ল্‌বে না। কিছু দিন থেকে আমার মনে হ'চ্চে আমরা যে সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রেছি সে সঙ্কল্প আমাদের দ্বারা সফল হবে না—অতএব আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোনো রকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ-কোনো কাজের কথা নয়। বিপিন তোমার তম্বুরা ফেলো—

বিপিন। আচ্ছা ফেল্‌লুম, তা'তে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্র বাবুর বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক্‌—

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দু-জনে মিলে রসিক বাবুকে একটু সংযত ক'রে রাখ্‌বো।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দু-জনকে সংযত ক'রে না তোলেন।

গুরুদাস। সংযম-চর্চ্চা যদি আরম্ভ করেন, তা-হ'লে আমাকে আর দরকার নেই।

বিপিন। দরকার আরো বেশী। রৌদ্র যতো প্রখর হবে, জলের প্রয়োজন ততোই বাড়্‌বে। এই দুঃসময়ে তুমি আমাকে ত্যাগ কোরো না—সকাল সন্ধ্যায় যেন দর্শন পাই। সেই গানটা যদি এর মধ্যে তৈরি হ'য়ে যায় তো আজ সন্ধ্যেবেলায়—কী বলো?

গুরুদাস। আচ্ছা তাই হবে।

[গুরুদাসের প্রস্থান।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বুড়ো বাবু এসেছেন।

বিপিন। বুড়ো বাবু? জ্বালালে দেখ্‌ছি! বনমালী আবার এসেছে!

শ্রীশ। বনমালী? সে যে এই খানিকক্ষণ হ'লো আমার কাছেও এসেছিলো!

বিপিন। ওরে, বুড়োকে বিদায় ক'রে দে!

শ্রীশ। তুমি বিদায় ক'র্‌লে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে প'ড়্‌বে। তা'র চেয়ে ডেকে আনুক্‌, আমরা দু-জনে মিলে বিদায় ক'রে দিই। (ভৃত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়!

রসিকের প্রবেশ

বিপিন। এ কি! এ তো বনমালী নয়, এ-যে রসিক বাবু!

রসিক। আজ্ঞে হাঁ,—আপনাদের আশ্চর্য্য চেন্‌বার শক্তি—আমি বনমালী নই। 'ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী—'

শ্রীশ। না রসিক বাবু, ও-সব নয়, রসালাপ আমরা বন্ধ ক'রে দিয়েছি!

রসিক। আঃ বাঁচিয়েছেন!

শ্রীশ। অন্য সকল প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ ক'রে এখন থেকে আমরা একান্ত মনে কুমার-সভার কাজে লাগ্‌বো।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী ব'লে এক জন বুড়ো কুমোরটুলির নীলমাধব চৌধুরীর দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলো, আমরা তা'কে সংক্ষেপে বিদায় ক'রে দিয়েছি—এ-সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসঙ্গত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হ'তেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হ'য়ে ফির্‌তে হ'তো!

বিপিন। রসিক বাবু, কিছু জলযোগ ক'রে যেতে হবে!

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দু'টো একটা বিশেষ কথা ছিলো, কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সাহস হ'চ্ছে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না, না, তাই ব'লে কথা থাক্‌লে ব'ল্‌বেন না কেন?

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্চেন ততটা ভয়ঙ্কর নই। কথাটা কী বিশেষ ক'রে আমার সঙ্গে?

বিপিন। না, সেদিন যে রসিক বাবু ব'ল্‌ছিলেন আমারি সঙ্গে ওঁর দুটো একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই থাক্‌!

শ্রীশ। বলেন তো আজ রাত্রে গোলদীঘির ধারে—

রসিক। না শ্রীশ বাবু মাপ ক'র্‌বেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও-ঘরে যাও না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিক বাবু—

রসিক। না না দরকার কী—

বিপিন। তা'র চেয়ে রসিক বাবু, তেতালার ঘরে চ'লুন—শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা ক'র্‌বেন এখন!

রসিক। না আপনারা দু-জনেই বসুন—আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়! কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না আপনাকে কিছুতেই ছাড়্‌চিনে! সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা নীরবালার কথা তো পূর্ব্বেই আপনারা শুনেচেন—

শ্রীশ। শুনেছি বই কি—তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু—

বিপিন। নীরবালার কোনো বিশেষ সংবাদ—

রসিক। তাঁদের দু-জনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হ'য়ে প'ড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় তো?

রসিক। তা'র চেয়ে বেশী। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ—

শ্রীশ। বলেন কি রসিক বাবু? বিবাহের তো কোনো কথা শোনা যায় নি—

রসিক। কিচ্ছু না—হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দু-টো অকাল-কুষ্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে দু-টির বিবাহ স্থির করেছেন—

বিপিন। এ তো কিছুতেই হ'তে পারে না রসিক বাবু!

রসিক। মশায়, পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশী! ফুল-গাছের চেয়ে আগাছাই বেশী সম্ভবপর।

বিপিন। কিন্তু মশায়, আগাছা উৎপাটন ক'র্‌তে হবে—

শ্রীশ। ফুলগাছ রোপণ ক'র্‌তে হবে—

রসিক। তা তো বটেই—কিন্তু করে কে মশায়?

শ্রীশ। আমরা ক'র্‌বো। কী বলো বিপিন?

বিপিন। নিশ্চয়ই।

রসিক। কিন্তু কী ক'র্‌বেন?

বিপিন। যদি বলেন তো সেই ছেলে দু-টোকে পথের মধ্যে—

রসিক। বুঝেছি, সেটা মনে ক'র্‌লেও শরীর পুলকিত হয়। কিন্তু বিধাতার বরে অপাত্র জিনিষটা অমর—দু টো গেলে আবার দশটা আস্‌বে।

বিপিন। এদের দু-টোকে যদি ছলে বলে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারি তা-হ'লে ভাব্‌বার সময় পাওয়া যাবে।

রসিক। ভাব্‌বার সময় সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছে। এই শুক্রবারে তা'রা মেয়ে দেখ্‌তে আস্‌বে।

বিপিন। এই শুক্রবারে?

শ্রীশ। সে ত পরশু।

রসিক। আজ্ঞে পরশুই তো বটে—শুক্রবারকে তো পথের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শ্রীশ। আচ্ছা আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

রসিক। কী রকম শুনি!

শ্রীশ। সেই ছেলে দু'টোকে বাড়ীর কেউ চেনে?

রসিক। কেউ না।

শ্রীশ। তা'রা চেনে?

রসিক। তাও না।

শ্রীশ। তা হ'লে বিপিন যদি সেদিন তাদের কোনো রকম ক'রে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে তো আমি তাদের নাম নিয়ে নৃপবালাকে—

বিপিন। জানোই তো ভাই, আমার কোনো রকম কৌশল মাথায় আসে না—তুমি ইচ্ছে ক'র্‌লে কৌশলে ছেলে দু-টোকে ভুলিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে—আমি বরঞ্চ নিজেকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে নীরবালাকে—

রসিক। কিন্তু মশায়, এস্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাট্‌বে না—দুটি ছেলে আস্‌বার কথা আছে, আপনাদের একজনকে দু-জন ব'লে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে—

শ্রীশ। ও, তা বটে!

বিপিন। হাঁ সে-কথা ভুলেছিলেম।

শ্রীশ। তাহ'লে তো আমাদের দু'জনকেই যেতে হয়। কিন্তু—

রসিক। সে দুটোকে ভুল রাস্তায় চালান ক'রে দিতে আমিই পার্‌বো। কিন্তু আপনারা—

বিপিন। আমাদের জন্যে ভাব্‌বেন না রসিক বাবু।

শ্রীশ। আমরা সব-তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। আপনারা মহৎ লোক—এ-রকম ত্যাগ স্বীকার—

শ্রীশ। বিলক্ষণ! এর মধ্যে ত্যাগ স্বীকার কিছুই নেই!

বিপিন। এ-তো আনন্দের কথা!

রসিক। না না, তবু তো মনে আশঙ্কা হ'তে পারে যে, কী জানি নিজের ফাঁদে যদি নিজেই প'ড়্তে হয়!

শ্রীশ। কিছু না মশায়, কোনো আশঙ্কায় ডরাই নে।

বিপিন। আমাদের যাই ঘটুক্ তা'তেই আমরা সুখী হবো।

রসিক। এ-তো আপনাদের মহত্ত্বের কথা, কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আপনাদের রক্ষা করা। তা আমি আপনাদের কথা দিচ্চি, এই শুক্র-বারের দিনটা আপনারা কোনোমতে উদ্ধার ক'রে দিন—তার পরে কখনো আপনাদের আর বিরক্ত ক'র্‌বো না।

শ্রীশ। আমাদের বিরক্ত ক'র্‌বেন না এই কথা শুনে দুঃখিত হ'লেম রসিক বাবু।

রসিক। আচ্ছা ক'র্‌ব।

বিপিন। আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জন্যেই কেবল ব্যস্ত? আমাদের এতোই স্বার্থপর মনে করেন?

রসিক। মাপ ক'র্‌বেন—আমার ভুল ধারণা ছিল।

শ্রীশ। আপনি যাই বলুন, ফস্ ক'রে ভালো পাত্র পাওয়া বড়ো শক্ত!

রসিক। সেই জন্যেই তো এতোদিন অপেক্ষা ক'রে শেষে এই বিপদ! বিবাহের প্রসঙ্গমাত্রই আপনাদের কাছে অপ্রিয় তবু দেখুন আপনাদের সুদ্ধ—

বিপিন। সে-জন্যে কিছু সঙ্কোচ ক'র্‌বেন না—

শ্রীশ। আপনি যে আর কারো কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, সে-জন্যে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্চি!

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেবো না। সেই কন্যা দুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত ক'র্‌বে।

বিপিন। ওরে পাখাটা টান্।

শ্রীশ। রসিক বাবুর জন্যে জলখাবার আনাবে ব'লেছিলে—

বিপিন। সে এলো ব'লে! ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল খান্—

শ্রীশ। জল কেন লেমনেড আনিয়ে দাও না। (পকেট হইতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন্ রসিক বাবু, পান খান্!

বিপিন। ওদিকে হাওয়া পাচ্চেন? এই তাকিয়াটা নিন্ না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিক বাবু, নৃপবালা বুঝি খুব বিষণ্ণ হ'য়ে প'ড়েছেন—

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব—

রসিক। সে আর ব'ল্‌তে।

শ্রীশ। নৃপবালা বুঝি কান্নাকাটি ক'র্‌চেন?

বিপিন। আচ্ছা নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভালো ক'রে বুঝিয়ে বলেন না—

রসিক। (স্বগত) ঐরে সুর হলো! আমার লেমনেডে কাজ নাই! (প্রকাশ্যে) মাপ ক'র্‌বেন, আমায় কিন্তু এখনি উঠ্‌তে হ'চ্চে!

শ্রীশ। বলেন কী?

বিপিন। সে কি হয়?

রসিক। সেই ছেলে দু-টোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আস্‌তে হবে, নইলে—

শ্রীশ। বুঝেছি তাহ'লে এখনি যান!

বিপিন। তাহ'লে আর দেরি ক'র্‌বেন না!

তৃতীয় দৃশ্য। চন্দ্রবাবুর বাড়ী।

নির্ম্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। (স্বগত) বেচারা নির্ম্মলা বড়ো কঠিন ব্রত গ্রহণ ক'রেছে। আমি দেখ্‌চি কদিন ধ'রে ও চিন্তায় নিমগ্ন হ'য়ে র'য়েছে, স্ত্রীলোক, মনের উপর এতোটা ভার কি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে? (প্রকাশ্যে) নির্ম্মল!

নির্ম্মলা। (চমকিয়া) কী মামা!

চন্দ্র। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাব্‌চো? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দুই একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হ'তে পারে।

নির্ম্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবৃছিলুম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই কদিন থেকে গরম প'ড়ে দক্ষিণে হাওয়া দিতে আরম্ভ ক'রেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারচিনে—ভাবি অন্যায় হ'চ্চে আমি যেমন ক'রে হোক্—

চন্দ্র। না, না, জোর ক'রে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্ম্মল, বাড়ীতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ ক'রতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হ'লে—

নির্ম্মলা। অবলাকান্ত বাবু আমাকে কতকটা সাহায্য ক'র্‌বেন ব'লেচেন—আমি তাঁকে রোগী-শুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরাজী বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন ব'লেচেন—বোধ হয় এখনি পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি।

চন্দ্র। ঐ ছেলেটি বড়ো ভালো—

নির্ম্মলা। খুব ভালো—চমৎকার—

চন্দ্র। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্য্যতৎপরতা—

নির্ম্মলা। আর এমন সুন্দর নম্রস্বভাব!

চন্দ্র। ভালো প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য্য হ'য়েছি।

নির্ম্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখ্‌বামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্র। এতো অল্পকালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এতো গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করিনি—আমার ইচ্ছা করে ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকল প্রকার লেখাপড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি!

নির্ম্মলা। তা হ'লে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ ক'র্‌তে পারি! আচ্ছা এ-রকম প্রস্তাব ক'রে একবার দেখোই না!—ঐ যে বেহারা আস্‌চে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এই দিকে নিয়ে আয়।

বেহারার প্রবেশ ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি প্রদান

মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও!

চন্দ্র। না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নির্ম্মলা। তোমার চিঠি! অবলাকান্ত বাবু বুঝি তোমাকেই লিখেচেন? কী লিখেচেন?

চন্দ্র। না, এটা পূর্ণর লেখা।

নির্ম্মলা। পূর্ণ বাবুর লেখা? ওঃ।

চন্দ্র। পূর্ণ লিখচেন—"গুরুদেব আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য; আপনার মতো বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্ব্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।"

নির্ম্মলা। হ'য়েছে কী? বোধ হয় পূর্ণ বাবু চিরকুমার-সভা ছেড়ে দেবেন তাই এতো ভূমিকা ক'র্‌চেন। লক্ষ্য ক'রে দেখেছো বোধ হয়, পূর্ণ বাবু আজ কাল কুমার-সভার কোনো কাজই ক'রে উঠ্‌তে পাবেন না।

চন্দ্র। "দেব, আপনি যে-আদর্শ আমাদেব সম্মুখে ধবিয়াছেন তাহা অত্যুচ্চ, যে-উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন তাহা গুরুভার—সে-আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা শ্রীচরণ সমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।"

নির্ম্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড়ো কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব ক'বে হতাশ হ'য়ে পড়ে—শ্রান্ত মন এক-একবার বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়, কিন্তু সে কি বরাবর থাকে?

চন্দ্র। "সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্য্যে হাত দিতে যাই, তখন সহসা নিজেকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।" নির্ম্মল আমবা তো ঠিক এই কথাই ব'ল্‌ছিলেম।

নির্ম্মলা। পূর্ণ বাবু যা লিখেচেন সেটা সত্য—মানুষের সঙ্গ না হ'লে কেবলমাত্র সঙ্কল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্র। "আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া

এ-কথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে,—তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত—তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।" তোমার কী মনে হয় নির্ম্মল? (নির্ম্মলা নিরুত্তর) অক্ষয় বাবুও এই কথা নিয়ে সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক ক'র্‌ছিলেন, তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারিনি।

নির্ম্মলা। তা হ'তে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্র। "গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।"

নির্ম্মলা। এ-কথাটা কিন্তু পূর্ণ বাবু বেশ ব'লেছেন।

চন্দ্র। আমিও কিছুদিন থেকে মনে ক'র্‌ছিলেম কুমারব্রত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেবো।

নির্ম্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না, কী বলো, মামা? অন্য কেউ কি আপত্তি ক'র্‌বেন? অবলাকান্ত বাবু, শ্রীশ বাবু—

চন্দ্র। আপত্তির কোনো কারণ নেই।

নির্ম্মলা। তবু একবার অবলাকান্ত বাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্র। মত তো নিতেই হবে।—(পত্রপাঠ) "এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।"

নির্ম্মলা। মামা, পূর্ণ বাবু হয় তো কোনো গোপনীয় কথা লিখ্‌ছেন, তুমি চেঁচিয়ে প'ড়্‌চো কেন?

চন্দ্র। ঠিক ব'লেছো ফেনি। (আপন মনে পাঠ) কী আশ্চর্য্য

আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ! এতো দিন তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি! নির্ম্মল, পূর্ণ বাবুর কোনো ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে—

নির্ম্মলা। হাঁ, পূর্ণ বাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্ব্বোধের মতো ঠেকেছিলো।

চন্দ্র। অথচ পূর্ণ বাবু খুব বুদ্ধিমান্‌। তাহ'লে তোমাকে খুলে বলি—পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব ক'রে পাঠিয়েছেন—

নির্ম্মলা। তুমি তো তাঁর অভিভাবক নও—তোমার কাছে প্রস্তাব—

চন্দ্র। আমি যে তোমার অভিভাবক—এই দেখো।

নির্ম্মলা। (পত্র পড়িয়া রক্তিম মুখে) এ হ'তেই পারে না।

চন্দ্র। আমি তা'কে কী ব'ল্‌বো?

নির্ম্মলা। বোলো কোনো মতে হ'তেই পারে না।

চন্দ্র। কেন নির্ম্মল, তুমি তো ব'ল্‌ছিলে কুমারব্রত পালনের নিয়ম সভা হ'তে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্ম্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব ক'র্‌বে তা'কেই—

চন্দ্র। পূর্ণ বাবু তো যে-সে নয়, অমন ভালো ছেলে—

নির্ম্মলা। মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে কিছুই বোঝো না, তোমাকে বোঝাতে পার্‌বও না—আমার কাজ আছে। (প্রস্থানোদ্যম) মামা, তোমার পকেটে ওটা কী উঁচু হ'য়ে আছে?

চন্দ্র। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ ভুলে গিয়েছিলেম—বেহারা আজ সকালে তোমার নামে লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে—

নির্ম্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখো দেখি মামা, কী

অন্যায়, অবলাকান্ত বাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে আমাকে দাওনি ? আমি ভাব্‌ছিলেম তিনি হয় তো ভুলেই গেছেন—ভারি অন্যায় !

চন্দ্র। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশী অন্যায় ভুল আমি প্রতিদিনই ক'রে থাকি ফেনি—তুমিই তো আমাকে প্রত্যেকবার মাপ ক'রে প্রশ্রয় দিয়েছো।

নির্ম্মলা। না, ঠিক অন্যায় নয়—আমিই অবলাকান্ত বাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায় ক'র্‌ছিলেম, ভাব্‌ছিলেম—এই যে রসিক বাবু আস্‌চেন। আসুন রসিক বাবু, মামা এইখানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ

চন্দ্র। এই যে রসিক বাবু এসেছেন ভালোই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভালো হয় চন্দ্র বাবু, তাহ'লে আপনাদের পক্ষে ভালো অত্যন্ত সুলভ। যখনি ব'ল্‌বেন তখনি আস্‌বো, না ব'ল্‌লেও আস্‌তে রাজি আছি।

চন্দ্র। আমরা মনে ক'র্‌চি আমাদের সভা থেকে চিরকুমার ব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেবো—আপনি কী পরামর্শ দেন ?

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পার্‌বো, কারণ, এ-ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দুই-ই সমান। আমার পরামর্শ এই যে উঠিয়ে দিন্, নইলে সে কোন্ দিন আপ্‌নিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিলো, বাবা সকল, আমি স্থির ক'রেছি এইখানটাতেই আমি প'ড়্‌বো ! স্থির না ক'র্‌লেও সে প'ড়্‌তো, অতএব স্থির করাটাই তা'র পক্ষে ভালো হ'য়েছিলো।

চন্দ্র। ঠিক ব'লেচেন রসিক বাবু, যে-জিনিষ বলপূর্ব্বক আস্‌বেই তা'কে বল প্রকাশ ক'র্‌তে না দিয়ে আস্‌তে দেওয়াই ভালো। আস্‌চে রবিবারের পূর্ব্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুল্‌তে চাই।

রসিক। আচ্ছা শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাবো।

চন্দ্র। রসিক বাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হ'লে আমাদের দেশে গো-জাতির উন্নতি-সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে—

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্চে, কিন্তু সময় খুব যে বেশী—

নির্ম্মলা। না রসিক বাবু, আপনিও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ করো, আমরা থাক্‌লে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তাহ'লে চলুন।

নির্ম্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্ত বাবু আমাকে তাঁর সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমার অনুরোধ যে তিনি মনে ক'রে' রেখেছিলেন সে-জন্যে আপ্‌নি তাকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন!

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা ক'রেই তিনি কৃতার্থ।

চতুর্থ দৃশ্য। অক্ষয়ের বাসা।

জগত্তারিণী, পুরবালা, অক্ষয়।

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়। দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি। নেপো ব'সে ব'সে কাঁদ্‌চে, নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনো মতেই বেরবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনি আস্‌বে, তাদের এখন্ কী ব'লে ফেরাবো! তুমিই বাপু ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি ক'রে তুলেছো, এখন্ তুমিই ওদের সামলাও!

পুরবালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক্ হ'য়ে গেছি, ওরা কী মনে ক'রেছে ওরা—

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া কার কাউকে ওরা পছন্দ ক'র্‌চে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারি মতো!

পুরবালা। ঠাট্টা রাখো, এখন্ ঠাট্টার সময় নয়—তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে ব'ল্‌বে কি না বলো! তুমি না ব'ল্‌লে ওরা শুন্‌বে না!

অক্ষয়। এতো অনুগত! এ-কেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শ্যালী! আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও—দেখি!

[জগত্তারিণী ও পুরবালার প্রস্থান।

নৃপ ও নীরর প্রবেশ

নীর। না, মুখুজ্জে মশায়, সে কোনোমতেই হবে না!

নৃপ। মুখুজ্জে মশায় তোমার দু-টি পায়ে পড়ি আমাদের যার তার সাম্‌নে ও-রকম ক'রে বের কোরো না!

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হ'লে একজন ব'লেছিলো, আমাকে বেশী উচুঁতে চড়িয়ো না, আমার মাথাঘোরা ব্যামো আছে। তোদের যে তাই হ'লো! বিয়ে করতে যাচ্চিস্ এখন দেখা দিতে লজ্জা ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন?

নীর। কে ব'ল্‌লে আমরা বিয়ে ক'র্‌তে যাচ্চি?

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার হ'চ্চে!—কিন্তু হৃদয় দুর্ব্বল এবং দৈব বলবান্, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'র্‌তে হয়—

নীর। না ভঙ্গ হবে না!

অক্ষয়। হবে না তো? তবে নির্ভয়ে এসো; যুবক দু-টোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া ক'রে ছেড়ে দাও—হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে ম'রে থাকুক!

নীর। অকারণে প্রাণিহত্যা কর্‌বার জন্যে আমাদের এতো উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কী দয়া! কিন্তু সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ কর্‌বার দরকার কী? তোদের মা দিদি যখন ধ'রে প'ড়েচেন এবং ভদ্রলোক দু-টি যখন গাড়ী ভাড়া ক'রে আস্‌চে তখন একবার মিনিট পাঁচেকের মতো দেখা দিস্, তা'রপরে আমি আছি—তোদের অনিচ্ছায় কোনোমতেই বিবাহ দিতে দেবো না।

নীর। কোনোমতেই না?

অক্ষয়। কোনোমতেই না!

পুরবালার প্রবেশ

পুর। আয়, তোদের সাজিয়ে দিইগে!

নীর। আমরা সাজ্‌বো না!

পুর। ভদ্রলোকদের সাম্‌নে এই রকম বেশেই বেরোবি? লজ্জা ক'র্‌বে না।

নীর। লজ্জা ক'র্‌বে বৈ কি দিদি—কিন্তু সেজে বেরতে আরো বেশী লজ্জা ক'র্‌বে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনীবেশে মহাদেবের মনোহরণ ক'রেছিলেন; শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের হৃদয় জয় ক'রেছিলো তখন তা'র গায়ে একখানি বাকল ছিল, কালিদাস বলেন সে-ও কিছু আঁটো হ'য়ে প'ড়েছিল, তোমার বোনেরা সেই সব প'ড়ে সেয়ানা হ'য়ে উঠেছে, সাজ্‌তে চায় না!

পুর। সে-সব হ'লো সত্যযুগের কথা। কলিকালের দুষ্মন্ত মহারাজারা সাজসজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা—

পুর। যথা তুমি। যে-দিন তুমি দেখ্‌তে এলে, মা বুঝি আমাকে সাজিয়ে দেন নি?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাব্‌লেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্য্যে না জানি কতো শোভা হবে!

পুর। আচ্ছা তুমি থামো, নীরু আয়!

নীর। না ভাই দিদি—

পুব। আচ্ছা সাজ নাই ক'র্‌লি চুল তো বাঁধ্‌তে হবে!

অক্ষয়। গান

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু, শিথিল কবরী বাঁধিয়ো!
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো!

আকুল আঁচলে পথিকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো !
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো !

পুর। তুমি আবার গান ধ'র্‌লে ? আমি এখন কী করি বলো দেখি ? তাদের আস্‌বার সময় হ'লো—এখন আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে।

[পুরবালা, নৃপ ও নীরর প্রস্থান।

রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধের সমস্তই প্রস্তুত ?

রসিক। সমস্তই। বীর পুরুষ দু-টিও সমাগত।

অক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র দু-টি সাজ্‌তে গেছেন। তুমি তা-হ'লে সেনাপতির ভার গ্রহণ করো, আমি একটু অন্তরালে থাক্‌তে ইচ্ছা করি।

রসিক। আমিও প্রথমটা একটু আড়াল হই !

[রসিক ও অক্ষয়ের প্রস্থান।

শ্রীশ ও বিপিনে প্রবেশ

শ্রীশ। বিপিন, তুমি তো আজকাল সঙ্গীতবিদ্যার উপর চীৎকার শব্দে ডাকাতি আরম্ভ ক'রেছো—কিছু আদায় ক'র্‌তে পার্‌লে ?

বিপিন। কিছু না ! সঙ্গীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তসুর অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোক্‌বার জো আছে ? কিন্তু এ-প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হ'লো ?

শ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়েছিলুম—

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেলো তীরে!
চ'লে যায় বেলা, মিছে রেখে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস্ তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ফিরে!

মনে হ'চ্ছিলো এর সুরটা যেন জানি, গাবার জো নেই!

বিপিন। জিনিষটা মন্দ নয় হে—তোমার কবি লেখে ভালো! ওহে ওর পরে আর কিছু নেই? যদি সুরু ক'র্লে তবে শেষ করো!

শ্রীশ। নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে ব'সে আছে কে আসিয়া।
যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া,
যেতে হয় যদি চলো নিরবধি
সেই ফুলবন তলাসিয়া!

বিপিন। বাঃ বেশ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্লের কাছে তুমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছো?

শ্রীশ। সেই যে সেইদিন যে বইটাতে দু-টি নাম লেখা দেখেছিলাম সেইটে—

বিপিন। না ভাই, আজ ও-সব নয়!

শ্রীশ। কী-সব নয়?

বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোনো রকম—

শ্রীশ। কী আশ্চর্য্য বিপিন! তাঁদেব কথা নিয়ে আমি কি এমন কোনো আলোচনা ক'রতে পাবি যাতে—

বিপিন। বাগ কোরো না ভাই—আমি নিজেব সম্বন্ধেই ব'ল্‌চি, এই ঘবেই আমি অনেক সময় বসিক বাবুব সঙ্গে তাঁদেব বিষয়ে যে-ভাবে আলাপ ক'বেছি আজ সে-ভাবে কোনো কথা উচ্চাবণ ক'রতেও সঙ্কোচ বোধ হ'চ্চে—বুঝ্‌চো না—

শ্রীশ। কেন বুঝ্‌বো না? আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখ্‌বাব ইচ্ছে কবেছিলুম মাত্র—একটি কথাও উচ্চারণ ক'র্‌তুম না!

বিপিন। না আজ তাও না। আজ তাঁবা আমাদেব সম্মুখে বেরোবেন, আজ আমবা যেন তা'র যোগ্য থাক্‌তে পাবি!

শ্রীশ। বিপিন তোমার সঙ্গে—

বিপিন। না ভাই, আমাব সঙ্গে তর্ক কোবোনা, আমি হাব্‌লুম—কিন্তু বইটা ব'খো!

বসিকেব প্রবেশ

বসিক। এই যে আপনাবা এসে একলা ব'সে আছেন—কিছু মনে ক'রবেন না—

শ্রীশ। কিছু না। এই ঘবটি আমাদেব সাদর সম্ভাষণ ক'বে নিয়েছিলো!

রসিক। আপনাদের কতো কষ্টই দেওয়া গেলো।

শ্রীশ। কষ্ট আব দিতে পারলেন কই? একটা কষ্টের মতো কষ্ট স্বীকার করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হ'তুম।

রসিক। যা হোক্, অল্পক্ষণের মধ্যে চুকে যাবে এই এক সুবিধে, তা'র পরেই আপনারা স্বাধীন। ভেবে দেখুন দেখি, যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হ'তো তা হ'লেই পরিণামে বন্ধনভয়ং! বিবাহ জিনিষটা মিষ্টান্ন দিয়েই সুরু হয় কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না। আচ্ছা, আজ আপনারা দুঃখিতভাবে এ-রকম চুপচাপ ক'রে ব'সে আছেন কেন বলুন দেখি? আমি ব'ল্‌চি আপনাদের কোনো ভয় নেই! আপনারা বনের বিহঙ্গ, দু-টিখানি সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন, কেউ আপনাদের বাঁধ্‌বে না! "নাত্র ব্যাধশরাঃ পতন্তি পরিতো, নৈবাত্র দাবানলঃ—" দাবানলের পবিবর্ত্তে ডাবের জল পাবেন!

শ্রীশ। আমাদের সে দুঃখ নয় রসিক বাবু, আমরা ভাব্‌চি, আমাদের দ্বারা কতোটুকু উপকারই বা হ'চ্চে! ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা তো দূর ক'র্‌তে পারচিনে!

রসিক। বিলক্ষণ! যা ক'র্‌চেন তা'তে আপনারা দু-টি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ক'র্‌চেন—অথচ নিজেরা কোনো প্রকার পাশেই বদ্ধ হ'চ্চেন না।

(নেপথ্যে মৃদুস্বরে জগত্তারিণী) আঃ নেপো কী ছেলেমানুষী ক'রচিস্! শিগ্‌গির চো'খের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা! লক্ষ্মী মা আমার—কেঁদে চোখ লাল ক'র্‌লে কী রকম ছিরি হবে ভেবে দেখ্ দেখি!—নীরো যা'না! তোদের সঙ্গে আর পারি না বাপু! ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখ্‌বি? কী মনে ক'র্‌বেন?

শ্রীশ। ঐ শুন্‌চেন রসিক বাবু, এ অসহ্য! এর চেয়ে রাজপুতদের কন্যাহত্যা ভালো।

বিপিন। রসিক বাবু এঁদের এই সঙ্কট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা

কর্‌বার জন্যে আপনি আমাদিগকে যা ব'ল্‌বেন আমরা তা'তেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। কিছু না, আপনাদের আর অধিক কষ্ট দেবো না! কেবল আজকার দিনটা উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে যান—তা'রপরে আপনাদের আর কিছুই ভাব্‌তে হবে না!

শ্রীশ। ভাব্‌তে হবে না? কী বলেন রসিক বাবু! আমরা কি পাষাণ? আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এঁদের জন্যে ভাব্‌বার অধিকার পাবো।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এঁদের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপুরুষ।

শ্রীশ। এখন থেকে এঁদের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্ব্বের বিষয়—গৌরবের বিষয়!

রসিক। তা বেশ, ভাব্‌বেন, কিন্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর কোনো কষ্ট ক'র্‌তে হবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিক বাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার ক'র্‌তে দিতে আপনার এতো আপত্তি হ'চ্চে কেন?

বিপিন। এঁদের জন্যে যদিই আমাদের কোনো কষ্ট ক'র্‌তে হয় সেটা তো আমরা সম্মান ব'লে জ্ঞান ক'র্‌বো।

শ্রীশ। দু-দিন ধ'রে রসিক বাবু, বেশী কষ্ট পেতে হবে না ব'লে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্চেন—এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হ'য়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ ক'র্‌বেন—আমি আর কখনো এমন অবিবেচনার কাজ ক'র্‌বো না, আপনারা কষ্ট স্বীকার ক'র্‌বেন!

শ্রীশ। আপনি কি এখনো আমাদের চিন্‌লেন না?

রসিক। চিনেছি বই কি, সেজন্যে আপনারা কিছু মাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপ ও নীরবালার প্রবেশ

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিক বাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জ্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তা'র চেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হ'তে পারে না, সেজন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে—

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের অপরাধ আরো বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স, মান্য অতিথিদের কী রকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহ'লে আপনাদের প্রতি অসদ্ভাব কল্পনা ক'রে এঁদের আরো লজ্জিত ক'র্‌বেন না। নৃপ দিদি, নীর দিদি—কী বলো ভাই! যদিও এখনো তোমাদের চোখের পাতা শুকোয় নি—তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে-কথা কি জানাতে পারি? (নৃপ ও নীরু লজ্জিত নিরুত্তর) না; একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনান্তিকে) ভদ্রলোকদেব এখন কী বলি বলোতো ভাই? ব'ল্‌ব কি, তোমরা যতো শীঘ্র পাবো বিদায় হও!

নীর। (মৃদুস্বরে) রসিক দাদা কী বকো তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই ব'লেছি, আমরা কি জানতুম এঁরা এসেছেন?

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা ব'ল্‌চেন—

"সখা, কী মোর করমে লেখি—
তাপন বলিয়া তপনে ডরিনু,
চাঁদের কিরণ দেখি' !"

এর উপরে আপনাদের আর কিছু বল্‌বার আছে ?

নীর। (জনান্তিকে) আঃ রসিক দাদা, কী ব'ল্‌চো তার ঠিক নেই ! ও-কথা আমরা কখন্ ব'ল্‌লুম !

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি ব্যক্ত ক'র্‌তে পারিনি ব'লে এঁরা আমাকে ভর্ৎসনা ক'র্‌চেন ! এঁরা ব'ল্‌তে চান, চাঁদের কিরণ ব'ল্‌লেও যথেষ্ট বলা হয় না—তা'র চেয়ে আরো যদি—

নীর। (জনান্তিকে) তুমি অমন করো যদি তাহ'লে আমরা চ'লে যাবো।

রসিক। "সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ উজ্ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্ !" (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা ব'ল্‌চেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত ক'রে বলি, তাহ'লে এঁরা লজ্জায় এঘর থেকে চ'লে যাবেন। (নীর নৃপর প্রস্থানোদ্যম)

শ্রীশ। রসিক বাবুর অপরাধে আপনারা নির্দ্দোষদের সাজা দেবেন কেন ? আমরা তো কোনো প্রকার প্রগল্‌ভতা করিনি (উভয়ের ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব)

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্ব্বকৃত কোনো অপরাধ যদি থাকে তো ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না ?

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বেচারা অনেক দিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা ক'র্‌চে—

নীর। (জনান্তিকে) অপরাধ কী হ'য়েছে, যে ক্ষমা ক'র্‌তে যাবো ?

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি ব'ল্‌চেন আপনার অপরাধ এমন্ মনোহর যে, তা'কে ইনি অপরাধ ব'লে লক্ষ্যই করেন নি।—কিন্তু আমি যদি সেই খাতাটি হরণ ক'র্‌তে সাহসী হ'তেম তবে সেটা অপরাধ হ'তো—আইনের বিশেষ ধারায় এই রকম লিখ্‌চে।

বিপিন। ঈর্ষা ক'র্‌বেন না রসিক বাবু! আপনারা সর্ব্বদাই অপরাধ কর্‌বার সুযোগ পান এবং সেজন্যে দণ্ডভোগ ক'রে কৃতার্থ হন্, আমি দৈবক্রমে একটা অপরাধ কর্‌বার সুবিধা পেয়েছিলুম—কিন্তু এতোই অধম যে দণ্ডনীয় ব'লেও গণ্য হ'লেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ ক'র্‌লেম না।

রসিক। বিপিন বাবু, একেবারে হতাশ হবেন না! শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্ ক'রে মুক্তি না পেতেও পারেন!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। জল খাবার তৈরি।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আস্‌চি রসিক বাবু? জল খাবারের জন্যে এতো তাড়া কেন!

রসিক। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ!'

শ্রীশ। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সমাপনটাতো মধুর নয়! (জনান্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এঁদের তো প্রতারণা ক'রে যেতে পার্‌বো না!

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড!

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্ত্তব্য কী?

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে?

রসিক। আপনারা দেখ্‌ছি ভয় পেয়ে গেছেন! কোনো আশঙ্কা নেই, শেষকালে যেমন ক'রেই হোক্‌ আমি আপনাদের উদ্ধার ক'র্‌বোই।

[শ্রীশ ও বিপিন আহারে প্রবৃত্ত হইল।]

ঘরের অন্যদিকে অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগৎ। দেখ্‌লে তো বাবা, কেমন ছেলে দু'টি?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভালো, এ-কথা তো আমি অস্বীকার ক'র্‌তে পারি নে।

জগৎ। মেয়েদের রকম দেখ্‌লে তো বাবা! এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তা'র ঠিক নেই!

অক্ষয়। ঐ তো ওদের দোষ! কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্ব্বাদ দিয়ে ছেলে দু-টিকে দেখ্‌তে হ'চ্চে।

জগৎ। সে কি ভালো হবে অক্ষয়? ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে?

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেই চট্‌পট্‌ স্থির হ'য়ে যায়!

জগৎ। তা বেশ, তোমরা যদি বলো, তো যাবো, আমি ওদের মার বয়সী, আমার লজ্জা কিসের!

পুরবালার প্রবেশ

জগৎ। কী আর ব'ল্‌বো পুরো, এমন সোণার চাঁদ ছেলে!

পুর। তা জান্‌তুম। নীর নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হ'তে পারে!

অক্ষয়। তাদের বড়ো দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর কি।

পুর। আচ্ছা থামো; যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করোগে; কিন্তু শৈল গেলো কোথায়?

অক্ষয়। সে খুসি হ'য়ে দরজা বন্ধ ক'রে পূজোয় বসেছে।

(শ্রীশ ও বিপিনের নিকট আসিয়া) ব্যাপারটা কী? রসিক দা, আজকাল তো খুব খাওয়াচ্চো দেখ্‌চি। প্রত্যহ যাকে দুবেলা দেখ্‌চো তা'কে হঠাৎ ভুলে গেলে?

রসিক। এঁদের নতুন আদর, পাতে যা প'ড়্‌চে তা'তেই খুসি হ'চ্চেন, তোমার আদর পুরোনো হ'য়ে এলো, তোমাকে নতুন ক'রে খুসি করি এমন সাধ্য নেই ভাই!

অক্ষয়। কিন্তু শুনেছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এ পরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড় ক'রে নেবার জন্যে দু-টি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে—এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাচ্চেন না কি? ওহে রসিক দা, ভুল করোনি তো?

রসিক। ভুলের জন্যেই তো আমি বিখ্যাত। বড়ো মা জানেন তাঁর বুড়ো রসিক কাকা যাতে হাত দেবেন তা'তেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বলো কী রসিক দাদা? ক'রেছো কী? সে দু-টি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাঁদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি!

অক্ষয়। সে বেচারাদের কী গতি হবে?

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরীর বাড়ীতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা ক'রেছেন। বনমালী ভট্টাচার্য্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বুঝলুম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে প'ড়লো কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকমেব হবে! এইবেলা ভ্রম সংশোধন ক'রে নাও! শ্রীশ বাবু, কিছু মনে কোরো না, এব মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরলপ্রকৃতি রসিক বাবু সে-রহস্য আমাদের নিকট ভেদ ক'রেই দিয়েছেন! আমাদেব ফাঁকি দিয়ে আনেন নি!

বিপিন। মিষ্টান্নেব থালায় আমবা অনধিকাব আক্রমণ কবি নি, শেষ পর্য্যন্ত তা'র প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বলো কী বিপিন বাবু? তা হ'লে চিবকুমার সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে এসেছো? জেনেশুনে ইচ্ছাপূর্ব্বক?

রসিক। না, না, তুমি ভুল ক'র্‌চো অক্ষয়।

অক্ষয়। আবার ভুল? আজ কি সকলেরই ভুল কর্‌বাব দিন হ'লো না কি?

(গান)

"ভুলে ভুলে আজ ভুলময়!
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে,
ফুলে ফুলে হোক্ ফুলময়!
আনন্দ ঢেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক্ কূলময়।"

রসিক। এ কী, বড়োমা আস্‌চেন যে।

অক্ষয়। আস্‌বারই তো কথা! উনি তো কুমাবটুলিব ঠিকানায় যাবেন না!

জগত্তারিণীর প্রবেশ

[শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম। দুইজনকে দুই মোহর দিয়া জগত্তারিণীর আশীর্ব্বাদ। জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগত্তারিণীর আলাপ।]

অক্ষয়। মা ব'ল্‌চেন, তোমাদের আজ ভালো ক'রে খাওয়া হ'লোনা সমস্তই পাতে প'ড়ে রইলো।

শ্রীশ। আমরা দু'বার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি!

বিপিন। যেটা পাতে প'ড়ে আছে, ওটা তৃতীয় কিস্তী।

শ্রীশ। ওটা না প'ড়ে থাকৃলে আমাদেরই প'ড়ে থাকৃতে হ'তো।

জগত্তারিণী। (জনান্তিকে) তাহ'লে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথা-বার্ত্তা কও বাছা, আমি আসি।

[জগত্তারিণীর প্রস্থান।

রসিক। না, এ ভারি অন্যায় হ'লো।

অক্ষয়। অন্যায়টা কী হ'লো?

রসিক। আমি ওঁদের বার বার ক'রে ব'লে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি ক'রেই ছুটি পাবেন, কোনো রকম বধ বন্ধনের আশঙ্কা নেই!—কিন্তু—

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় রসিক বাবু, আপনি অতো চিন্তিত হ'চ্চেন কেন?

রসিক। বলেন কী শ্রীশ বাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন—

বিপিন। তা বেশ তো, এমনই কী মহাবিপদে ফেলেছেন!

শ্রীশ। আমাদের যে আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলেন আমরা যেন তা'র যোগ্য হই!

রসিক। না, না, শ্রীশ বাবু, সে কোনো কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে প'ড়ে ভদ্রতার খাতিরে—

বিপিন। রসিক বাবু, আপনি আমাদের প্রতি অবিচার ক'র্‌বেন না—দায়ে প'ড়ে—

রসিক। দায় নয় তো কী মশায়। সে কিছুতেই হবে না! আমি বরঞ্চ সেই ছেলে দু'টোকে বনমালীর হাতছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনও ফিরিয়ে আন্‌বো, তবু—

শ্রীশ। আপনার কাছে কী অপরাধ ক'রেছি রসিক বাবু?—

রসিক। না, না, এ তো অপরাধের কথা হ'চ্ছে না। আপনারা ভদ্র-লোক, কৌমার্য্য-ব্রত অবলম্বন ক'রেছেন—আমার অনুরোধে প'ড়ে পরের উপকার ক'র্‌তে এসে শেষকালে—

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার ক'রে ফেল্‌বো এটুকু আপ্‌নি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বেন না—এমনি হিতৈষী বন্ধু!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সৌভাগ্য ব'লে স্বীকার ক'র্‌চি—আপ্‌নি তা'র থেকে আমাদের বঞ্চিত ক'র্‌তে চেষ্টা ক'র্‌চেন কেন?

রসিক। শেষকালে আমাকে দোষ দেবেন না।

বিপিন। নিশ্চয় দেবো যদি না আপনি স্থির হ'য়ে শুভকর্ম্মে সহায়তা করেন।

রসিক। আমি এখনো সাবধান ক'র্‌চি—"গতং তদ্‌গাম্ভীর্য্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ সখে হংসোত্তিষ্ঠ, ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসীং!"

সে গাম্ভীর্য্য গেল কোথা, নদীতট হের হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস ওঠো ওঠো, সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হ'তে মানসের তীরে!

শ্রীশ। কিছুতেই না! তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুড়ে মার্‌লেও সখা হংসরা কিছুতেই এখান থেকে ন'ড়্চেন না!

রসিক। স্থান খারাপ বটে নড়্‌বার জো নেই! আমি তো অচল হ'য়ে ব'সে আছি—হায়, হায়—

"অয়ি কুরঙ্গ তপোবন বিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপুরীমিমাম্!"

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। চন্দ্র বাবু এসেছেন।

অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়!

[ভৃত্যের প্রস্থান।

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর দু'টিকে সমর্পণ ক'রে দেওয়া হোক্।

চন্দ্র বাবুর প্রবেশ

চন্দ্র। এই যে আপনারা এসেছেন। পূর্ণ বাবুকেও দেখ্‌চি!

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তবে অক্ষয় বটে!

চন্দ্র। অক্ষয় বাবু! তা বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল!

অক্ষয়। আমার মতো অদরকারী লোককে যে-দরকারে লাগাবেন তা'তেই লাগ্‌তে পারি—বলুন কী ক'র্‌তে হবে ?

চন্দ্র। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক'রে রাখা হ'চ্চে। শ্রীশ বাবু বিপিন বাবুকে এই কথাটা একটু ভালো ক'রে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারি কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কি না সন্দেহ!

চন্দ্র। একবার একটা মতকে ভালো ব'লে গ্রহণ ক'রেছি ব'লেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনা-শক্তি বড়ো। শ্রীশ বাবু, বিপিন বাবু—

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য—

চন্দ্র। কেন বাহুল্য ? আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত করবেন না ?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে—

চন্দ্র। আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে-কথা স্বীকার ক'র্‌চি, আপনারা এখনো সেই মতেই—

রসিক। এই যে পূর্ণ বাবু আস্‌চেন্! আসুন্ আসুন্!

পূর্ণর প্রবেশ

চন্দ্র। পূর্ণ বাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমার ব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হ'য়েছি। কিন্তু শ্রীশ বাবু এবং বিপিন বাবু অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এখন ওঁদের বোঝাতে পার্‌লেই—

রসিক। ওঁদের বোঝাতে আমি ত্রুটি করিনি চন্দ্র বাবু—

চন্দ্র। আপনার মতে বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তাহ'লে—

রসিক। ফল যা পেয়েছি তা "ফলেন পরিচীয়তে।"

চন্দ্র। কী ব'ল্‌চেন ভালো বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

অক্ষয়। ওহে রসিক দা, চন্দ্র বাবুকে খুব স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আমি দু'টি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনি এনে উপস্থিত ক'রচি।

শ্রীশ। পূর্ণ বাবু ভালো আছেন তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনাকে একটু শুক্‌নো দেখাচ্চে।

পূর্ণ। না, কিছু না।

শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর তো দেরি নেই।

পূর্ণ। না।

নৃপ ও নীরকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (নৃপ ও নীরর প্রতি) ইনি চন্দ্র বাবু, ইনি তোমাদের গুরুজন, এঁকে প্রণাম করো। (নৃপ ও নীরর প্রণাম) চন্দ্র বাবু, নূতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দু'টি সভ্য বাড়্‌লো!

চন্দ্র। বড়ো খুসি হ'লেম। এঁরা কে?

অক্ষয়। আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এঁরা আমার দু'টি শ্যালী। শ্রীশ বাবু এবং বিপিন বাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরো ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রতি দৃষ্টি ক'র্‌লেই বুঝ্‌বেন, রসিক বাবু এই যুবক দু'টির যে মতের পরিবর্ত্তন করিয়েছেন সে কেবল মাত্র বাগ্মিতার দ্বারা নয়।

চন্দ্র। বড়ো আনন্দের কথা।

পূর্ণ। শ্রীশ বাবু, বড়ো খুসি হলুম! বিপিন বাবু, আপনাদের

বড়ো সৌভাগ্য! আশা করি অবলাকান্ত বাবুও বঞ্চিত হন্ নি, তাঁরো একটি—

নির্ম্মলার প্রবেশ

চন্দ্র। নির্ম্মলা, শুনে খুসি হবে, শ্রীশ বাবু এবং বিপিন বাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হ'য়ে গেছে। তাহ'লে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য।

নির্ম্মলা। কিন্তু অবলাকান্ত বাবুর মত তো নেওয়া হয়নি—তাঁকে এখানে দেখ্‌চিনে—

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম, তিনি আজ এখনো এলেন না কেন?

রসিক। কিছু চিন্তা কর্‌বেন না, তাঁর পরিবর্ত্তন দেখ্‌লে আপনারা আরো আশ্চর্য্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্র বাবু এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যে-রকম লোভনীয় হ'য়ে উঠ্‌লো, এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বেন না!

চন্দ্র। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ ক'র্‌বেন না,—বাসরঘরে ভূতপূর্ব্ব কুমারসভাটিকে সাধ্যমত পিণ্ডদান করে' তা'র পরে যদি দেখা দেন! এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমারসভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়!

শৈলের প্রবেশ

শৈল। (চন্দ্রকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা ক'রবেন!

শ্রীশ। এ কী, অবলাকান্ত বাবু—

অক্ষয়। আপনারা মত পরিবর্ত্তন ক'রেছেন, ইনি বেশ পরিবর্ত্তন ক'রেছেন মাত্র।

রসিক। শৈলজা ভবানী একদিন কিরাত বেশ ধারণ ক'রেছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনী বেশ গ্রহণ ক'র্লেন।

চন্দ্র। নির্ম্মলা, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনে।

নির্ম্মলা। অন্যায়! ভারি অন্যায়! অবলাকান্ত বাবু—

অক্ষয়। নির্ম্মলা দেবী ঠিক ব'লেছেন—অন্যায়! কিন্তু সে বিধাতার অন্যায়! এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান্ একে বিধবা শৈলবালা ক'রে কী মঙ্গল সাধন ক'র্‌চেন সে-রহস্য আমাদের অগোচর!

শৈল। (নির্ম্মলার প্রতি) আমি অন্যায় ক'রেছি, সে-অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কী হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হ'য়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্ম্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্র বাবুর পত্রে আমি যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ ক'রে-ছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হ'য়েছিল—আমার মতো অযোগ্য—

চন্দ্র। কিছু অন্যায় হয়নি পূর্ণ বাবু, আপনার যোগ্যতা যদি নির্ম্মলা না বুঝ্‌তে পারেন তো সে নির্ম্মলারই বিবেচনার অভাব! (নির্ম্মলার নতমুখে নিরুত্তরে প্রস্থান)

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণ বাবু, আপনার

দরখাস্ত মঞ্জুর—প্রজাপতির আদালতে ডিক্রী পেয়েছেন—কাল প্রত্যূষেই জারি ক'র্‌তে বেরোবেন।

শ্রীশ। (শৈলবালার প্রতি) বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন।

বিপিন। সম্বন্ধের পূর্ব্বেই পরিহাসটা ক'রে নিয়েছেন।

শৈল। পরে তাই ব'লে নিষ্কৃতি পাবেন না।

বিপিন। নিষ্কৃতি চাইনেঁ।

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হ'লো—এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ ক'রে দেওয়া যাক্।

"সর্ব্বস্তরতু দুর্গাণি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥"